# মূল সূত্রম্।

অথবা

# জিন গীতা।

( বঙ্গ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত )

পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্ বচনং যস্ত তস্য কার্য্যঃ পরিগ্রহঃ॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
ময়মনসিংহ।

অভয় সপ্তমী।

১৫ পৌষ ১৮৬৮ শক / ১৩৫৩ সন

মূল্য—১৲

# মূল সূত্রম্ (জিন গীতা)

## মুখবন্ধ

যো বিশ্বং বেদ বেদ্যং জনন-জলনিধের্ ভঙ্গিনঃ পারদৃশ্বা,
পৌর্বাপর্য্যাবিরুদ্ধং বচনং অনুপমং নিষ্কলঙ্কং যদীয়ম্।
তং বন্দে সাধুবন্দ্যং সকলগুণনিধিং ধ্বস্তদোষদ্বিষন্তম্
বুদ্ধং বা বর্ধমানং শতদলনিলয়ং ব্রহ্মাণং বা শিবং বা॥

অকলঙ্ক ভট্টঃ।

১। জৈনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

আর্য্যজাতির ধর্ম্মতন্ত্রগুলির মধ্যে বৌদ্ধতন্ত্র ও জৈনতন্ত্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণগুলি আবার উভয় তন্ত্রেই সাধারণ। বৌদ্ধ ও জৈন এই উভয় তন্ত্রই নিরীশ্বর—ইহাদের কোনওটিতেই ঈশ্বরোপাসনার স্ফুট ব্যবস্থা নাই। উভয় তন্ত্রই বেদের অনধীন বলিয়া পরিচিত—স্বকীয় সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্য ইহাদের কেহই শ্রুতির বচন উদ্ধারের আবশ্যকতা বোধ করে না। এই দুইটী মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও অপর কতকগুলি গৌণ লক্ষণেও এই উভয় তন্ত্রে প্রচুর সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই উভয় তন্ত্রই সন্ন্যাস প্রধান,—গৃহী শিষ্যের তুলনায়, উভয় তন্ত্রেই গৃহত্যাগী প্রব্রাজকের গৌরবই সমধিক। উভয় তন্ত্রেই মূল গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত ভাষায় রচিত। উভয় তন্ত্রই খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে প্রচারিত হইয়াছিল। উভয়েরই জন্মভূমি ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে, হিমালয় ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড। উভয়েরই প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয়

বংশজাত রাজপুত্র। বস্তুগত্যা উভয়ের সাদৃশ্য এত প্রবল, যে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ ও জৈনদিগের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এই উভয় সম্প্রদায়কে একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা বলিয়া মনে করিতেন।* লৌকিক বিচারেও একজন বৌদ্ধ ও একজন জৈনের মধ্যে দৃষ্টি ভঙ্গির কি পার্থক্য আছে, তাহা অপরে তো দূরের কথা, একজন বৌদ্ধ বা জৈনও ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারে না।

গৌণ লক্ষণগুলির আলোচনা কৌতুহলজনক হইলেও, জীবনযাত্রার সমস্যার সমাধানে ইহাদের প্রভাব অতি অল্প। এইজন্য উহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাউক। বৌদ্ধ ও জৈনতন্ত্র নিরীশ্বর। পূজা অর্চ্চা হোম জপ, অর্থাত্ ধর্ম্মচর্চ্চা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, এই দুইটী তন্ত্রের কোনটীতে তাহার সদ্ভাব নাই। নিরীশ্বর দর্শন থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম ও যে নিরীশ্বর হইতে পারে তাহা সহজে প্রতীত হয় না। 'ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট প্রতিরোধ ঈশ্বরের দয়ার উপরই নির্ভর করে', এই কথা শুনিতেই আমরা অভ্যস্ত। অতএব ঈশ্বরের দয়ার প্রার্থনা না করিয়াও পরমার্থ লাভ, কিম্বা ধর্ম্ম-সাধনা, হইতে পারে ইহা যেন অদ্ভুত শুনায়। বৌদ্ধতন্ত্র ও জৈনতন্ত্র সেই অদ্ভুত কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছে। এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই বৌদ্ধ ও জৈনতন্ত্র ভারতীয় ধর্ম্মতন্ত্রগুলির মধ্যে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিবার যোগ্য। কেবল ভারতীয় ধর্ম্মতন্ত্র বলি কেন, জগতের সমস্ত ধর্ম্মতন্ত্রের মধ্যেই ইহারা বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। কারণ নিরীশ্বর ধর্ম্মতন্ত্র হইতে পারে, অন্য কোনও দেশে কেহ তাহা কল্পনাও করেন নাই। ভারতে ইহা কেবল কল্পনামাত্র থাকে নাই, আর্য্যজাতির মহাবিনায়ক দুইজন মহাপুরুষ

* Winternitz—Indian Literature—vol 11, p 424

এইরূপ দুইটী ধর্ম্মতন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, আর ভারতীয় জনগণও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অবতার সদৃশ এই দুইজন ধর্মরাজ—তথাগত গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বর্ধমান জিন—ধর্ম্মজগতের সনাতন সত্যের দুইটী অভিনব দিক্ প্রকাশ করিয়া মানব জাতির চিরন্তন উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের উদান ও অবদান আলোচনা করিয়া আমরা সনাতন সত্যের ও শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইতে পারি। অপর পক্ষে ইহাদের অবদানের আলোচনা উপেক্ষা করিলে আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

## ২। জৈনতন্ত্র ও জ্ঞানযোগ

নিরীশ্বর ধর্ম্মতন্ত্র কেমনে সম্ভস্পর এস্থলে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। ধর্ম্মচর্য্যা বলিতে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা বুঝি। ঈশ্বরের আরাধনা করি কেন? অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য। অভীষ্ট-লাভই আমাদের উদ্দেশ্য——ঈশ্বরারাধনা তাহার উপায় মাত্র। অতএব আমাদের অভীষ্ট কী, তাহার স্পষ্ট ধারণা না হইলে, ধর্ম্মনিষ্ঠা সুদৃঢ় হইতে পারে না। যাহাকে আমরা বলি অভীষ্ট, দার্শনিক তাহার নাম দিয়াছেন পুরুষার্থ—পুরুষের অর্থ (প্রয়োজন), অথবা জীবনের উদ্দেশ্য (End of Life).

মানুষের কামনাগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে পুরুষার্থ মাত্র দুইটী, কাম ও ধর্ম্ম—সুখ ও কর্ত্তব্য। লোকে যে কোনও কাজই করে, ইহাদের কোনও একটীর জন্য করে। হয় সুখের আশায় করে, নতুবা কর্ত্তব্য মনে করিয়া, দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়াও তাহা করে।

এই দুই পথ অত্যন্ত ভিন্ন। যে জন শুধু সুখের অনুসন্ধান করে, তাহাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইতে হয়। যে কর্ত্তব্যের অনুসরণ করে, সুখের

প্রলোভন তাহাকে জয় করিতে হয়। এই অভিপ্রায়েই কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন ঃ—

অন্যত্ শ্রেয়স্ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়স্
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
কঠ—১—২—১

স্থখের প্রলোভন পরিত্যাগ না করিলে মঙ্গল লাভ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ তথ্য। অতএব স্থখ যদিও আপাততঃ পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়, বিবেচক লোকের পক্ষে স্থখ পুরুষার্থ হইতে পারে না। মঙ্গলই প্রকৃত পুরুষার্থ। শ্রেয়সের স্বরূপ কী, কিরূপে শ্রেয়স্ লাভ হয়, ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন মানুষের পক্ষে আর কিছুই নাই।

শ্রেয়সের স্বরূপ কী তাহা নিয়া দার্শনিকগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আর ইহাদিগকে যথাক্রমে কর্ম্মমূলক, জ্ঞানমূলক ও ভক্তিমূলক সমাধান বলা যাইতে পারে।

মানুষের মনের তিনটী বৃত্তি আছে—কামনা, চেতনা ও বেদনা ( Willing, Knowing Feeling ) ইহাদের সমবায়ই মন। যখনই আমাদের মনের উপর দৃষ্টি করি, আমাদের চৈতন্যের বিশ্লেষণ করি, তখনই দেখিতে পাইব, হয় আমরা কিছু ইচ্ছা করিতেছি, নয় আমরা কিছু জানিতেছি, নতুবা স্থখ-দুঃখ অনুভব করিতেছি। এই তিনটী ছাড়া মনের অন্য কোনও বৃত্তি নাই, চৈতন্যের আর কোনও ভেদ বা প্রকার নাই। অবশ্য মানসিক প্রত্যেক কাজেই, ইচ্ছা জ্ঞান ও বেদনা ওতপ্রোত সংশ্লিষ্ট, তবে কোনও অবস্থাটী ইচ্ছা-প্রধান, কোনওটী জ্ঞান-প্রধান, কোনওটী রস-প্রধান।

চৈতন্যের এইরূপ ত্রিবিধ বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেয়স্ সাধনার পন্থা ও ত্রিবিধ। যাহারা ইচ্ছা-প্রধান তাহারা কর্ম্মযোগী. যাহারা জ্ঞান প্রধান তাহারা জ্ঞানযোগী, আর যাহারা বেদনা-প্রধান তাহারা ভক্তিযোগী।

প্রধানতঃ কর্ম্মযোগ নিয়াই ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। যাহারা কর্ম্মযোগী, প্রজ্ঞার বাণী অনুসরণই তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য (পুরুষার্থ) বলিয়া গ্রহণ করেন। "নিজের প্রজ্ঞা অনুসারে কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা মনে হয় তাহা করিয়া যাও, তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে। কর্ত্তব্য সাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল (নিঃশ্রেয়স্)", ইহাই তাহাদের কথা।

গৌতমবুদ্ধ কর্ম্মযোগিদের অগ্রণী। আদর্শ কর্ম্মযোগ তিনিই প্রচার করিয়াছেন। সুখের প্রলোভনেই লোকে পাপ করে। অতএব সুখের তৃষ্ণা জয় করাই মনুষত্ব লাভের উপায়। তৃষ্ণার লোপ হইলেই মানুষ, প্রকৃত মানুষ হয়। সুখের তৃষ্ণাকে লুপ্ত করিতে হইবে, তবেই ইন্দ্রিয় জয় করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিবে। তৃষ্ণা নির্ব্বাণেই শান্তি। নতুবা ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় সুখে প্রমত্ত হইয়া লোক দুঃখ হইতে দুঃখান্তর ভোগ করে।

সুখের তৃষ্ণাই লোককে স্বার্থপর করে, অপরের অনিষ্ট করিয়াও নিজের স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত করায়। ইহার নামই হিংসা—নিজের সুখকে বড় করিয়া দেখা। সুখের লোভে মানুষ ভুলিয়া যায় যে সকল মানুষই সমান। এই জ্ঞান জাগরুক থাকিলে, অপরকেও নিজের সমতুল্য বিবেচনা করিলে, মানুষ অপরের অনিষ্ট করিতে পারিত না। তাই গৌতমবুদ্ধ বলিয়াছেন 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'। সর্ব্বভূতে সমদর্শনই চরিত্র গঠনের প্রধান উপায়। ইহাই প্রজ্ঞার বাণী। "তুমি নিজে যাহা চাও, অন্যের উপরও তেমন ব্যবহার করিও" (Do to others as you would that they should do to you) ইহাই যীশুখ্রীষ্টের উল্লিখিত স্বর্ণময় উপদেশ। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত বর্ষ পূর্বে, ইহাই গৌতমবুদ্ধ বলিয়াছিলেন—

অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

ধর্ম্মপদ—১০—২

অপরকে নিজের তুল্য বিবেচনা করিয়া কাহাকেও বধ করিও না, কাহাকেও আঘাত করিও না।

মহাবীর বর্ধমান জিনও এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন—

অজ্ঝত্থং সব্বও সব্বং দিস্‌স পাণে পিয়ায়এ।
ন হণে পাণিণো পাণে ভয়বেরাও উবরএ॥

মূলসূত্র—৬—৬

সর্বত্রই এক অধ্যাত্মা। প্রাণ সকলেরই প্রিয়। উত্পীড়ন ও দ্বেষ হইতে বিরত থাকিবে। কোনও প্রাণিকে হত্যা করিও না।

এই উভয় মহাবাণীরই তাত্পর্য্য এই যে সর্বভূতে সমদর্শন অথবা মৈত্রীই ধর্মজীবনের ভিত্তিভূমি। কেবল নিজের কল্যাণের কথা ভাবিলেই চলিবে না। সকলের কল্যাণের কথাই ভাবিতে হইবে। যাহাতে "ভূয়িষ্ঠজনের গরিষ্ঠ কল্যাণ" (greatest good of the greatest number) তাহাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কর্মযোগি বৌদ্ধগণ এই খানেই থামিয়া যান। পরন্তু জ্ঞানযোগী জৈনগণ বলেন যে নিজের গরিষ্ঠ কল্যাণ কিসে হয়, প্রথমে তাহা জানিয়া লইতে হয়। গরিষ্ঠ কল্যাণ কী তাহা না জানিলে, নিজের কিম্বা পরের, গরিষ্ঠ কল্যাণ করা যাইতে পারে না।

বর্ধমান জিন বলিয়াছেন যে কৈবল্য লাভই মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। কৈবল্য অর্থ নিরপেক্ষতা, অনধীনতা। যে জন বলিতে পারে "আমার কিছুই চাই না" সেই মানুষ নিরপেক্ষ, অনধীন, মুক্ত, স্বাধীন। সেই জন স্বারাজ্য লাভ করিয়াছে, সে ত্রৈলোক্যের প্রভু। কেহই তাহাকে ভয় দেখাইতে পারে না। কিছুই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়াছে। মোক্ষ অথবা কৈবল্যই জ্ঞানযোগের আদর্শ।

কামনাই বন্ধন। 'নিজের কল্যাণ করিব', কিম্বা 'পরের কল্যাণ করিব' এরূপ কামনাও বন্ধনের হেতু। মুমুক্ষু জ্ঞানযোগী সকল কামনাই পরিত্যাগ করেন, কল্যাণের কামনাও তিনি করেন না। লৌহ শৃঙ্খল হইতে উত্কৃষ্ট হইলেও, স্বর্ণ শৃঙ্খলও শৃঙ্খলই বটে। সুখের কামনা হইতে উতকৃষ্ট হইলেও, কল্যাণের কামনাও কামনাই বটে। তাহাও বন্ধনের হেতু। মুমুক্ষু জৈন সকল কামনাই পরিত্যাগ করেন। বন্ধন স্বীকার করিলে মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয় না।

কামনাই দুঃখের হেতু। কামনার সর্বথা পরিপূরণ অসম্ভব। একটী কামনা গেলেই আর একটী কামনা আসিয়া উপস্থিত হয়; কামনার অপূরণ জনিত দুঃখ থাকিয়াই যায়। যিনি দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইতে চান, তিনি সকল কামনা পরিত্যাগ করিবেন। ইহারই নাম কৈবল্য, ইহারই নাম মুক্তি।

কামনা পরিত্যাগের অবস্থা একটা অচেতন অবস্থা নহে। ইহা নিদ্রিত অথবা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির অবস্থা নহে। তাহাই যদি হইত তবে মৃত্যু হইতে কৈবল্যের কোনও পার্থক্য থাকিত না। কৈবল্যের অবস্থায় মানুষ সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে অবিচলিত থাকিয়া দ্রষ্টার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি।

গীতা—৬—২০

ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা মানুষের কল্পনায় আসেনা। এই কৈবল্য অবস্থা লাভকেই বর্ধমান জিন, শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ অথবা পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা জ্ঞানযোগের পথ। ভক্তিযোগ কিন্তু আরও একপদ অগ্রসর হইতে চায়।

গৌতম বুদ্ধ বলিয়াছেন "ভূয়িষ্ঠজনের গরিষ্ঠ কল্যাণ কর"; ইহাই পুরুষার্থ। গৌতমবুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোনও ভ্রমপ্রমাদ নাই।

পরন্তু বর্দ্ধমান জিন বলেন "কৈবল্যলাভের পন্থা শিখাইলেই জীবের গরিষ্ঠ কল্যাণ করা হয়"। বর্দ্ধমান জিন যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও কোনও ভ্রম প্রমাদ নাই। পরন্তু নানক নিরঙ্কার বলেন যে রুদ্রের কৃপাই কৈবল্যার্থীর একমাত্র সম্বল।

গৌতম বুদ্ধ অথবা বর্দ্ধমান জিন ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দিয়া যান নাই। এমন কি ঈশ্বর আছেন কি নাই, এসম্বন্ধেও কোনও কথা তাহারা খুলিয়া বলেন নাই। ইহার কারণ এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা সহজসাধ্য নহে। কলঙ্কাবৃত দর্পণে মুখ দেখা যায় না। তপস্যাদ্বারা হৃদয়কে শুদ্ধ করিতে না পারিলে পরমেশ্বরের ছবি তথায় প্রতিফলিত হয় না। এইজন্য কুতার্কিকগণ অনায়াসেই আপত্তি তোলেন "রুদ্র নাই"। সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অনুচরগণ সিদ্ধান্ত করেন, "ঈশ্বরই যখন নাই, তখন ধর্ম্মেরও কোনও প্রয়োজন নাই।" তাহাদের অপসিদ্ধান্তের অবকাশ যাহাতে না মিলে, এইজন্য গৌতম এবং বর্দ্ধমান ঈশ্বরের অস্তিত্বের সহিত ধর্মচর্য্যার সংপর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। একদা গৌতমের কোনও শিষ্য, ঈশ্বর আছেন কিনা এই প্রশ্ন তথাগত গৌতমকে সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি তাহার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। শিষ্যটী ছাড়িবার পাত্র নয়—আবার প্রশ্ন করিল, "তবে কি এবিষয়ে আপনি কিছু জানেন না"? গৌতম তাহাকে বলিলেন "এ প্রশ্নের সমাধানের উপর তোমার কর্ত্তব্য নির্ভর করে না। প্রজ্ঞার বাণী অনুসরণ করাই তোমাদিগের কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। তৃষ্ণাকে নির্বাণ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকিয়া থাকেন, সচ্চরিত্র ব্যক্তির উপরই তিনি প্রসন্ন হন, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি তাহার কৃপালাভ করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, তোমাকে সচ্চরিত্র হইতেই হইবে। ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস থাকে, ভাল কথা; ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস না থাকে, আপত্তি নাই। প্রথমেই একটা

দুরূহ তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া কাজের সময় হেলায় হারাইও না। অধিক দেখিও না, অল্প দেখিও না; যাহা প্রত্যক্ষ সত্য তাহাই অবলম্বন কর। প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে সত্পথে চলিবার জন্য তোমাকে আদেশ করিতেছে। সকলেই প্রজ্ঞার আদেশ শুনিতে পায়—প্রজ্ঞার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিলে অনুতাপ ভোগ করে। এই প্রত্যক্ষ সত্য অবহেলা করিও না। প্রজ্ঞাকে জীবনের আশ্রয় মনে করিয়া সত্পথে চলিতে থাক। সর্ব্বভূতে সমদর্শনই (অহিংসাই) প্রজ্ঞার বাণী। স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয় বশ্যতাই এই পথের বাধা। উভয়ের মূলেই সুখের তৃষ্ণা। অতএব সুখের তৃষ্ণাকে জয় কর——তৃষ্ণা নির্ব্বাণ পাউক! তোমার পরম কাম্য শান্তি প্রজ্ঞাই তোমাকে আনিয়া দিবে।” গৌতম বুদ্ধের এই যুক্তিজালে কোনও ত্রুটি নাই। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু—

“তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ।”

ভক্তিযোগীকে ইহা সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহারা কেবল প্রজ্ঞার স্বরূপ (অহিংসা অর্থাত্ সর্ব্বভূতে সমদর্শন কী তাহা জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। প্রজ্ঞার মূল কী, প্রজ্ঞাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা চঞ্চল হইয়াছেন।

সকলের হৃদয়েই, প্রজ্ঞা একই বাণী বলিয়া বলিয়া থাকে, সকলকেই একপথে চালিত করে——একজনকে সত্য কথা বলিতে, ও অপরকে মিথ্যা বলিতে উপদেশ দেয় না। নিজের পিতাকেও অন্যায় কিছু করিতে দেখিলে, শিশুর হৃদয়ও বিদ্রোহী হয়। ইহার হেতু তাঁহারা মনে করেন যে প্রজ্ঞা একজনেরই বাণী। একই পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম বিষ্ণু সকলের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া সকলকে ধর্ম্মপথে চালিত করিতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥

গীতা—১৮—৬১

এই পরম পুরুষের শরণাগত হওয়াই চরম পুরুষার্থ। তাহার প্রসাদেই মানুষ শাশ্বত শান্তি পাইতে পারে। সর্ব্বভাবে তাহার শরণাগত হওয়াই মানুষের কর্ত্তব্য, আর কেবল তাহাতেই শান্তি মিলে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তত্ প্রসাদাত্ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

গীতা—১৮—৬২

ইহাই ভক্তিযোগের মূল কথা। ধর্ম্মচর্চ্চা বলিতে ইহাই আমরা বুঝি। বেদ, উপস্থা, কোরাণ, বাইবেল, এই কথাই বলিয়াছেন। যুগে যুগে, দেশে দেশে, সাধু সন্ত অবতারগণ এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। নারদ ও শাণ্ডিল্য, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ, রামানুজ ও কবীর, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ, সকলেরই এক উদ্দেশ্য——পরমেশ্বরের দিকে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা। ইহারা সকলেই আমাদের নমস্য——তবে ইহাদের মধ্যে যাহারা ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া ( সম্প্রদায় গঠন করিয়া ) বহুলোকের জন্য আরাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহারা পূজ্যতর। আবার তাহাদের মধ্যে হিন্দু আদর্শের সংস্থাপক ভগবান্ রামচন্দ্র, পার্শী আদর্শের সংস্থাপক মঘবান্ জরথুস্ত্র, কিম্বা শিখ আদর্শের সংস্থাপক চক্রপাণি গোবিন্দসিংহ, সম্ভাবনীয় বিভিন্ন প্রকারের ধর্মরাজত্বের প্রতিনিধি ( Typical Prophet ) হিসাবে পূজ্যতম।

কিন্তু পরমেশ্বর রুদ্র কি সত্যই আছেন? রুদ্র যদি দয়াময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, হইয়া থাকেন তবে জগতে এই উত্পীড়ন, অসত্য, দুঃখ, দৈন্য, পাপ, তাপ, কোথা হইতে আসিল? জরথুস্ত্র প্রশ্ন করিয়াছেন

আ মা অএযেমো হ্জস্ চা রেমো।
আহিষা চা দেরেষ্ চা তেবিষ্ চা॥

যস্ন—২৯—১

"ক্রোধ, হঠ অসূয়া, ধৃষ্টতা, দুরাচার, আমাকে আঘাত করিতেছে। ইহা সহিবার জন্য কে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছে?"

পাপ তাপ কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটিতেছে, না ঈশ্বরের অনিচ্ছায়? যদি তিনি পাপ তাপ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি মঙ্গলময় নন। আর যদি তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও দুঃখ দৈন্য দূর করিতে না পারেন, তবে তিনি সর্বশক্তিমান্ নন।

ভক্তিযোগী ইহার উত্তর দেয়, যে বৈচিত্র্য ছাড়া সৃষ্টি হয় না— রাত্রি না থাকিলে দিন হয় না, অন্ধকার না থাকিলে জোত্স্না হয় না। তাই করুণাময় হইয়াও ঈশ্বর কেবল জ্যোত্স্নাই সৃষ্টি করেন নাই, অন্ধকারও সৃষ্টি করিয়াছেন, নতুবা জ্যোত্স্না সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু মানুষ দুঃখ পায় নিজ কর্ম্মফলে। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমন ফল পায়—তজ্জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা চলে না। ভক্তিযোগীদের এই কথা খুব সত্য। কিন্তু ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক তাহাতে নিরস্ত হন নাই। তিনি বলেন ঈশ্বর যদি সত্ ও অসত্ উভয়েরই জনক হইয়া থাকেন তবে, তিনি সত্ও বটেন আবার অসত্ও বটেন। তাহাকে শুধু দয়াময় বলিলে সত্যকে অপলাপ করা হয়। যাহা হ্রস্বও বটে দীর্ঘও বটে, স্থূলও বটে কৃশও বটে, রক্তও বটে পীতও বটে, তাহাকে শুধু হ্রস্ব কিম্বা শুধু দীর্ঘ. শুধু স্থূল কিম্বা শুধু কৃশ বলা চলে না।

ইহার উপর যদি জীবের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা যায়, তবে ঈশ্বর খণ্ডিত হইয়া পড়েন। কারণ সে স্থলে জীবের ইচ্ছার উপর তাঁহার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন। আর জীবের যদি ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকিয়া থাকে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই আমি পাপে ও পুণ্যে প্রবৃত্ত হই, তবে পাপের জন্য দায়িত্ব ও আমার নাই।

"জীবের ইচ্ছায় স্বাধীনতা আছে" এটা যদি মিথ্যা কথা হয়, তবে পাপ পুণ্য বলিবার কোনও তাত্পর্য্য থাকে না। ধর্ম্মজীবনের জন্য চেষ্টা করারও কোনও অর্থ থাকে না। অপরের ইচ্ছায় যাহা ঘটিবে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার আমার শক্তি কী? আর আমার যদি সে সাধ্যই না থাকে, তবে শুধু "পুণ্য কর" নির্দ্দেশ দ্বারা কী ফল লাভ হইতে পারে?

ধর্ম্মজীবন যদি সত্য হইয়া থাকে তবে জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি থাকিয়া থাকে, তবে জীবকেও ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ বলিতে হয়। জীব যদি ঈশ্বরের অংশ না হয়, অথচ প্রত্যেকেরই ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে, তবে প্রত্যেক জীবদ্বারা ঈশ্বরের অধিকার খণ্ডিত হওয়ায়, ঈশ্বর ও অন্য জীবের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য থাকে না, তিনি অনন্ত না হইয়া সান্ত হইয়া পড়েন।

ভক্তিযোগী বলেন, ইহারই নাম মায়া। জীবের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য আছেও বটে, আবার নাইও বটে। 'ইহারই নাম অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' ——— -মহাপ্রভু চৈতন্যকে স্মরণ করিয়া এমন কথাও বলা যাইতে পারে। যতক্ষণ আত্মকর্ত্তৃত্বজ্ঞান আছে, ততক্ষণ পাপপুণ্যের দায়িত্বও আছে। আত্মাভিমান লোপ পাইলে পাপপুণ্য কিছুই নাই। সকল শক্তিই আমরা পরমেশ্বর রুদ্র হইতেই পাইয়া থাকি। প্রজ্ঞারূপ চক্ষু তিনিই দিয়াছেন। পাপপুণ্য প্রভেদ জ্ঞান, পাপকে বর্জন করিয়া পুণ্য পালনের শক্তি, মানুষকে তিনিই দিয়াছেন। নতুবা পশুর ন্যায় ধর্মজ্ঞান বলিয়া কিছু, মানুষেরও থাকিত না। 'সকল শক্তিই রুদ্র দেন' একথা হৃদয়ঙ্গম করিলে আর আত্মাভিমান থাকিতে পারে না। তখন মানুষ দেখে যে সে রুদ্রের হাতে যন্ত্রমাত্র। তাহার আত্ম-স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান একটা মায়ামাত্র—যেন বাজীকরের বাজী। সত্য বলিয়া মনে হয় বটে,

কিন্তু সত্য নহে। ইহাই বিষ্ণুর মায়া——ইন্দ্রের জাল—ইন্দ্রজাল। উপনিষদ্ বলেন—

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্।
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষঃ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্ তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥

শ্বেতাশ্বতর ৫—৩

এই ইন্দ্রজালের ফলেই জীব আপনাকে "পতি" (স্বাধীন) বলিয়া মনে করে। ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিয়া গেলে বুঝিতে পারে রুদ্রের শক্তিই তাহার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তখন আর আত্মাভিমানের অবসর কোথায়? তাহার ন্যায়-নিষ্ঠাও মানুষ রুদ্র হইতেই পাইয়াছে। নতুবা কোথা হইতে সে ইহা পাইল? মানুষ নিজকে নিজে সৃষ্টি করে নাই। যে শক্তি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রুদ্র। তিনিই তাহার ন্যায়নিষ্ঠারও উত্‌স। সকল শক্তি মানুষ ঊর্দ্ধ হইতেই পাইয়াছে।

ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুর্ অব্যয়ম্॥

গীতা—১৫ – ১

ন্যায়নিষ্ঠার আকর রুদ্র নির্বিশেষ নহেন, সবিশেষ। তিনি গুণাতীত, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বময়। তাই রামানুজ বলিয়াছেন—বিষ্ণু হেয়-প্রত্যনীক এবং কল্যাণ গুণাকর (পাপের শত্রু এবং পুণ্যের রক্ষক)। আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মকে ধূমপিণ্ডের ন্যায় নির্বিশেষ বলিয়া মনে হইলেও অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝা যাইবে ধূমপুঞ্জের অন্তরালে প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখা বর্তমান রহিয়াছে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের অভ্যন্তরে সবিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিরাজিত। তিনি সকল কল্যাণ গুণের আকর (শুদ্ধ সত্ত্বময়) পুরুষোত্তম বিষ্ণু। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হইয়া থাকেন, তবে শঙ্করাচার্য্য তাহাকে "সচ্চিদানন্দ"

বলিয়া কেমনে উল্লেখ করেন। তত্ সম্বন্ধে কোনও কিছু বলিতে গেলেই ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। "ব্রহ্ম আছেন" শুধু একথা বলিলেও, তাহাকে সবিশেষ বলিয়া স্বীকার করা হয়। তাহাকে সবিশেষ বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণ ইহাই যথার্থ সত্য। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া দাবী করিতে থাকা হঠকারিতা মাত্র। এই মিথ্যা জেদ পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষোত্তম বিষ্ণুর কৃপাভিক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাহা হইলে তিনিই বুঝাইয়া দিবেন যে, নির্বিশেষ হইয়াও তিনি কেমনে সবিশেষ, গুণাতীত হইয়াও তিনি কেমনে শুদ্ধসত্ত্বময়। খণ্ড বুদ্ধি দ্বারা তাহা বুঝা যায় না, সমাধিলভ্য অখণ্ড বুদ্ধিদ্বারা তাহা বুঝা যাইতে পারে। তখনই বুঝা যাইবে তিনি এক হইয়াও কেমন বহু, বহু হইয়াও কেমনে এক। তখনই বুঝা যাইবে মানুষ অধীন হইয়া কেমনে স্বাধীন, স্বাধীন হইয়াও কেমনে অধীন। ইহাই ভক্তিযোগের ভিত্তিভূমি। এই যুক্তিধারাই বৈষ্ণবের শিরোমণি শুকদেব ভাগবত পুরাণে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

বহু বহু মহাপুরুষ ভক্তিমার্গ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু কর্মযোগের আলোক-বর্তিকা হাতে নিয়াছেন একমাত্র গৌতমবুদ্ধ, আর জ্ঞানযোগের প্রদীপ ধরিয়াছেন বর্ধমান জিন। অন্য কথায় বলিতে গেলে ভক্তিযোগের নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, হিন্দু, পার্শী, শিখ, ইসাই, ইহুদী, মুসলমান; কিন্তু কর্ম্মযোগের একমাত্র সম্প্রদায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়, আর জ্ঞানযোগের একমাত্র সম্প্রদায় জৈন সম্প্রদায়। ধর্ম্মজগতের দুইটী অভিনব পথ পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা বুদ্ধ ও জিনের নিকট বিলক্ষণ ঋণী, আর ইহারা উভয়েই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা যথার্থ গৌরব অনুভব করিতে পারি।

## ৩। বৌদ্ধ ও জৈনের পার্থক্য

বুদ্ধ ও জিন এই দুই মহাপুরুষ ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উভয়েই খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উভয়েই ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবনময় সমগ্র উত্তরাপথ ভ্রমণ করিয়া স্বীয় স্বীয় তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, এই বাহ্য সাদৃশ্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সাদৃশ্য এত প্রবল, যে একজন বৌদ্ধ ও একজন জৈনের মধ্যে কী পার্থক্য আছে আজও লোকে ভাল করিয়া তাহা বুঝিতে পারে না। পৌরাণিক শাস্ত্রকারগণ তো বেদ নিন্দক বলিয়া রটনা করিয়া এই উভয় সম্প্রদায়কে একই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সেদিন পর্য্যন্তও জৈন সম্প্রদায়কে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। পারদর্শী পণ্ডিতগণকে পুস্তক লিখিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে জৈনগণ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ নহে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ, নিজদিগকে পৃথক্ সম্প্রদায় বলিয়া চিরদিনই জানিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ ও জৈনদের গুরুগ্রন্থ (স্বাধ্যায়) পৃথক্ পৃথক্। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে তথাগত গৌতম ও মহাবীর বর্দ্ধমান একই সময়ে তাহাদের ধর্ম্মতন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। যদি তাহাদের সিদ্ধান্তে মৌলিক পার্থক্য না থাকিত, তবে তাহারা দুইটী পৃথক্ ধর্মতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিতেন না। তাহারা যশের আকাঙ্ক্ষায় পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিলে তাহাদিগকে আমাদের মতই ক্ষুদ্রাশয় বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। বস্তুগত্যা এই উভয় মতের পার্থক্য এত বেশী যে তাহা অতিক্রম করা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই উত্‌কোটিক পার্থক্যই আবার বাহ্য সাদৃশ্যের বিভ্রম জন্মাইবার হেতু।

সত্ত্বের ও তমের আতিশয্য বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক সময় একই বলিয়া মনে হয়। একজন ধ্যানাবিষ্ট যোগীকে নিদ্রাবিষ্ট বলিয়া মনে করা অসম্ভব

নয় ; লাটিম যখন প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে, তাহা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে বলিয়াই মনে হয়; ঊষার আলোকচ্ছটা ও গোধূলির স্তিমিত কিরণের পার্থক্য তত্‌ক্ষণাৎ বুঝা যায় না। এইরূপ ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ যে কর্ম্মযোগ, আর ধর্ম্মজীবনের বিকাশ যে জ্ঞানযোগে, উহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য সাতিশয় প্রবল হইলেও একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ও একজন জৈন যতিকে অভিন্ন বলিয়া ধারণা করা স্বাভাবিক। ধর্ম্মজীবনের চরম পরিণতি ভক্তিযোগ। পূজার্চ্চনা হোম স্তোত্রের প্রভায় তাহা এত সমুজ্জ্বল, যে তাহাকে অন্য দুইটী যোগের সঙ্গে ভুল করিবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু কর্ম্মযোগের নিষ্কামভার, আর জ্ঞানযোগের নিষ্কামনত্বের প্রভেদ, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। পার্থক্য কিন্তু অতি সুগভীর ; একটী ধর্ম্মজীবনের সূচনা মাত্র, আর একটী তাহার পূর্ণবিকাশ ; একটী কর্ম্মময়, আর একটী কর্ম্মহীন। এই পার্থক্যের কথা বিস্মরণ হইলে আমরা না বৌদ্ধতন্ত্রের, না জৈনতন্ত্রের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিব, অর্থাত্‌ না কর্ম্মযোগের না জ্ঞানযোগের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারিব। অতএব ইহাদের পার্থক্যের বিষয় আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধর্ম্মতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন দুইটী—একটী ঈশ্বরের প্রতি বিভাব, ও দ্বিতীয়টী মানুষের প্রতি বিভাব। প্রধানতঃ এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লইয়াই এক সম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য রচিত হইয়া থাকে। ইহারাই মুখ্যতঃ এক সম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়ের পার্থক্যের কারণ। কুক্কুট বা পলাণ্ডু ভক্ষণ, তাম্বুল বা তাম্রকুট সেবন, বিহিত কি অবিহিত, এই নিয়া যে কলহ, শুধু দেশগত বা ব্যক্তিগত রুচি হইতে তাহার উদ্ভব। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর ইহাদের প্রভাব নাম মাত্র। ধর্ম্ম সিদ্ধান্তের আলোচনায় উহাদের স্থান নাই। ঈশ্বরের প্রতি বিভাব ও মানুষের প্রতি বিভাব,

এই দুইটী বিষয় নিয়াই আমরা বৌদ্ধ তন্ত্র ও জৈন তন্ত্রের পার্থক্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, যে বৌদ্ধ ও জৈন এই উভয় তন্ত্রই যখন নিরীশ্বর তখন তাহাদের এবিষয়ে আর কী পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা ভুল ধারণা। গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বরারাধনার বিধান করেন নাই, তাহার কারণ এই যে তিনি মনে করিতেন যে বিশুদ্ধ শীলই মানুষের প্রধান লক্ষ্য। যদি ঈশ্বর থাকিয়া থাকেন, তবেও কেবল শুদ্ধশীল দ্বারাই তাহাকে লাভ করা যায়। আর ঈশ্বর যদি নাও থাকিয়া থাকেন, তথাপি বিশুদ্ধশীলের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। মনুষ্যত্ব-লাভ করিতে হইলে শুদ্ধ শীল অপরিহার্য্য সাধন (discipline)। যদি দেবতা না থাকিয়া থাকেন, দেবত্বলাভ নাই বা হইল, মনুষ্যত্ব-লাভ আমরা পরিহার করিতে পারি না। মনুষ্যত্ব-লাভ হইলেই প্রচুর লাভ হইল। তাহা অপেক্ষা বেশী লাভ না হইলেও চলে। আর মনুষ্যত্ব লাভের অর্থ হইল চরিত্রগঠন এবং পরোপকার।

বর্ধমান জিনও মনে করিতেন মানুষই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। ঈশ্বর যদি থাকিয়া থাকেন, মানুষেই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। মনুষ্যত্ব-লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য। পরন্তু সেই মানুষ হইবে স্বাধীন ও মুক্ত, নিরপেক্ষ ও অভাবহীন,————কোনও কামনাই তাহার নাই। যদিও সত্ত্বগুণের সাহায্য ছাড়া ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, তথাপি সত্বগুণ উপায় মাত্র উপেয় নহে। সেই নির্বিকার, নিরঞ্জন, নিগুর্ণ পরাত্মাই আমাদের চরম লক্ষ্য,—তিনি সত্ব ও তমস্ উভয় গুণেরই অতীত, সুখ ও দুঃখ তাহার নিকট সমান, মঙ্গল ও অমঙ্গল তিনি সমান ভাবেই অগ্রাহ্য করেন। নতুবা দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়, স্থির অচঞ্চলতা লাভ হয় না, দ্বন্দ্বাতীত কৈবল্য অবস্থায় পৌছান যায় না, নির্বিকল্প সমাধি দূরে পড়িয়া থাকে।

অতএব বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্র উভয়েই নিরীশ্বর হইলেও, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৌদ্ধতন্ত্রের মূল কথা চরিত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা; কারণ ঈশ্বর থাকিয়া থাকিলেও সচ্চরিত্রতা ছাড়া ঈশ্বর লাভ হয় না। আর জৈনতন্ত্রের মূল কথা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যাহার কোনও কামনাই নাই, ঈশ্বরে তাহার কী প্রয়োজন? বৌদ্ধ রুদ্রের পূজা আরম্ভ করে নাই, জৈন রুদ্রের পূজা গ্রহণ করে না। বৌদ্ধের পক্ষে ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (Spencer); জৈনের পক্ষে ঈশ্বর অনাবশ্যক (Comte)। কেহই রুদ্রের অর্চ্চনা করেন না এই বিষয়ে উভয়েই সমান। তথাপি তাহারা সমান নহেন।

মানুষের প্রতি বিভাবেও একই কথা। উভয়েরই জীবনের মূলসূত্র অহিংসা ( মৈত্রী )—সর্ব্বভূতে সমদর্শন; বর্ত্তমান ভাষায় আমরা যাহাকে বলি সাম্য ( Equality )—অর্থাৎ অন্যের উপরও তেমন ব্যবহার করা, যেমন ব্যবহার আমরা নিজেরা চাই। বিষম ( অ-সম ) ব্যবহারকেই প্রাচীনেরা হিংসা বলিয়া বলিতেন। হিংসার অর্থ শুধু হত্যা মনে করিয়া, উহার ব্যাপকতার সঙ্কোচ করিলে আমরা বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রের মহিমা বুঝিতে পারিব না। আমরা বলি in-equlity ( বৈ-ষম্য; অ-ন্যায় ), প্রাচীনেরা বলিতেন হিংসা। মূলকথা হইল সকলকেই নিজের মতন দেখিবে। বৌদ্ধ ও জৈন এই উভয় তন্ত্রের ইহাই মূল সূত্র। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, যে এই বিষয়ে উহারা উভয়েই অভিন্ন।

কিন্তু উপরে আমরা যেমন দেখিলাম যে বৌদ্ধ ও জৈন নিরীশ্বর হইলেও তাহাদের নিরীশ্বরতার প্রভেদ আছে। সেইরূপ অহিংসাই বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রের মূলসূত্র হইলেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন বৌদ্ধ অহিংসক, কারণ রাম শ্যাম যদু মধু সকলের আত্মাই সমতুল্য বলিয়া সে মনে করে, সকলেই সুখ দুঃখ সমানভাবে অনুভব করে, এই জন্য "আত্মানং উপমং কিত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে" ( ধর্ম্মপদ

১০—১)। অপর পক্ষে একজন জৈন অহিংসক, কারণ সে সকলের মধ্যে একই আত্মা অবস্থিত দেখে, "অত্মাত্তং সব্বতো সব্বং" ( মূলসূত্র ৬—৬ )। একজন আত্মার অভিন্নতায় বিশ্বাসী। অপরজন সে বিষয়ে নীরব। বাহ্য ব্যবহারে একরূপ হইলেও, অন্তরের ভাবের পার্থক্য লক্ষণীয়। যিনি মানুষের সমতায় বিশ্বাসী তিনি নিজের মতন অপরেরও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন। আর যিনি কৈবল্যবাদী, একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুরই সত্তা যিনি স্বীকার করেন না, তিনি নিজের মৃত্যুকেও যেমন গ্রাহ্য করেন না, অপরের মৃত্যুকেও তিনি তেমন গ্রাহ্য করেন না। বৌদ্ধ হিংসা করেন না, কারণ অপর দ্বারা হিংসিত হইবার যুক্তি স্বীকার করিতে হয়; আর জৈন হিংসা করেন না, কারণ যখন এক ছাড়া দুই নাই তখন কে কাহাকে হিংসা করিবে? বৌদ্ধের পক্ষে হিংসা দুরাচার—জৈনের পক্ষে হিংসা বাতুলতা। অতএব অহিংসা-পরায়ণতা হিসাবে উভয়েই তুল্য হইলেও তাহারা সর্বথা তুল্যও নহেন। বৌদ্ধ হিংসা বর্জ্জন করিয়াছেন, জৈনের হিংসা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই।

যেমন নিরীশ্বরতা ও অহিংসকতায় বৌদ্ধ ও জৈনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে সেইরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান বিষয়েও উভয় তন্ত্রে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বৌদ্ধতন্ত্র কর্ম্মযোগের পথ; অতএব কর্ম্মের প্রাধান্য তাহাতে থাকিবেই। আর জৈনতন্ত্র জ্ঞানযোগের পথ; অতএব কর্ম্ম ত্যাগের উপরই ইহাতে জোর দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগের অর্থ অবান্তর কর্ম্মত্যাগ। সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ হইতে পারে না। সমুদয় কর্ম্মত্যাগ অর্থ জীবন ত্যাগ। সমুদয় কর্ম্মত্যাগ করিলে ধর্ম্মসাধনাও ত্যাগ করিতে হয়, ইহা আত্মঘাতী অভিচার—কুলক্ষয়া বৃত্তি। জীবন থাকিলে কতকগুলি কর্ম্ম অবশ্যই থাকিবেই; তাই কর্ম্মগুলির প্রতি বৌদ্ধ বা জৈনের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পার্থক্য আছে কিনা তাহাই বিবেচনার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার প্রভেদ-সূচক গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোকটী আলোচনা করিলে আমরা বৌদ্ধ ও জৈনের কর্ম্মানুষ্ঠানের পার্থক্য বুঝিতে পারিব।

আরুরুক্ষোঃ মুনের্ যোগম্ কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে॥

৬—৩

যিনি যোগারূঢ় হইতে চান, কর্ম্মই তাহার অবলম্বন। আর যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, শম ( অচঞ্চলতাই ) তাহার অবলম্বন।

বৌদ্ধ শুভকর্ম্ম করেন, কারণ শুভকর্ম্ম দ্বারাই তিনি তাহার লক্ষ্য স্বরূপ শুদ্ধশীলতা ( চিত্তশুদ্ধি ) লাভ করিতে পারিবেন। আর জৈন যে কর্ম্ম করেন তাহা এইজন্য করেন, যে যতদিন জীবন আছে ততদিন কোনও না কোনও কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। শুভকর্ম্ম বৌদ্ধের পক্ষে সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ। তাহার পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। জৈনের পক্ষে শুভকর্ম্ম একটা ক্রীড়ামাত্র। যাহা কিছু করিলেই হইল। কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানের উপর নহে, সমগ্র জীবনযাত্রার উপরই দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য বৌদ্ধ ও জৈনকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

মহাভারত বলিয়াছেন—

ইষ্টং চ মে স্যাদ্ ইতরশ্চ ন স্যাত্
এতত্ কৃতে কর্ম্মবিধিঃ প্রবৃত্তঃ।
ইষ্টং চানিষ্টং নঃ মাং ভজেত
এতত্ কৃতে জ্ঞানবিধিঃ প্রবৃত্তঃ।

শান্তিপর্ব্ব ১৯৯—১১

কর্ম্মযোগী ইচ্ছা করেন, যাহাতে কল্যাণ হয় আমি তাহা করিব; যাহা অকল্যাণ তাহা করিব না। জ্ঞানযোগী বলেন আমি কল্যাণ ও অকল্যাণের অতীত, উহারা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

বৌদ্ধের কাম্য চরিত্র গঠন। সুখের প্রলোভন মানুষকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করে। তাই অমঙ্গলকে পরিত্যাগ করিয়া, একজন বৌদ্ধ মঙ্গলকে কামনা করেন। "পাপ করিব না, পুণ্যই করিব" ইহাই তাহার সংকল্প। অপর পক্ষে একজন জৈনের কোনও কামনা নাই—পাপের কামনাও নাই, পুণ্যের কামনাও নাই। মুক্তপুরুষ জৈনের কোনও কামনাই নাই। এইজন্য তিনি মুক্ত। মোক্ষের কামনা ও কামনা,—বন্ধনস্বরূপ। এই কামনা হইতেও মুক্ত ছিলেন, তাই বর্ধমান "মহাবীর"। তিনি সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্ত নিগ্রর্ন্থ।

গৌতম ও বর্ধমানের আদর্শের পার্থক্য আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জৈন যতিতে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্মশ্রু গুম্ফ ক্ষৌরিত করিয়া, কষায় বসনে আবৃত হইয়া জীব সেবাকে জীবনের ব্রত গ্রহণ করিয়া লোকালয়ের নিকটে মঠে বাস করেন। আর জটামৌলি দিগম্বর জৈন বনজঙ্গলে ঘুড়িয়া বেড়ায়—ক্ষ্যাপা খুজে খুজে ফিরে পরশপাথর—কিংম্বা ধ্যানস্তিমিত নেত্রে পর্ব্বত কন্দরে কাটাইয়া দেয়। জগত্ ধ্বংস হইয়া গেলেও তাহার কিছু আসে যায় না। মনে হয় সগুণ ব্রহ্ম অথবা শিবময় সদাশিব বৌদ্ধ ভিক্ষুর, এবং নির্গুণ ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা জৈনযতির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কিন্তু ভক্তিযোগের সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বময় পুরুষোত্তম বিষ্ণুর চরণ স্মরণ করিয়া পড়িয়া আছেন।

এই জৈন তন্ত্র প্রচার যিনি করিয়াছেন সেই বর্দ্ধমান জিনের পূত চরিত্র মানুষের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া পারে না। তাহার কঠোর প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিখুত একখানি চিত্র "ভগবতী সূত্র" আমাদিগকে দিয়াছে। আচারাঙ্গের ওহানসূত্রেও আর একটী চিত্র মিলে। জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য কি বিপুল আবেগে বর্ধমান ছুটিয়া চলিয়াছেন। ধ্যানস্তিমিত নেত্রে তথাগত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। সম্মুখে চতুর্হস্ত পরিমিত মাত্র ভূমিতে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি চলিয়াছেন,

যেন অবান্তর পারিপার্শ্বিক ঘটনা দ্বারা তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়। আহার নিদ্রার কোনও ভাবনা নাই। যদি দয়া করিয়া কেহ কিছু দেয় তদ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। যখন ক্লান্তি বশে আর চলিতে পারেন না তখন চটিতে, বৃক্ষতলে বা শ্মশানে ক্ষণেকের তন্দ্রা দ্বারা ক্লান্তি অপনোদন করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করেন। কটির বসন খসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। শীত গ্রীষ্ম বর্ষার আতিশয্য নগ্ন শরীরকে জর্জরিত করিতেছে। রুক্ষকেশ শ্মশ্রুগুম্ফ জটা পাকাইয়া গিয়াছে। কত কীট উত্‌কুন তাহাতে বাসা করিয়াছে। মক্ষিকা মশক পিপীলিকার দংশনে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। ঘর্ম্মসিক্ত ক্ষতগুলি পচিয়া উঠিতেছে। পেছনে কুকুর তাড়া করিতেছে, দুর্ম্মতি বালকগণ ধুলি ছুড়িতেছে, চপল গ্রামিকগণ যষ্টিদ্বারা আঘাত করিতেছে। মহাবীর অবিচলিত। বর্দ্ধমান তিতিক্ষার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। "দুঃখকে এড়াইয়া চলিয়া শান্তি লাভ হয় না, দুঃখের মধ্য দিয়াই, দুঃখ সহ্য করিয়াই, দুঃখ জয় করিতে হয়" এই মহাসত্য প্রচার করিবার জন্য বর্দ্ধমান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ দুঃখে অবিচলিত থাকিয়া এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন এই যাহার সঙ্কল্প, বলিষ্ঠ ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন সেই মহাপুরুষকে অভিভূত করিতে পারে জগতে এমন কোনও ক্লেশ নাই। যাহার কোনও কামনা নাই, তাহাকে কি দিয়া বাঁধিয়া রাখা যাইতে পারে? তিনি তো চির স্বাধীন, নিত্য মুক্ত।

পায়ে আজাদে চে বন্দি
গর বা জায়ে রফ্‌ত্, রফ্‌ত্।

হাফেজ।

নির্গ্রন্থকে কেমনে বাধিয়া রাখিবে? সে যেখানে যায় যাউক, (যাহা তাহার ইচ্ছা করুক)।

জৈন তন্ত্র অতি কঠিন পথ। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ লাভ করিতে যিনি ইচ্ছুক, সহজ পথ খুজিলে তাহার চলিবে কেন? মহারত্ন চাহিলে তাহার মূল্যও বেশী দিতে হয়।

তথাপি জৈন সাধনা এত কঠিন যে পথের ক্লেশের কথা ভাবিয়াই হৃদয় অবসন্ন হয়। এই নৈরাশ্যের মধ্যে আশার রশ্মি এই যে মহাবীর এমন কোনও উপদেশ দেন নাই যাহা তিনি নিজে আচরণ করেন নাই। জৈন পথ সাধনার অপরিহার্য্য পথ। এই পথে না চলিয়া গন্তব্যে পৌছিবার আর কোনও উপায় নাই। যাহার শাশ্বত শান্তি লাভের আগ্রহ আছে, আত্মশক্তিতে প্রত্যয় আছে, মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তিনি চলিতে আরম্ভ করুণ। শেমুষী-লভ্য সেই পরম পদ পাইবেনই। যে ভীরু, কাপুরুষ, আত্মশক্তিতে যাহার বিশ্বাস নাই, সে চিরকাল ধরিয়া দুঃখের নরকে পচিবে—কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে?

জীবনের পূর্ণতা কেমনে লাভ হইতে পারে মানব সমাজে চিরদিনই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। পূর্ণতার অঙ্গ আর যাহাই হউক, দুঃখ ভোগ করিবার, ভোগদ্বারা দুঃখকে জয় করিবার শক্তি যে তাহার প্রধান উপাদান তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দুঃখভোগ করিবার শিক্ষাদানে মহাবীর বর্দ্ধমানই মানব সমাজের একমাত্র শিক্ষক। মহাবীরের লোকোত্তর চরিত্র কবির কল্পনা মাত্র নহে। রক্ত মাংসের দেহ নিয়া তিনি আমাদেরই মত ক্লিষ্ট ছিলেন। বিশ্বের সর্ব্ববিধ বাধা জয় করিবার শক্তি তিনি কেমনে লাভ করিলেন, প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই তাহা জানিবার বিষয়। এই স্থলে সেই বিচিত্র কাহিনীর কথঞ্চিত্ অবতারণা করা যাইতে পারে।

---

## ৪। মহাবীরের জীবনীর দিগ্‌দর্শন

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৭০ অব্দে বৈশালী নগরের উপান্তবর্ত্তী কুন্দনা গ্রামে মহাবীর বর্ধমান জন্মগ্রহণ করেন। বৈশালী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জৈন সাহিত্যে বদ্ধমানকে অনেক স্থলে বৈশালিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বৈশালীর বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ বেসরা গ্রাম। ইহা বিহার প্রদেশে পাটনা বিভাগের অন্তর্গত মজফ্‌ফরপুর জিলায় ( পাটনা শহর হইতে সাতাইশ মাইল উত্তরে ) অবস্থিত। বৈশালী তখন বিদেহ প্রদেশের রাজধানী। বৃজি লিচ্ছবি বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ তখন তথায় রাজত্ব করিতেছিল। বর্ধমান ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ত্রিশলা। তাহার মাতুল চেটক বৈশালী নগরের প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। ক্ষত্রিয় বংশের যে শাখায় বদ্ধমান জন্মগ্রহণ করেন তাহা জ্ঞাত বংশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এইজন্য বদ্ধমানকে লোকে জ্ঞাত পুত্র কিংবা নাতপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিত। ইহারা কাশুপ গোত্রীয় ক্ষত্রিয়। জ্ঞাতবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। বদ্ধমানের জন্ম উপলক্ষে কুন্দনা নগরের সমস্ত বন্দী দিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল।

তাহার তের বৎসর বয়ঃক্রম কালেই বদ্ধমানের পিতা সিদ্ধার্থ ও মাতা ত্রিশলা দেবী স্বর্গারোহণ করেন। তাহারা উভয়েই তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতেন। উভয়েই তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শিষ্য ছিলেন ও ধর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেন।

ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি লইয়া বর্ধমান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় তাহার অঙ্গে যে অন্তর বাস ও উত্তরবাস ছিল, তাহা তিনি কখনও খোলেন নাই। এক বৎসর পরে যখন ত্যাগ করিলেন, আর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। দ্বাদশ বৎসর নানা

স্থানে তপস্যা করিয়া ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পরে ত্রয়োদশতম বৎসরে শুক্লা দশমী তিথিতে, উত্তর ফাল্গুনি নক্ষত্রে, ঋজুপালী নদীর তটবর্ত্তী জৃম্ভিক গ্রামের বহির্ভাগে, একটী পুরাতন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী শ্যামক নামক এক গৃহস্থের শস্য ক্ষেত্রে, একটী শাল বৃক্ষের তলে তিনি জিনত্ব লাভ করেন।

ইহার পরও ত্রিশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, আর উত্তরা-পথের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মতন্ত্র প্রচার করিতেন। বর্ষার চারি মাস কোথায়ও না কোথাও আশ্রয় নিতে হইত। বৎসরের বাকী আট মাস—শীতের চারি মাস ও গ্রীষ্মের চারি মাস—স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। কোনও গ্রামে এক দিনের বেশী, ও কোনও নগরে তিন দিনের বেশী, তিনি অবস্থান করিতেন না।

তাহার ৭২ বৎসর বয়ক্রম কালে, কার্ত্তিকের অমাবস্যা তিথিতে, রজনীর শেষ প্রহরে, শুভ পাবা নগরে, রাজা হস্তিপালের লিপিকারদিগের কক্ষে বর্দ্ধমান স্বর্গারোহণ করেন। পাবা নগর মল্লবংশীয় ক্ষত্রিয়দের রাজধানী ছিল। বৈশালী হইতে কুশীনগর ও কপিলাবস্তু যাইবার রাজ-পথের উপর পাবা অবস্থিত। গোরখপুর জিলার অন্তর্গত গণ্ডক নদীর তীরবর্ত্তী কাসিয়া নামক গ্রামই পাবার (অথবা অপাপপুরীর) বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ।

তাহার জীবিত কালেই অগণিত লোক বর্দ্ধমানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

বর্দ্ধমান জিন আর গৌতম বুদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীর খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৭০ অব্দে, আর গৌতম বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৬৬ অব্দে। মহাবীর গৌতম বুদ্ধ অপেক্ষা চারি বৎসরের বড় ছিলেন। মহাবীর পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৪৯৮ অব্দে। ইহার বার বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে গৌতম বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই, উভয় সম্প্রদায়ের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলির সহিত পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘ তপস্বী ও সত্যক প্রমুখ জৈন শ্রমণগণ, কিঞ্চ রাজপুত্র অভয় কুমার, শ্রেষ্ঠি উপালি ও লিচ্ছবি সেনাপতি সিহ প্রভৃতি শ্রাবকগণ, গৌতমের সমবশরণে ( দরবারে ) উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনাদ্বারা ভাবের আদান প্রদান করিতেন। এইরূপ বৌদ্ধ শ্রমণ ও উপাসকগণ ও বর্ধমানের সমবশরণে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন।

বর্দ্ধমান যখন ধর্ম্মপ্রচার করেন তখন শ্রেণিক বিম্বিসার মগধের রাজা। বিম্বিসার প্রথম জীবনে বৌদ্ধতন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি জৈনতন্ত্র গ্রহণ করেন। বিম্বিসার পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি অঙ্গ দেশকে ( ভাগলপুর ও মুঙ্গের জিলা ) মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে অজাত শত্রু মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তখনও বর্ধমান জীবিত ছিলেন।

ভারতের পূর্ব্ব খণ্ডে গঙ্গার উত্তর দিকে হিমালয় ও ভাগিরথীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বিদেহ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ইহার বিপরীতদিকে, গঙ্গার দক্ষিণ তটে মগধ প্রদেশ। বিদেহে গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ছিল। তথায় বৈশালী নগরে বৃজি-লিচ্ছবি বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ, ও কুশী নগরে মল্লবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ গণ-তন্ত্রদ্বারা রাষ্ট্রশাসন করিতেন। বর্দ্ধমানের পিতা সিদ্ধার্থ কুন্দনানগরে, ও তাহার মাতুল চেটক বৈশালী নগরে বৃজি-লিচ্ছবিদের গণতন্ত্রের আশ্রয়ে সামন্তরাজ রূপে রাজত্ব করিতেন। বিদেহের পশ্চিমে কোশল প্রদেশ, ও মগধের পশ্চিমে কাশী প্রদেশ অবস্থিত ছিল। কোশলের রাজা প্রসেনজিত্ কাশি প্রদেশ জয় করিয়া ইহাকে কোশলের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

মহাবীর বর্দ্ধমান ত্রিশ বৎসর কাল গৃহস্থাবাসে ছিলেন, কিঞ্চিদধিক বার বৎসর ঘোর তপস্যা করেন, কিঞ্চ কিঞ্চিন্ন্যূন ত্রিশ বৎসর তীর্থঙ্কররূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমেত ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মগধ, কাশী, কোসল ও বিদেহের নৃপতিগণ তাহার অগাধ জ্ঞান ও বিপুল তপস্যায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র বিন্দুসার ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৭ অব্দে মহারাজ অশোক সিংহাসন অধিরোহণ করেন। অশোকের রাজ্যাভিষেকের সময় গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ হইতে ২১৮ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে মহাবংশে এরূপ লিখিত আছে। ইহা হইতে আমরা গৌতমবুদ্ধের লীলাকাল নির্ণয় করিতে পারি। বর্দ্ধমান তাহার সমসাময়িক।

## ৫। মূলসূত্রের গৌরব

জৈন পন্থা অথবা জ্ঞানযোগের আদর্শ অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। বেদের সূক্তেও আমরা দেখিতে পাই—

অন্তরিক্ষেণ পততি
　　বিশ্বরূপাব্ অচাকশত্।
মুনির্ দেবস্য দেবস্য
　　সৌকৃত্যায় সখা হিতঃ॥

ঋগ্বেদ ১০—১৩৬—৪

এই ঋকটী জৈন অর্হতের চিত্রই আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করে। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভাগবত পুরাণে তাহার জীবন চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। নবম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। তাহারা সম্পর্কে ভ্রাতৃব্য

(cousin)। শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগ করিয়া নেমিনাথের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের প্রাক্কালে তাহার বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং নেমিনাথ প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। উত্তরাধ্যয়ণ-সূত্রের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এই ঘটনার বর্ণনা আছে। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ মহাবীর বর্দ্ধমানের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করেন। মহাবীরের মাতা পিতা, ত্রিশলা দেবী ও রাজা সিদ্ধার্থ, পার্শ্বনাথের মতের অনুবর্ত্তী ছিলেন। মহাশ্রমণ গোশাল প্রবর্ত্তিত আজীবক সম্প্রদায়কেও জৈনদিগের একটী শাখা বলা চলে। প্রাচীনকাল হইতে জৈন শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচলিত ছিল; তাহাদের নাম পূর্ব্ব। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল দশ, পরে হয় চৌদ্দ। বর্ত্তমানে তাহারা অঙ্গগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে।

হিন্দুর মূল শাস্ত্রের নাম বেদ, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেল, বৌদ্ধের ত্রিপিটক, এবং জৈনের মূল শাস্ত্রের নাম সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত। (১) অঙ্গ, (২) উপাঙ্গ, (৩) প্রকীর্ণ ও (৪) মূলসূত্র। [ অঙ্গের সংখ্যা বার; উপাঙ্গের সংখ্যা বার, প্রকীর্ণের সংখ্যা দশ, ও মূলসূত্রের সংখ্যা তিন। ] তন্মধ্যে মূলসূত্রই প্রধান। মূলসূত্রগুলির নাম (১) উত্তরাধ্যয়নসূত্র (২) আবশ্যকসূত্র (৩) দশবৈকালিকসূত্র।

বৌদ্ধতন্ত্র গৌতম বুদ্ধই প্রচার করেন—তথাগত গৌতমের পূর্ববর্ত্তি কোনও বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থই নাই। মহাবীর বর্দ্ধমানের সঙ্গে জৈন তন্ত্রের সম্পর্ক এইরূপ নহে। বর্দ্ধমানের পূর্ব্বেও জৈন-তন্ত্র আংশিকভাবে প্রচলিত ছিল। মথ্খালি গোশালের অনুবর্ত্তী আজীবকদিগকেও একপ্রকার জৈন বলাই চলে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, মহর্ষি পার্শ্বনাথের অনুচর নিগ্র্ন্থগণ জৈন ব্যতীত কিছুই নন। তাহারা যে শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন তাহার নাম "পূর্ব্ব"। পূর্ব্বের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ। মহাবীর বর্ধমান জৈনতন্ত্রকে চরম রূপ প্রদান করেন—পূর্বতন চতুর্যাম ব্রত স্থলে পঞ্চযাম ব্রত প্রবর্ত্তিত করেন। তাহাই জৈন তন্ত্রের প্রকৃষ্ট আদর্শ

ও বর্ত্তমান রূপ। বর্ধমানের আবির্ভাবের পরে শাস্ত্র গ্রন্থের নূতন সংস্করণ করা হইল। প্রাচীন "পূর্ব"গুলির সার সংকলন করিয়া তাহার সহিত মহাবীর বর্ধমানের তত্ত্বোপদেশ যোগ করিয়া দিয়া "সিদ্ধান্ত" গ্রন্থগুলি রচিত হইল।

এস্থলে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। "পূর্ব" গুলির সার ভাগের সহিত বর্ধমানের তত্ত্বোপদেশ যোগ করা হইয়াছে বলাতে একটা ভ্রান্ত ধারণার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেন পূর্বগুলির সার ভাগ ও বর্ধমানের তত্ত্বোপদেশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংরক্ষিত আছে, এরূপ ধারণা হইতে পারে, তাহা নয়। বরং পূর্বগুলির সারভাগকে মহাবীর বর্ধমানের তত্ত্বোপদেশে অনুরঞ্জিত করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সংকলিত করা হইয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হয়। বাইবেলে যেমন Old Testament (প্রাচীন সাক্ষ্য) এবং New Testament (নবীন সাক্ষ্য) পৃথক্‌ভাবে রক্ষিত, সিদ্ধান্ত গ্রন্থে সেরূপ নহে। তাহার কারণ ইহুদিগণ যীশুখ্রীষ্টকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া মানিয়া লয় নাই। তাই প্রাচীন বিধান ও নবীন বিধানের পার্থক্য বজায় রাখিবার প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন ইহুদিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল পুরাতন বিধান, আর নবীন খ্রীষ্টানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল নববিধান। জৈনদের বেলা তাহা নয়। সকল জৈনগণই মহাবীর বর্ধমানকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া, মানিয়া লইল। তাহার তত্ত্বোপদেশই সকলে ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ বলিয়া গ্রহণ করিল। অতএব "প্রাচীন বিধান" ও "নব বিধান" মিলিয়া মিলিয়া এক হইয়া গেল, আর তাহাই সঙ্কলিত হইল সিদ্ধান্ত গ্রন্থে। তাহা সকল জৈন গণেরই শাস্ত্র গ্রন্থ। একথা যাহারা বুঝেন না, তাহারাই শ্বেতাম্বরীদের জন্য পৃথক্ শাস্ত্র গ্রন্থ ও দিগম্বরীদের জন্য পৃথক্ শাস্ত্রগ্রন্থ খুঁজিয়া হয়রান হন।

যদি নিগ্রন্থগণ মহাবীর বর্দ্ধমানকে তীর্থঙ্কর বলিয়া গ্রহণ না করিতেন, কেবল তাহা হইলেই প্রাচীন নিগ্রন্থদের, ও নবীন জৈনদের জন্য পৃথক

পৃথক্ শাস্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন হইত। সেরূপ স্থলে শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় বর্ধমানকে প্রামাণিক বলিয়াই গণ্য করিতেন না, আর তাহাদের শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ধমানের উল্লেখ থাকিলেও বর্ধমানের প্রশংসা মোটেই থাকিতনা। প্রচলিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থকে যাহারা কেবল শ্বেতাম্বরীদের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ( দিগম্বরীদের নহে ) বলিয়া মনে করেন, সিদ্ধান্ত গ্রন্থে দিগম্বর বর্ধমানের অজস্র প্রশংসার কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণ তাহারা দেখাইতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়েরই গুরুগ্রন্থ। বিভিন্ন শাখায় কিছু কিছু পাঠান্তর কিম্বা ব্যাখ্যান্তর থাকিতে পারে, কিন্তু মৌলিক গ্রন্থ একই।

শ্বেতাম্বরগণ প্রাচীন প্রথার ( সাম্বরত্বের ) অনুবর্ত্তী, অতএব প্রাচীন পার্শ্বনাথের অনুচর, আর দিগম্বরগণ নূতন প্রথার অনুবর্ত্তী, অতএব নবীন বর্ধমানের অনুচর, ইহা একটী ভুল ধারণা। আর এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই, দিগ্‌ভ্রান্তগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের কল্পনা করেন, যদিও তাহা খুজিয়া পান না। বর্ধমানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করাতে আদর্শ হিসাবে দিগম্বরত্বই যে জৈনতন্ত্রের প্রকৃত রূপ, তাহা প্রাচীন নবীন সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিয়া কেহ কেহ প্রতি-প্রসব (exception) হিসাবে শ্বেতাম্বরত্বের প্রয়োজন মানিয়া লইয়াছেন। তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যের পরিণাম মাত্র, তজ্জন্য বর্ধমান ও তাহার আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করিবার কোনও হেতু নাই।

অবশ্য শ্বেতাম্বরদিগকে নরমপন্থী মনে না করিয়া, প্রাচীন পন্থী ( অর্থাত্ মাত্র পার্শ্বনাথ পর্য্যন্ত তীর্থঙ্করাশ্রয়ী ) বলিয়া ভ্রম করিবার একটা হেতু আছে। পার্শ্বনাথ ও বর্ধমানের মূলভেদ, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মতন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ কিনা, সেই সম্বন্ধে। পার্শ্বনাথের সংস্থা, অহিংসা সত্য অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই চারিটি মহা নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ধমান

বলিলেন ব্রহ্মচর্য্যকেও ইহার সহিত যোগদিয়া ধর্ম্ম পঞ্চযামের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাই মৌলিক প্রভেদ। তবে অবান্তর প্রভেদের মধ্যে ইহাও একটী, যে পার্শ্বনাথ অন্তরবাস ও উত্তরবাস পরিধান অনুমোদন করিতেন, বর্ধমান তাহা করিতেন না।

কিন্তু পার্শ্বনাথ ও বর্ধমানের এই অবান্তর প্রভেদকে আশ্রয় করিয়াই যদি শ্বেতাম্বরের ও দিগম্বরের জন্য পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইত, তবে বর্দ্ধমানের জীবিত কালেই অর্থাত্ বর্দ্ধমান যখন দিগম্বরত্ব প্রথম প্রচার করেন, তখনই এই দুই শাখার উত্পত্তি হইত। অর্থাত্ বর্দ্ধমানের বিহিত আদর্শের প্রতিবাদীগণ, তখনই তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া শ্বেতাম্বর শাখার সৃষ্টি করিত। তাহা না হইয়া এই দুই শাখার উত্পত্তি হয়, বর্দ্ধমানের তিরোভাবের দুইশত বৎসর পরে। *

মহাবীরের পরিনির্বাণের পর দ্বিতীয় শতকে (সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে) মগধে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। জৈন সংঘের অধিনায়ক স্থবির ভদ্রবাহু, তখন অনেক অনুচর সহ, দক্ষিণাপথে কর্ণাট প্রদেশে গিয়া আশ্রয় লন। বিদেশে প্রবাস হেতু তাহারা পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই বিষয় নিয়া উভয় পক্ষে বিসংবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বলভির সংসতের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। †

ভদ্রবাহুর অনুবর্ত্তিগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই এই উভয় শাখার উত্পত্তি হয়। অতএব পরিচ্ছদ গ্রহণ সম্বন্ধে পার্শ্বনাথ-পন্থার সহিত ঐকমত্য থাকিলেও, পার্শ্বনাথ-পন্থা ও শ্বেতাম্বর-পন্থা এক নহে, উৎপত্তিতে তাহাদের প্রভেদ প্রচুর। পার্শ্বনাথের তিরোভাবের প্রায় ৫ শত বৎসর

* Charpentiar—Uttradhyayana Sutra, Introduction. (P. 15)
† Winternitz— Indian literature. Vol II—P. 432.

পরে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। মহাবীর বর্দ্ধমান অন্তিম তীর্থঙ্কর বলিয়া গৃহীত হইবার অনেক দিন পরে, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরের বিবাদের উৎপত্তি। একই শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা তাহারা করেন, বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় নাই। পার্শ্বনাথ পন্থা ও দিগম্বর পন্থার শাস্ত্র গ্রন্থের পার্থক্য সংবন্ধে এই আলোচনা সাধারণ পাঠকের নিকট বিস্বাদ বোধ হইবে। অন্য কোথাও এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয় নাই বলিয়াই, পণ্ডিতদের বিবেচনার জন্য এস্থলে ইহা নিবেদন করিলাম।

ফলকথা এই যে জৈনদিগের গুরুগ্রন্থ সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইহা অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণক ও মূল স্বত্র এই চারিভাগে বিভক্ত।

অঙ্গ ও উপাঙ্গ, পূর্ব্ববর্ত্তী "পূর্ব্ব" নামক গ্রন্থের সম্প্রসারণ। প্রকীর্ণক গুলি বেদের পরিশিষ্টের মত অপ্রধান।* মহাবীর বর্ধমানের অভিমত জানিবার জন্য "মূলস্বত্র"ই শ্রেষ্ঠ সহায়।

এতদ্‌ব্যতীত ছেদস্বত্র নামক গ্রন্থগুলিও জৈনশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত। ছেদ স্বত্রের সংখ্যা ছয়। কিন্তু তাহারা পরবর্ত্তিকালের রচনা। ‡ ছেদস্বত্রের অর্থ যাহা মূলস্বত্র হইতে ছিন্ন হইয়াছে। যেমন মূল-বৃক্ষ হইতে কলমের চারা তোলা হয়। কল্পস্বত্রই ছেদস্বত্র নামে পরিচিত গ্রন্থগুলির কেন্দ্রস্থল।† কল্পস্বত্র স্থবির ভদ্রবাহু কর্ত্তৃক রচিত। § অতএব ছেদস্বত্র গুলি যে পরবর্ত্তিকালের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারা সিদ্ধান্তের অবয়ব নহে।

* Winternitz— Indian literature Vol II P 458
‡ Do Do P 461.
† Winternitz—Indian literature Vol II—P. 462.
§ Charpentiar—Uttaradhyayana sutra introduction, P. 14

মূলসূত্রের সংখ্যা তিন—(১) উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, (২) আবশ্যক সূত্র ও (৩) দশাবৈকালিক সূত্র। কেহ কেহ নিযুক্তি সূত্রকেও মূলসূত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। পিণ্ড নিযুক্তি এবং ওঘনিযুক্তি গণধর ভদ্রবাহুর রচিত *1। ইহারা ছেদ সূত্র বলিয়া গন্য হইতে পারে।*2

আবশ্যক সূত্রে জৈন গৃহস্থের আচার, এবং দশবৈকালিক সূত্রে জৈন ভিক্ষুর আচার বর্ণিত আছে।*3 ইহারা আচার গ্রন্থ। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা উত্তরাধ্যয়ন সূত্রেই বর্ণিত আছে। অতএব উত্তরাধ্যয়ন সূত্রই যথার্থ মূলসূত্র।

অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণক ও মূল সূত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি একই সময়ে রচিত হয় নাই। মহাবীরের জীবিত কালেই গণধরগণ বিশেষতঃ গণধর আর্য্য সুধর্ম্মা, বর্ধমান জিনের উদান গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। বর্ধমানের পরিনির্বাণ হয় ৪৯৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে। তাহার দুইশত বৎসর পরে (৩২৬-৩০২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে) মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। তখন দেশে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী করাল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। স্থবির ভদ্রবাহু তখন জৈন সংঘের অধিনেতা ছিলেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ধর্ম্ম চর্য্যা রক্ষা করা যাইবেনা এই আশঙ্কায় তিনি বহুসংখ্যক অনুচরের সহিত দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট প্রদেশে প্রস্থান করেন। স্থবির স্থূলভদ্র অবশিষ্ট জৈন সংঘের অধিপতি রূপে অধিষ্ঠিত রহিলেন। বহু সংখ্যক জৈনের অবর্ত্তমানে মহাবীর বর্ধমানের উদান লোপের আশঙ্কা আছে, এই মনে করিয়া স্থূলভদ্র ৩০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে পাটলিপুত্রে স্বদেশস্থ জৈনগণের একটী পরিষদের আহ্বান করেন।

---

* 1 Winternitz—Indian Literature vol II P 471
* 2 Do Do P 431
* 3 Do Do P. 471

এই সংসদে জৈন সম্প্রদায়ের গুরুগ্রন্থ "সিদ্ধান্ত" সংকলিত হয়। ভদ্রবাহুর অনুবর্ত্তিরা ফিরিয়া আসিলে দেখাগেল স্বদেশস্থ ও প্রবাসী জৈনদিগের মধ্যে আচার ব্যবহারের কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে। প্রবাসী জৈনদের কেহ কেহ শ্বেত বস্ত্র পরিধানের প্রথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রূপেই শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। উভয় পক্ষই স্বকীয় আচার শাস্ত্র সম্মত বলিয়া দাবী করিতেন। পাটলিপুত্রে স্থূলভদ্রের সংসদে সংগৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রন্থের বিশুদ্ধি শ্বেতাম্বরগণ স্বীকার করিতেন না। পরিশেষে বর্ধমান জিনের পরিনির্ব্বাণের ৯৮০ বৎসর পরে ( খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকের অন্তিম ভাগে ) গুজরাটের বলভি নগরে, দেবর্ধি ক্ষমা শ্রমণের অধিনায়কতায়, একটী জৈন পরিষৎ আহ্বান করা হয়, কিঞ্চ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের নূতন এক সংস্করণ করা হয়। বর্ত্তমানে যে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই, তাহা বলভির সংসতে সংকলিত হইয়াছিল। তাহাই অপরিবর্ত্তিত ভাবে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। বলভির সংসদে সংকলিত বলিয়াই ইহাকে কেহ কেহ শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করেন।

সিদ্ধান্তের অন্তর্গত গ্রন্থগুলি একই সময়ে রচনা নহে। বলভির জৈন সংসত্ যে পুস্তকগুলিকে সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লন, তাহারা মহাবীর বর্ধমানের তিরোধানের পরে বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। "প্রজ্ঞাপনা" নামক চতুর্থ উপাঙ্গটী জিন নির্ব্বাণের ৩৮৬ বৎসর পরে আর্য্য শ্যাম রচনা করেন। "দশবৈতালিক" নামক তৃতীয় মূলসূত্রটী আর্য্য শয্যান্তব জিননির্ব্বাণের ৯৮ বৎসর পরে রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কতকগুলি গ্রন্থ মহাবীর পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেই, কতকগুলি তাহার তিরোধানের পরে দ্বিতীয় শতকে পাটলিপুত্রের পরিষদের সময়, আর কতকগুলি আরও সাতশত বৎসর পরে বলভির পরিষদের সময় রচিত হইয়া থাকিবে।

রচনা কালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ে রচনা বন্ধ একটী প্রধান সহায়ক। পদ্য রচনা সহজেই কণ্ঠস্থ হয় বলিয়া, পদ্য রচনা অধিকদিন স্থায়ি। তাই দেখা যায় গদ্য রচনা অপেক্ষা পদ্য রচনা অধিক প্রাচীন। তাই ঋগ্বেদের সূক্ত গুলি বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশ। এইরূপ বৌদ্ধ সাহিত্যে ও পদ্যে রচিত ধর্ম্মপদ, সুত্ত নিপাত, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীনতম। পদ্যে রচিত উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের প্রাচীনতা ও এই যুক্তিতে সহজেই প্রতীত হইবে।

ছন্দোবন্ধন ছাড়াও, প্রযুক্ত শব্দের প্রাচীনতা দ্বারা বিচার করিলে আচারাঙ্গসূত্র নামক প্রথম অঙ্গটীকেই জৈন সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশ বলিয়া মনে হয়। ইহার পরেই দ্বিতীয় অঙ্গ "সূত্রকৃদঙ্গ" ও প্রথম মূলসূত্র "উত্তরাধ্যায়ন সূত্রের" স্থান।* অতএব উত্তরাধ্যয়ন সূত্র যে জৈন সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মধ্যে একখানি আদ্যতন গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাবীরের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই, ইহার রচনা অনুমিত হয়। অতএব বিশুদ্ধ জৈন তত্ত্ব জানিবার পক্ষে ইহা এক খানা প্রামাণিক গ্রন্থ। বিশেষতঃ ইহার শ্লোক গুলির অধিকাংশই মহাবীর বর্ধমানের শ্রীমুখ নিসৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উত্তর শব্দের অর্থ উৎকৃষ্টতর—যাহা অন্য অপেক্ষা ভাল। উত্তরাধ্যয়নের বাণী গুলি অন্য বাণী অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণীয়, ইহাই উত্তরাধ্যয়ন নামের সার্থকতা। পাবা নগরীতে মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে মহাবীর বর্ধমান জিন, এই উপদেশ গুলি দিয়াছিলেন, ইহার পরে আর কোনও উপদেশ বর্ধমানের নাই, ইহাই উত্তরাধ্যয়ন নামাকরণের হেতু এই রূপ প্রসিদ্ধিও আছে। মূলসূত্র সম্বন্ধে ও বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি আছে। জীবনের মূল তত্ত্বগুলি, কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে

* Winternitz—Indian Literature vol II P. 431

প্রধান প্রধান নিয়মগুলি যথায় বর্ণিত আছে, তাহাই মূলসূত্র, কিম্বা যাহা বর্দ্ধমান জিনের নিজস্ব উপদেশ, জৈন শাস্ত্রের যাহা ভিত্তি স্থানীয় তাহাই মূলসূত্র। অন্যান্য গ্রন্থগুলি মূলসূত্রের প্রসারণ মাত্র। জিন পন্থার যাহা অপরিহার্য্য বিধান, তাহা মূলসূত্রে পাওয়া যায়। ইহা জৈন বৃক্ষের বীজ স্বরূপ। যথাযথ ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, মূলসূত্র যে জৈন সিদ্ধান্তের একখানি প্রধান গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফল কথা বৌদ্ধ পন্থায় 'ধর্ম্ম পদে'র যে স্থান, জৈন পন্থায় 'মূলসূত্রে'র সেই স্থান। ধর্ম্মপদকে 'বুদ্ধগীতা', ও মূলসূত্রকে 'জিনগীতা' বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় ইহাদের মহিমা সুতরাং উপলব্ধ হয়। ধর্ম্ম জীবনের তিনটী অঙ্গ—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। গৌতমের ধর্ম্মপদ বর্দ্ধমানের মূলসূত্র, এবং নানকের জপজী এই তিনটী গ্রন্থ তিনটী যোগের সার সংহিতা। ইহারা যথাক্রমে আমাদের পূর্ব্বাহ্নের, সায়াহ্নের ও মধ্যাহ্নের স্বাধ্যায়।

উত্তরাধ্যায়নসূত্র ৩৬টী অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে ২৪, ২৬, ২৮, ২৯ ৩০, ৩৩, ৩৫ ও ৩৬ এই ৮টী অধ্যায় পরবর্ত্তি কালে যোজিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।* মৌলিক অংশের ভাব সুন্দর—বর্দ্ধমান জিনের সহজ সুন্দর উপদেশ, আর উপাখ্যানে তাহার বিবৃতি। ভাসাও সুললিত মাগধী, যে ভাষায় বর্দ্ধমান কথাবার্ত্তা বলিতেন। অপরাংশের ভাব স্থবিরতাগ্রস্ত, কতকগুলি নীরস দার্শনিক প্রমেয়ের শ্রেণী বিভাগ। ভাষাও অনেকটা সংস্কৃতবহুল। একবার পড়িলেই উভয় অংশের পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হয়।

সে যাহাই হউক মূলসূত্র অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ। হিন্দু সম্প্রদায়ে গীতায় যে স্থান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপদের সে স্থান, শিখ পন্থায় জপজীর

* Charpentier—Uttaradhyana Sutra; Introduction—P 37

যে স্থান, জিন পন্থায় উত্তরাধ্যায়ন সূত্রের সেই স্থান। জৈন বালকের সে সব বিষয়ে জ্ঞানলাভ অবশ্য কর্তব্য, আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্য ও নিয়ম, প্রলোভনের স্বরূপ ও তাহা জয় করিবার উপায়, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার বর্ণনা এত চমত্কর ও মনোহর, যে পড়িবামাত্র চক্ষে একখানি চিত্র ভাসিয়া উঠে। গণধর গর্গ শকটে নিয়োজিত দুষ্ট বৃষভের যে বর্ণনা দিয়াছেন, কোনও কাব্যরসিক তাহা উপভোগ না করিয়া পারেন না। মাঝে মাঝে উপাখ্যান সংযোজন করাতে এই গ্রন্থের মনোহারিত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপদের সহিত তুলনামূলক পাঠ করিলে, ইহার এই বিশেষত্ব সবিশেষ প্রতীত হইবে। নিমি রাজার সংন্যাস গ্রহণ, (নবম অধ্যায়) শ্রেণিকের আত্মজয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ( বিংশ অধ্যায় ), জয় ঘোষের পরমাত্মার ব্যাখ্যা ( পঞ্চবিংশ অধ্যায় ), হরিকেশবলের যজ্ঞপরায়ণতার নিন্দা ( দ্বাদশ অধ্যায় ), বিলক্ষণ উপভোগ্য। ইহার কোনও কোনও উপাখ্যান—যেমন তিন বণিকের কাহিনী ( ৭—১৪-১৬ ) লোকমুখে প্রচারিত হইয়া বাইবেলেও স্থান লাভ করিয়াছে।† কেশি গৌতম সংবাদে ( ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ) যেরূপ যুক্তিজাল প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বুদ্ধির পরিচায়ক। মূল সূত্রের কোনও কোনও শ্লোক ও শ্লোকাংশ ( "যস্যাচ্চি মৃত্যুনা সকৃখং" ১৪—২৭ ; "জহা লাহা তহা লোহো" ৮—১৪ ) লোক প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ভাষায় জীবনের চরম সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায় এই বাক্যগুলি মানব সমাজের সাধারণ সম্পত্তি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও এই গ্রন্থের উপযোগিতা প্রচুর। ইতিপূর্ব্বেই বাসুদেব গোবিন্দ শঙ্খচক্র গদাধর বিষ্ণুর অবতার

† Jacobi—Jaina Sutras—Introduction.

বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন (১১—২১)। তাত্কালিক সামাজিক জীবনের চিত্র ও আমরা এই গ্রন্থে পাইয়া থাকি, দরিদ্রেরা যবোদন ও যবোদক খাইত (১৫—১৩), ধনীরা প্রসাদ, গোপুর ও বলভি নির্ম্মিত করিত (৯—১৮)। বণিক্‌রা সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিতে যাইত (২১—৩)। গঙ্গানদী দুস্তর বলিয়া খ্যাত ছিল (১৯—৩৬)। প্রাণাচার্য্যগণ চতুর্বিদ্যার অধীতি ছিলেন (২০—২৩), বমন-বিরেচন-ধূম প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতেন (১৫—৮)। হরিকেশবল চণ্ডাল হইয়াও মুনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন (১২—২৮)। ক্ষত্রিয়গণ "উগ্র ভোজ" প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন (১৫—৯)। বড় বড় নগরে অনেক উপোদ্যান থাকিত; শ্রাবস্তিতে তিন্দুক ও কোষ্ঠক নামে উপেদ্যান ছিল (২৩—৪, ২৩—৮)। মুদ্রিত কার্ষাপণের প্রচলন ছিল (২০—৪২)।

ভাষাবিদের পক্ষে লক্ষণীয় যে 'অবস্থায়' তখন 'ওসে' পরিণত হইয়াছে, (১০—২), 'গৃহিণী' 'ঘরণী' হইয়াছে (২১—৪)। ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ সম্মান ছিল—ধম্মপদে ( ২৬ অধ্যায় ) ও মূলসূত্রে ( ২৫ অধ্যায় ) উভয় গ্রন্থেই প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে 'বুদ্ধ' শব্দটী গৌতম বুদ্ধের প্রতিই একান্তভাবে প্রযুক্ত হয় নাই (১০—৩৬) "নির্ব্বাণ" মোক্ষেরই দ্যোতক ছিল (২৩—৮৩)। বৌদ্ধদের ন্যায় জৈন সংন্যাসীগণও সংঘবদ্ধ (সহিত) হইয়া বাস করিতেন (১৫—১)। ক্রিয়াবাদের ( কৃতকর্ম্মের জন্য দায়িত্বের ) উপর ইহারা বিশেষ জোর দিতেন (১৮—৩৩)। গণধরের ( সংঘপতির ) বিশেষ সম্মান ছিল (২৭—১)।

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের দ্বিতীয়, ষোড়শ এবং উনত্রিংশ অধ্যায়ের শ্লোকগুলির পূর্বে এক একটী গদ্য ভূমিকা আছে। তথায় সুধর্মা জম্বু স্বামীকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে উত্তরাধ্যায়ন সূত্র মহাবীর বর্দ্ধমানের শ্রীমুখ বাণী :—

সুয়ং মে আয়ুসং, তেন ভগবয়া এবম্ আখ্যায়ম [ শ্রুতং মে আয়ুষ্মন্, তেন ভগবতা এবং আখ্যাতম্। ]

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে—এবং মে উদাহু অনুত্তর নাণী, অনুত্তর দংসী, অনুত্তর নাণদংসণধরে, অরহা নায়পুত্তে ভগবং বেসালিএ বিয়াহিএ ত্তি বেমি। আমি বলিতেছি যে উত্তম জ্ঞানী, উত্তম দর্শী, অর্হত্, নাথপুত্র, ভগবান্ বৈসালিক এমন বলিয়াছেন।

প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষেই "ত্তি বেমি" ( ইতি ব্রবীমি ) বলিয়া সংক্ষেপে এই ঐতিহ্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষে বলা হইয়াছে—

ইয় পাউকরে বুদ্ধে নায়এ পরিনিব্বুএ।
ছত্তিসং উত্তরজ্ঝাএ ভব সিদ্ধীয় সম্মএ॥

পরিনিবৃত্ত নাথ বুদ্ধ বর্ধমানই ছত্রিশ অধ্যায়াত্মক উত্তরাধ্যয়ন সূত্র বিবৃত করিয়াছেন।

উত্তরাধ্যায়ন সূত্র যে মহাবীর বর্ধমানের শ্রীমুখ বাণী এই ঐতিহ্য প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে গণধর স্থূলভদ্র কর্তৃক পাটলিপুত্রে যে জৈনসংসত্ আহুত হইয়াছিল, তাহাতেও উত্তরাধ্যয়ন সূত্র বর্তমান আকারে উপলব্ধ ছিল ইহা মনে করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে।

অন্ততঃ ২৩ শত বত্সর যাবত্ উত্তরাধ্যয়ন সূত্র মহাবীর বর্ধমানের শ্রীমুখ বাণী বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অতএব কোনও রূপ বিতণ্ডায় লিপ্ত না হইয়া, আমরা বিশ্বাস করিব যে মূলসূত্রের ধ্বনিতে আমরা পুরুষোত্তম বর্ধমানের বাণীই শুনিতে পাইতেছি।

বিতর্ক তুলিলে কত কথাই না বলা যায়। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গীতার শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন একথা সহজে

ধারণা হয়না। অথচ শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা দীক্ষা প্রচারিত করিবার জন্যই মহাভারতের রচনা। অপর কাহারও অনুশাসনকে ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের নামে চালাইতে যাইবেন কেন? এইরূপ হজরত মহম্মদ নিরক্ষর (উম্মি) বলিয়া খ্যাত।‡ একজন নিরক্ষর লোক কোরাণের মত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্য মনে হয়। অথচ হজরত মহম্মদকে আশ্রয় করিয়াই কোরাণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পূর্বেও হয় নাই, পরেও হয় নাই। অতএব বৃথা বিতর্কে জীবনক্ষেপ না করিয়া আমরা যেন শ্রদ্ধার সহিত মূলসূত্র অধ্যয়ন করি, এবং মূলসূত্রের শ্রবণ ও মননদ্বারা পুরুষোত্তম বর্ধমান জিনের ভাবে অনুপ্রাণিত হই। তাহা হইলে আমরা নিজদের জীবনও সার্থক করিতে পারিব, ভারতের সকল সাধনার সহিত সাক্ষাত্ সংযোগ ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব।

## ৬। চয়ন প্রণালী

মূল সূত্রের উত্কৃষ্ট শ্লোকগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। যাহাদের আগ্রহ আছে, তাহারা মূল পুস্তকই পড়িতে পারেন, কিন্তু যাহাদের তাদৃশ আগ্রহ বা অবসর নাই, তাহারাও যাহাতে মূল সূত্রের সুমহান্ বাণীগুলির কতকটা পরিচয় পাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই সংগ্রহ প্রকাশিত করা হইল।

এই গ্রন্থ কেবল গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবার জন্য রচিত হয় নাই. প্রত্যহ পাঠ দ্বারা যাহাতে ইহার শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ হয়, বারম্বার আলোচনা দ্বারা যাহাতে ইহাদের সহিত পরিচয় ক্রমে ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই সংগ্রহ সংকলন করা হইয়াছে; অপর কথায় প্রত্যহ পাঠের জন্য এই গ্রন্থ সংকলন করা হইয়াছে—ইহা আহ্নিক স্বাধ্যায়। তদ্ধেতুক "গুরুগ্রন্থ মালা" পর্য্যায়ের গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে

‡ কোরাণ—সুরা ৭ ( আল আরফ ) আয়েত ১৫৭।

ইহাকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার একটী একটী অধ্যায় প্রতি তিথিতে পাঠ্য। কর্ম্ম যোগে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, আর জ্ঞানযোগে তাহার বিকাশ। এইজন্য প্রত্যহ উষাকালে কর্ম্মযোগের স্বাধ্যায় ধর্ম্মপদ, ও গোধূলিতে জ্ঞান-যোগের স্বাধ্যায় মূলসূত্র পাঠ করা গ্রন্থকারের আকিঞ্চন। আর মধ্যাহ্নে ভক্তিযোগের কাতন্ত্র জপজী পঠনীয়।

যে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া শ্লোকগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটা যথা সম্ভব ক্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অধ্যায়গুলিতে কেবল যে জ্ঞান-যোগের সম্পৃক্ত প্রসঙ্গের বিচ্ছিন্ন আলোচনা করা হইয়াছে এমন নয়, হইাদের মধ্যে সোপান হইতে সোপানান্তর উত্ক্রমণরূপ একটা পারম্পর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের নাম পুরুষার্থ অথবা পুরুষের উদ্দেশ্য, অর্থাত্ জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী, আমরা বাচিয়া থাকিয়া কী পাইতে চাই, প্রথমেই তাহা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। নতুবা হয়ত ভ্রান্ত পথে চলিয়া আমরা জীবনকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিব, যাহা পাইতে চাই তাহা পাইবনা। যাহার গন্তব্য স্থল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, সে যদি পশ্চিম দিকে হাটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে তো লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবেই না, পরন্তু পশ্চিম দিকে সে যতটা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাকে সেই পথ আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে। অতএব জীবনের উদ্দেশ্য কী তাহা প্রথমেই স্থির করিয়া লওয়া উচিত।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে সকলেই জীবনের একটা উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাবে স্থির করিয়া লয়। তাহার ভবিষ্যত্ জীবনটী কেমন হইলে তাহার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে একটা ধারণা সকলের মনেই বর্তমান। প্রভেদ এই যে পণ্ডিতগণ সকলদিক বিবেচনা করিয়া এই আদর্শটী স্থির করেন, ইতরজন বিনা বিচারেই একটী আদর্শ গ্রহণ করিয়া বসে।

ধন, মান, স্বাস্থ্য, সম্পদ্, বিদ্যা, যশ, স্বাধীনতা, পরোপকার প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে ইহারা গৌণ উদ্দেশ্য। ইহা-দিগের জন্যই ইহাদিগকে লোকে চায় না, অন্য উদ্দেশ্যের অঙ্গ হিসাবেই ইহাদিগকে চায়। প্রধানতঃ সুখ ভোগ করিবার অভিপ্রায়েই ইহাদিগকে চায়। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটী. সুখ এবং কর্ত্তব্য। লোকে যাহা কিছু করে, সুখের জন্য করে, কিম্বা ( দুঃখ পাওয়া সত্বেও ) কর্ত্তব্য বোধে করে। অতএব সুখ এবং কর্ত্তব্যই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অথবা পুরুষার্থ। প্রাচীনেরা ইহাদিগকে বলিতেন কাম এবং ধর্ম্ম। কঠোপনিষদ্ নাম দিয়াছিলেন প্রেয়স্ এবং শ্রেয়স্। ইহাদিগের মধ্যে কোনটীকে আমরা গ্রহণ করিব, তাহাই জীবনের প্রধান প্রশ্ন। "মূলসূত্রে" এই বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়াই এই গ্রন্থের নাম মূলসূত্র। প্রথম অধ্যায়ে এইমাত্র বলা হইল যে জীবনের একটী উদ্দেশ্য আছে, এবং সেই উদ্দেশ্যটী কী তাহা স্থির করিয়া তবে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম কামকার নিরাস। আমরা দেখিয়াছি যে পুরুষার্থ দুইটী, কাম ( সুখ ) এবং ধর্ম ( কর্ত্তব্য )। তন্মধ্যে কাম অথবা সুখান্বেষণ কেন যে যথার্থ পুরুষার্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারেনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহাই বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ জীবণ ক্ষণস্থায়ী। ভোগ্য বস্তু বা ভোগশক্তি বেশীক্ষণ থাকে না। আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া সুখ ভোগ করা মানুষের সাধ্যাতীত। অতএব সুখলাভকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহাতে সফলকাম হইবার আশা সুদূর পরাহত। বরঞ্চ অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায়, বিষয়ভোগ সুখতৃষ্ণাকে কেবল বাড়াইয়াই তোলে, তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্বের একটী প্রধান তথ্য এই যে, জ্ঞাতসারে সুখকে অনুসরণ করিলে সুখ পাওয়া যায় না। সুখকে ভুলিয়া থাকিলে তবে সুখ আসে। ছায়াকে দৌড়াইয়া

ধরিতে গেলে ছায়া ধরা দেয় না, স্থির হইয়া দাঁড়াইলে ছায়া স্থির হয়। ধন দৌলত পুত্র বিত্তের ভিতর সুখ খুঁজিলে, ধন দৌলত পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভিতরকার সুখ পলাইয়া যায়। সাপটীকে ধরিতে গিয়া দেখা গেল, খোলসটী মাত্র ধরা হইল। খোলসটী ফেলিয়া দিয়া ভিতরের সাপ পলাইয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ সব সুখ একপ্রকারের নহে। সুখের মধ্যে উচ্চ নীচ প্রকার ভেদ আছে। মদ্য পানের সুখ অপেক্ষা কাব্য পাঠের সুখ উচ্চাঙ্গের। যাহার চরিত্র যত উন্নত তাহার সুখের আদর্শও তত উন্নত। বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া যে সুখ, তাহা কুক্কুরেই উপভোগ করিতে পারে। যে কোন ও প্রকারের সুখ ভোগ করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বিশুদ্ধতম যে সুখ, "সুখং আত্যন্তিকং যত্ তদ্ বুদ্ধি গ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ং" সেই সাত্বিক সুখই মানুষের কাম্য হইতে পারে। "নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং" তাসমিক সুখ পুরুষার্থ হইতে পারেনা। অতএব চরিত্রগঠনই প্রধান কথা। কারণ চরিত্র গঠিত না হইলে সাত্বিক সুখের সৌষ্ঠব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তামসিক সুখের দিকেই চিত্ত ধাবিত হয়। সুখ দুঃখ বাহ্য ঘটনার উপর নির্ভর করেনা—উহা নির্ভর করে মানসিক সংস্কার উপর। কেহ একশত টাকা উপার্জন করিয়াই সুখী, কেহ বা সহস্র মুদ্রা উপার্জন করিয়াও অসন্তুষ্ট। যাহার অভাববোধ যত কম, সে তত সুখী। অতএব সুখের তৃষ্ণা জয় করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। মনের দৃঢ়তা থাকিলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানুষ সুখ পাইতে পারে। অতএব সুখের অনুসন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইবার কোনও সার্থকতা নাই। কামকার অথবা সুখের অনুসন্ধান জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

প্রেয়স্ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারেনা, বাকী রহিল শ্রেয়স্। কাম ( অথবা সুখ ) পুরুষার্থ হইতে পারেনা, বাকী রহিল ধর্ম্ম ( অথবা

কর্ত্তব্য )। ধর্ম্ম অথবা কর্ত্তব্যই যে যথার্থ পুরুষার্থ, তৃতীয় অধ্যায়ে এই কথাই বলা হইয়াছে।

শাকটিক যদি সম পথ ছাড়িয়া বিষম পথে চলিতে থাকে, তবে গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়া সে যেমন শোচনীয় দশায় পতিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া অধর্ম্ম পথে চলিতে আরম্ভ করিলে মানুষ ক্রমশঃ পশুতে পরিণত হয়। ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে চারিটী গুণের প্রয়োজন শ্রুতি, শ্রদ্ধা, সংযম এবং বীর্য্য। সদ্‌গ্রন্থ শ্রবণ (পাঠ) করিবে, তাহাতে শ্রদ্ধা করিবে, সংযত এবং উদ্যমশীল হইবে, তবেই ধর্ম্মপথে চলিতে পারিবে।

ধর্ম্ম অথবা কর্ত্তব্য আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এই কথা বলিলেই প্রশ্ন উঠে, কর্ত্তব্য কী তাহা আমরা কেমনে জানিতে পারিব। চতুর্থ অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা। আমাদের সকলের অন্তরেই প্রজ্ঞা (Conscience = বিবেক) অবস্থিত, তাহাই আমাদিগকে কর্ত্তব্য কী তাহা জানাইয়া দেয়। "ইহা আমাদের করা উচিত" এরূপ জ্ঞান আমাদের স্বতঃই উপস্থিত হয়। বিচার বিতর্ক দ্বারা তাহা আনিতে হয় না। এই ঔচিত্যজ্ঞান প্রজ্ঞারই নির্দ্দেশ। প্রজ্ঞানুবর্ত্তিতাই ধর্ম্মের মূলসূত্র। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন আচার প্রচলিত আছে। বাহ্য আচারের তেমন কিছুই মূল্য নাই। যে মানুষ প্রজ্ঞার আদেশ পালন করে, সেই যথার্থ ধার্মিক। যে জন তাহা করেনা, আচারনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সে অধার্মিক।

প্রজ্ঞার স্বরূপটী কী তাহা জানিতে আগ্রহ হয়। প্রজ্ঞার বিশিষ্ট আদেশগুলি কী তাহা আমরা জানি—যথা "মিথ্যা বলিওনা" "চুরি করিওনা" "প্রাণিবধ করিওনা" ইত্যাদি। পরন্তু ইহাদের সাধারণ ভিত্তিটী কী, তাহা জানিতে কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ কেহ হয়ত কুতর্ক করিয়া বলেন "আমার প্রজ্ঞা যদি আমাকে চুরি

করিতে বলে, তবে কী করিব?" পঞ্চম অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। মহাবীর বর্দ্ধমান বলিয়াছেন মৈত্রী অথবা সর্বভূতে সমদর্শনই প্রজ্ঞার মূলসূত্র। "তুমি নিজে যেমন চাও অপরের প্রতিও তেমন ব্যবহার করিও" ইহাই প্রজ্ঞার যথার্থ স্বরূপ। গীতা ইহাকে বলিয়াছেন "সর্বভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্বভূতানি চাত্মনি"। যীশুখ্রীষ্ট বলিতেন Do to others as you would that they should do to you. এই মূলসূত্রটী মনিয়া চলিলেই কর্তব্য সম্বন্ধে কখনও ভ্রান্তি হইবেনা। "অত্থাত্তং সব্বও সব্বং" সকলের ভিতর একই আত্মা অবস্থিত, একথা ভুলিওনা।

মৈত্রী অথবা সাম্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, যে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, একটী ভাবাত্মক, একটী অভাবাত্মক। একটী নিষেধ, অপরটী বিধি; একটী যম, অপরটী নিয়ম। প্রথম নিষেধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে বিধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। প্রথমটী নিষেধ যেমন—চুরি করিওনা, মিথ্যা বলিওনা! অর্থাত্ 'তুমি যেমন ব্যবহার চাওনা, তেমন ব্যবহার করিও না।" দ্বিতীয়টী বিধি যেমন দান করিও, সত্য বলিও। অর্থাত্ "তুমি যেমন ব্যবহার চাও, তেমন ব্যবহার করিও।" তাই গীতা বলিয়াছেন "অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণঃ এবচ"। মৈত্রীর দুইটী লক্ষণ দ্বেষাভাব এবং কারুণ্য। আমরা বলিতে পারি, সাম্যের দুইটী লক্ষণ অহিংসা এবং দয়া। প্রথমতঃ পরের অনিষ্ট করিওনা, দ্বিতীয়তঃ পরের উপকার করিও। ইহারা এক মৈত্রীরই দুইটী অঙ্গ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কথাই বলা হইয়াছে। অহিংসা এবং কারুণ্যই মৈত্রীর স্বরূপ, আর মৈত্রীই প্রজ্ঞার মূলসূত্র।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া, একথা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, যে মানুষের আত্মচৈতন্য যেন দ্বিধা বিভক্ত। একটী তাহাকে পাপ পথে প্ররোচিত করে। অপরটী পাপ হইতে নিবৃত্ত করে। একটী তাহাকে

মিথ্যা বলিতে, চুরি করিতে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিতে লুব্ধ করে, অপরটী এই সকল দুষ্কর্ম হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করে। তাই উপগীতা বলিয়াছেন "নিজের বিরুদ্ধে নিজে যুদ্ধ করাই প্রধান যুদ্ধ"; গীতা বলিয়াছেন "নিজেই নিজকে উদ্ধার করিতে হইবে"। পাপ পথ হইতে নিবৃত্তকারী যে আত্মা, তাহাকে বলা হয় অধিচিত্ত কিম্বা অধি-আত্মা (Higher Self)। অধি-আত্মাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। কারণ পাপ করিবার পরই লোকে বলে 'ইহা আমার উচিত হয় নাই'। এই অধি-আত্মাই ধর্মজীবনের উত্‌স; প্রজ্ঞা অধি-আত্মারই বাণী; অধি-আত্মার আদেশ অনুবর্তন করাই মনুষ্যত্ব লাভের উপায়; ইহাই পুরুষার্থ। সপ্তম অধ্যায়ে এই কথাই বলা হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধ ও জৈন এই উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ সম্পদ। অর্থাত্‌ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয় পন্থারই অধিআত্মার নিষ্ঠা প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু কর্মযোগীগণ অধিআত্মা লইয়াই সন্তুষ্ট। জ্ঞানযোগী জৈনগণ আরও একপদ অগ্রসর হন। তাহারা বলেন অধিআত্মাই চূড়ান্ত তত্ত্ব নহে, ইহার উপরেও এক তত্ত্ব আছে, তাহা পরাত্মা বা সাক্ষি-আত্মা। পরাত্মা উদাসীন সাক্ষিমাত্র, শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ প্রভৃতি সর্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত। পরাত্মার নিকট হেয় ও কিছু নাই, উপাদেয়ও কিছু নাই, গ্রহনীয়ও কিছু নাই, বর্জ্জনীয়ও কিছু নাই। সাক্ষি আত্মা বিশ্বপ্রপঞ্চের লীলাতরঙ্গ দেখিয়াই প্রসন্ন। যাহার কোন ও কামনা নাই, কোনও অবস্থাই তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। অপরের সুখদুঃখ মানুষকে বিদ্ধ করেনা; যাহার প্রতি মমতাজ্ঞান আছে, তাহার সুখদুঃখই মানুষকে বিচলিত করে। যিনি জানেন সাক্ষি-আত্মাই প্রকৃত আমি, চিত্তের প্রতি তাহার মমতাজ্ঞান নাই। নিজের সুখদুঃখকেও তিনি উদাসীনের মত উপেক্ষা করিয়াই থাকেন। উহা তাহার যথার্থ আমিকে স্পর্শ করিতে পারেনা। সাক্ষি

আত্মাতে অবস্থানই জ্ঞানযোগীর একমাত্র লক্ষ্য। বিন্দুমাত্র কামনা থাকিলেও মানুষ দুঃখই পায়। তাই জ্ঞানযোগীর কোনও কামনাই নাই। কর্মযোগী কল্যাণের কামনা করেন, অমঙ্গলকে প্রতিহত করিয়া মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করিতে চান। কিন্তু মঙ্গলের কামনাও জ্ঞানযোগীর নাই। তিনি মঙ্গল ও অমঙ্গলের উর্দ্ধে অবস্থিত। সাক্ষি আত্মায় অবস্থানই তাহার একমাত্র মঙ্গল। এই খানেই বৌদ্ধ ও জৈনের পার্থক্য *। উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বৌদ্ধ যতি কর্মকে গ্রহণ করেন—কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিবেন এই উদ্দেশ্য তাহার আছে। কোনও উদ্দেশ্য নাই বলিয়া জৈন ভিক্ষু সকল কর্ম পরিত্যাগ করেন। ইহার নাম কর্ম-সংন্যাস কিম্বা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। কোনও কামনাই তাহার নাই, স্তুতি-নিন্দা, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ সকলই তাহার নিকট তুল্য। এমন কি জীবন মৃত্যু ও তাহার নিকট সমতুল্য। বাচিয়া থাকিবার কামনাও তিনি করেন না। মৃত্যুর আকাঙ্খাও করেন না। দ্রষ্টার আনন্দই তাহার একমাত্র কাম্য—তিনি নিজকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ মাত্র জানেন। এই অবস্থার নাম কৈবল্য। কেবল দ্রষ্টৃত্ব ছাড়া এই অবস্থায় আর কিছুই নাই। ইহাকে জ্ঞানযোগী জৈন পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানেন। ইহাই অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় বস্তু।

কিন্তু আদর্শ কী কেবল তাহা জানিলেই চলিবেনা, জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রতি দিনের চেষ্টা দ্বারা জীবনকে আদর্শানুযায়ী গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার নামই সাধনা। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না। নবম অধ্যায়ে এই কথাই বলা হইয়াছে।

পরন্তু সাধনার একটা বিশিষ্ট ক্রম আছে। পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে পৃথক্ পৃথক্ গুণের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেহ দানের প্রশংসা

---

* In contrast to (Gautama) Buddha, Mahavira (Jina) taught a very elaborate belief in the Soul—Winternitz Indian Literature vol II P. 425

করেন, কেহ সত্য নিষ্ঠার প্রশংসা করেন, কেহ ধৈর্য্যের প্রসংশা করেন, কেহ বীরত্বের প্রশংসা করেন। জৈন পন্থায় যে পাঁচটী গুণের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহারা এই,

(১) বধ না করা। (২) মিথ্যা কথা না বলা।
(৩) চুরি না করা। (৪) বার্য্য পাত না করা।
(৫) পরের দ্রব্য গ্রহণ না করা।

ইহাই জিনোপদিষ্ট পঞ্চমহাব্রত। কেবল জৈন তন্ত্র কেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রেও ইহা তুল্যভাবেই বর্তমান। পাতঞ্জল দর্শনে "অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যা-অপরিগ্রহঃ" নামে অভিহিত করিয়া ইহাদিগকে যম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ তন্ত্রে ইহাদিগকে বলা হইয়াছে পঞ্চশীল। ইহার সহিত ( ১ ) সুরাপান ( ২ ) অপরাহ্ণ ভোজন ( ৩ ) নৃত্য-গীত ( ৪ ) উচ্চাসন, এবং ( ৫ ) স্বর্ণ-রৌপ্য ধারণ, নিষিদ্ধ করিয়া কালক্রমে ইহাদিগকে দশ শীল নামে অভিহিত করা হয়। ইহার অনুকরণে যীশুখ্রীষ্ট কথিত দশ মহা আজ্ঞা (ten commandment) প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সে যাহাই হউক, পঞ্চমহাব্রতই জৈন সাধনার ভিত্তিভূমি। দশম অধ্যায়ে পঞ্চমহাব্রত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ের নাম কৈবল্য। সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থানই জৈন সাধনার চরম লক্ষ্য ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে তাহাই বিশদ করা হইয়াছে। সাক্ষি আত্মা আছেন, অষ্টম অধ্যায়ে মাত্র এই কথা বলা হইয়াছে, সাক্ষি-আত্মার স্বরূপটী কী একাদশ অধ্যায়ে তাহাই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্বাণ, কৈবল্য ও মোক্ষ ইহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাদের অভিপ্রায়ও প্রায়ই তুল্য। তন্মধ্যে নির্বাণ পদটী বৌদ্ধদিগের প্রিয়। তাই ইহা সুখ তৃষ্ণা নির্বাণের উপরই বেশী জোর দিয়া থাকে। মোক্ষ পদটী বৈদান্তিকদিগের প্রিয়। তাই সাক্ষি

চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে যে অভেদ বৈদান্তিকগণ তাহার উপরই জোর দিয়া থাকেন। দ্বন্দ্বাতীত নিরপেক্ষ সাক্ষি-চৈতন্যের যথার্থ স্বরূপ কেবল জৈনগণই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহারই নাম কৈবল্য। লাভ ক্ষতি, সুখ দঃখ, পাপ পুণ্য প্রভৃতির দ্বন্দ্বের খেলা সাক্ষি আত্মা দেখেন, কিন্তু স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

জৈন তন্ত্রের আদর্শ কী তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু এই আদর্শটী চিত্তপটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিতে হইলে, একজন আদর্শ জৈনের চিত্র চক্ষুর সামনে খুলিয়া ধরিতে হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে এই কাজ করা হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, মূলসূত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ে সেইরূপ আমরা একজন অর্হতের লক্ষণগুলি দেখিতে পাই। মহাজনের লক্ষণগুলি মনে রাখিলে আমরা জীবনযাত্রায় কখন ও পথভ্রষ্ট হইব না। মহাজনের চিত্র খানি ধ্যান করিতে থাকিলে আমরা ক্রমেই সিদ্ধিপথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জৈনদিগের গুরুগ্রন্থ মুলসূত্রে আদর্শ জৈনকে 'ব্রাহ্মণ" নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপ বৌদ্ধদিগের গুরুগ্রন্থ ধম্মপদেও, আদর্শ বৌদ্ধকে "ব্রাহ্মণ" নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। যাহারা বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে বৈদিক মার্গের শত্রুরূপে কল্পনা করিতেই ভালবাসেন, বৌদ্ধ ও জৈন গুরুগ্রন্থে ব্রাহ্মণের এরূপ সম্মান তাহাদের পক্ষে কঠিন সমস্যা।

তপস্যাদ্বারা ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর। কিন্তু পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সাধনার ধারা অব্যাহত রাখিতে হইলে সংঘ গঠনের আবশ্যকতা আছে। সংঘবদ্ধ হইতে না পারিলে আত্মরক্ষা করাই সম্ভব পর নয়, সাধনার ধারা অব্যাহত রাখাতো দূরের কথা।

সংঘ এব হতঃ হন্তি সংঘঃ রক্ষতি রক্ষিতঃ।

উপগীতা-৭-৪০

সংঘ থাকিলেই তুমি আছ, সংঘ না থাকিলে তুমিও নাই।
সম্যগ্ আলোচ্য সংঘোহি, সংঘাভাবে নিরাশ্রয়ঃ।
উপগীতা-৭-২২

সংঘের আবশ্যকতা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন পার্শীতন্ত্রের ধর্ম্মগুরু অথর্বান্ জরথুস্ত্র। সংঘের নাম দিয়াছিলেন তিনি "মঘ"; সংঘপতিকে বলা হইত মঘপতি। মঘপতিই বর্তমান সময়ে "মোবেদ" রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। বৌদ্ধ দিগের ত্রিশরণ মন্ত্র "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি" সংঘবন্ধের আবশ্যকতা রটনা করে। জৈন পন্থায় ও গণধরের প্রশংসা সংঘ-বন্ধনের অপরিহার্য্যতা সূচিত করে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহাই আলোচিত হইয়াছে। সংঘ গঠন করিতে হইলে একখানি গুরুগ্রন্থ দুষ্পরিহার্য্য। সংঘগঠন করার অর্থ ই হইল (সংঘভুক্ত) সকলের পক্ষে একজনের নায়কত্ব গ্রহণ করা। গুরুগ্রন্থই সেই বিনায়ক। কোনও ব্যক্তিবিশেষ বহুকাল বাচিয়া থাকেনা, তাহারা নায়কত্ব অচিরস্থায়ি। কিন্তু একখানা গুরুগ্রন্থ চিরকাল ধরিয়া সংঘের নায়কত্ব করিতে পারে। তাই স্থায়ি সংঘ গঠন করিতে হইলে একখানা গুরুগ্রন্থের সহায়তা ছাড়া তাহা সম্ভবপর নয়। যেমন একটী কেন্দ্র ছাড়া বৃত্ত অঙ্কিত করিতে পারা যায় না, সেইরূপ একখানা গুরুগ্রন্থ ছাড়া সংঘ গঠন করিতে পারা যায় না। গুরুগ্রন্থই ধর্ম্মচক্রের কেন্দ্র। গুরুগ্রন্থ খানার প্রতি যাহাদের অবিচলিত বশ্যতা আছে, তাহারা সকলে একই সংঘভুক্ত। এই সত্যটী চক্রপাণি গুরু গোবিন্দ সিংহ যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়া ছিলেন, অন্য কোনও ধর্ম্মরাজ (Prophet) তাহা পারেন নাই। তাই মহা পরাক্রান্ত সঙ্গত-সংঘ গঠন করিয়া বেদান্ত তন্ত্রের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। জৈন তন্ত্রেও গুরুগ্রন্থের আবশ্যকতা উপলব্ধ হইয়াছিল। চতুর্দশ অধ্যায়ে এই কথাই বলা হইয়াছে।

যিনি জৈন তন্ত্রের ধর্ম্মরাজ, জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা, জ্ঞানযোগের আদর্শকে যিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়া মানব সমাজকে

চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই লোকপাবন মহাজন, অনাথনাথ পুরুষোত্তম মহাবীর বর্ধমান জিনের পুণ্যনাম পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্মরণ করিয়া জ্ঞানযোগের গুরুগ্রন্থ মূলসূত্রের পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া মূলসূত্র আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ বাড়াইয়া তুলুক।

৭। স্বাধ্যায়ের আবশ্যকতা

স্বাধ্যায়ই জাতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি। ব্যক্তির পক্ষে স্বাধ্যায়ের আবশ্যকতা তো আছেই, তাহার জীবনের আদর্শ স্বাধ্যায়েই নিহিত। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আদর্শকে জাগরুক রাখিবার জন্য, আদর্শকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য, প্রত্যহ অন্ততঃ একবার স্বাধ্যায়ের কতক অংশ পাঠ করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিহিত নিত্যকর্ম। ইহার নাম মন্ত্রের সঞ্জীবন অথবা প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ইহাই আহ্নিক ( প্রাত্যহিক ) সন্ধ্যা ( ধ্যান )।

জাতীয়তার পক্ষে স্বাধ্যায় একেবারে অপরিহার্য্য। স্বাধ্যায়ই জাতীয়তার প্রাণস্বরূপ। একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া, সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে কাজ করাই জাতীয়তার নামান্তর। সেই সাধারণ উদ্দেশ্যটী স্বাধ্যায়েই নিবদ্ধ আছে। ( যিনি সে আদর্শের অনুরাগী নহেন, ভিন্ন স্বাধ্যায় গ্রহণ করাই তাহার কর্ত্তব্য )। স্বাধ্যায়ই সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য প্রদান করে।

স্বাধ্যায় ব্যতীত জাতীয়তা গঠিত হইতে পারে এরূপ যাহারা মনে করেন, তাহারা জাতীয়তার স্বরূপ কী তাহা কখনও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই——জাতীয়তাকে ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করেন নাই। একসঙ্গে মিলিয়া কতকগুলি রাজনৈতিক resolution pass করা ( প্রস্তাব গ্রহণ করাই ) জাতীয়তা নহে। বড় জোর তাহা জাতীয়তার একটা দিক্ মাত্র। কোনও কোনও স্থলে উহা ক্লাব গঠনের

একটা স্বপ্নবিলাস মাত্র। ক্লান্ত শ্রান্ত অসংখ্য জনগণের মনের সহিত তাহার কোনও সংযোগ নাই। জাতীয়তার সহিত আদর্শ মানবের ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—এক একটী জাতি এক একটী আদর্শের অভিব্যক্তি। এই আদর্শটী স্বাধ্যায়েই নিবদ্ধ। জাতির ভাব, ভাষা, সাহিত্য, কলা, পরিচ্ছদ ভোজন প্রণালী—অশন—বসন—ভাষণ—ঋতু তিথি মাস গণনা প্রণালী—সকলের উপরই অল্প হউক বেশী হউক জাতীর স্বাধ্যায়ের প্রভাব বিদ্যমান। যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধ্যায়গত সাম্য বৈষম্য অপেক্ষা প্রবল, ততদিন ব্যক্তিগুলি একই জাতির অন্তর্গত থাকে। যখন সেই সাম্য আর থাকে না, সাম্য অপেক্ষা বৈষম্যই বেশী হয়, তখন তাহারা ভিন্ন স্বাধ্যায় লইয়া ভিন্ন জাতি গঠন করে। কিন্তু তাহাদের নূতন জাতীয়তার মূলেও স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন রহিয়াছে। বিক্ষিপ্তভাবে তাহারা মূল জাতি ছাড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহারাও পরস্পর সংযুক্ত থাকিতে হইলে এক স্বাধ্যায়তা দ্বারাই তাহা সম্ভবপর।

যে জাতির স্বাধ্যায় নিষ্ঠা যত প্রবল, তাহাদের সংঘ বন্ধন ততই দৃঢ়। এবিষয়ে মুসলমানদিগের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুসলমান যে দেশেই বাস করুক না কেন—আরবেই হউক বা চীনেই হউক, হিন্দুস্থানেই হউক বা মিশরেই হউক, প্রত্যেকেরই আরবী কোরাণের সহিত পরিচয় আছে, প্রত্যেকেই প্রত্যহ কোরাণের কোনও না কোনও অংশ পাঠ করিয়া থাকে, আর অপর যে কেহ কোরাণ পাঠ করে তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় বলিয়া মনে করে। এইজন্য মুসলমানের জাতীয় ঐক্য প্রবল, জাতীয় জীবন জীবন্ত। তর্কদ্বারা এই সত্য উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তাহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী। বরং এই সত্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া স্বাধ্যায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেই জাতীয় জীবন বলশালী হইতে পারিবে। ইহাই একমাত্র পন্থা,—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

বেদান্ত তন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুলসূত্রকে উপেক্ষা করিয়া, জাতীর ঐক্য দৃঢ় হইতে পারে না। মূলসূত্র যাহাতে সকলের হাতে হাতে থাকিতে পারে তাহার বিধান করাই কর্ত্তব্য।

স্বাধ্যায়ই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল; দূর ও নিকটে কে, ভূত ও ভবিষ্যত্‌কে স্বাধ্যায়ই সংযুক্ত রাখে। কাশ্মীরের জৈন ও মাদ্রাজের জৈন, এক মূলসূত্রের সাহায্যেই আত্মীয়তা অনুভব করে। ষষ্ঠ শতকের জৈন এবং অদ্যতন বিংশ শতাব্দীর জৈন, মূলসূত্রের সাহায্যেই আত্মীয়তা অনুভব করিতেছে, আবার ভবিষ্যদ্বংশীয় পঞ্চবিংশ শতাব্দীর জৈন ও এই মূলসূত্রের সাহায্যে আমাদের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিবে।

জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থলীয় মূলসূত্রের আলোচনা সকলের নিকট হইতেই উত্‌সাহ পাইবার অধিকারী।

## ৮। নাথ সম্প্রদায়

স্বাধ্যার নিষ্ঠার অভাবে শ্রেণীবিশেষ আত্মবিস্মৃত হইয়া কিরূপ দুর্দ্দশায় পড়িতে পারে, বঙ্গদেশে নাথ সম্প্রদায় তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। অজিত নাথ, সম্ভব নাথ, শীতল নাথ, নেমি নাথ, পার্শ্ব নাথ, প্রমুখ পর্য্যায়ক্রমে "নাথ" পদবী বিভূষিত তীর্থঙ্করদিগের শিষ্য এই নাথ সম্প্রদায়। কিন্তু স্বাধ্যায় নিষ্ঠার অভাবে তাহারা হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাতে যদি হিন্দু সমাজের বা নাথ শ্রেণীর লাভ হইত, তবে বলিবার কিছু ছিল না। হিন্দু সমাজে তাহারা সম্মানজনক স্থান লাভ করেন নাই। ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থগণ, তাহাদিগকে নিম্নতর শ্রেণী বলিয়াই মনে করে। অপর পক্ষে সর্ব্বভয় বিনাশন মহাবীরের উদাত্ত বাণী শুনাইবার ভার যাহাদের উপর ছিল, তাহারা ষষ্ঠী ও মনসার পাঁচালী গাহিয়া, হিন্দু সমাজের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার বৃদ্ধিই ঘটাইতেছে। যাহারা অপরকে সাহস দিবে, তাহারাই ভীরু হইয়া পড়িয়াছে।

"মূলসূত্রের" সহিত সংযোগ তাহারা যদি অক্ষুণ্ণ রাখিত, তাহা হইলে তাহারাও নিজদিগকে অকুতোভয় মহাবীরের প্রিয় শিষ্যই বলিয়া জানিত, হিন্দু সমাজ ও তাহাদিগকে জিতামিত্র জৈন বলিয়াই জানিত।

প্রচ্ছন্ন জৈন নাথগণ, ব্রাহ্মণ হইতে উচ্চ কি নীচ সে প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বর্ণভেদ বিবর্জ্জিত একটী পৃথক্ শ্রেণী তাহারা। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ হইতে উন্নত, কেহ কেহ হয়ত শূদ্রেরও অধম। যে সম্প্রদায়ে বর্ণভেদ নাই, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কোনও একটী বর্ণের সহিত সমকক্ষ করা যায় না। বরং আদর্শ দিয়া বিচার করিলে তিতিক্ষানিষ্ঠ বলিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের সহিতই তুলনা করিতে হয়। কিন্তু আর্থিক অবনতির ফলে, অজ্ঞতা প্রকাশের তাড়নায়, তাহাদিগকে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের অপরাধে স্থানে স্থানে কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। তাহারা ব্রাহ্মণত্বের দাবীতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে না, জৈনত্বের দাবীতেই পঞ্চাঙ্গ বৈদান্তিক সমাজের অন্যান্য অঙ্গের মত, পরিচয়পত্র ( badge ) হিসাবে যজ্ঞোপবীত দাবী করেন, ইহা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। এই ভ্রান্তি এত সর্বব্যাপী, অপর পক্ষে জিনত্বের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলাও এত সুকঠিন, যে তাহাদের অনেকে এখন জৈনত্বের দাবী করিতেও ভয় পাইবেন। ভাবিবেন উহা সংসারীর ধর্ম্ম নয়, উহা সংন্যাসীর ধর্ম্ম।

তাহারা ভুলিয়া যান, যে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ে বর্ণ বিভাগ নাই বটে, কিন্তু আশ্রম বিভাগ ছিল। গৃহস্থাশ্রমে স্থিত বৌদ্ধদিগের নাম উপাসক, গার্হস্থ্যাশ্রম স্থিত জৈনদিগের নাম শ্রাবক। সংন্যাসিতেই সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পূর্ণ পরিস্ফুট—গৃহস্থ তাহা মনে রাখে বটে, কোন দিন সেও এই আদর্শ জীবন যাপন করিবে এই আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে বটে, কিন্তু অধুনা সাময়িকভাবে সে আদর্শ যে ষোল আনা

প্রতিপালন করিতে পারে না। শিশুকে প্রতিপালন করা যে মাতার ধর্ম্ম, সে যদি চব্বিশ ঘণ্টা ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করে, তবে শিশু বাচিতে পারে না। অন্য আশ্রমকে রক্ষা করাই গৃহস্থের ধর্ম্ম। সুতরাং শ্রাবক ও উপাসকের আচার শ্রমণের আচার হইতে পৃথক্ থাকিবেই। হিন্দু সম্প্রদায়ে ও সংন্ন্যাসীর এবং গৃহস্থের আচারের আর্থক্য আছে।

মহাবীরের আদর্শ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, অতি কঠিন আদর্শ। তাহা পরিপালন করিবার শক্তি ও সুবিধা হয়ত সাময়িকভাবে নাই, তাই বলিয়া কি তাহাকে এমনভাবে ভুলিয়া যাইতে হইবে, যে তাহার নাম পর্য্যন্ত দিনান্তেও স্মরণ হইবে না ? যীশুখৃষ্টের আদর্শও সহজ সাধ্য নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইউরোপ তো তাহাকে বর্জ্জন করে নাই। গৌতম বুদ্ধের আদর্শও কঠিন আদর্শ, কিন্তু ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার পথে জাপানের পক্ষে তাহা বাধাস্বরূপ হয় নাই। অবশ্য বর্ধমানের আদর্শ খ্রীষ্ট অথবা গৌতমের আদর্শ হইতেও কঠিন ; কিন্তু তাই বলিয়াই কী তাহাকে আমরা একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব ? যতটুক পারি, তাহাকে অনুসরণ করিব, না পারিলে দুঃখিত হইব। কিন্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তো তাহা করেন নাই। তাহারা মহাবীরকে তো সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই বঙ্গদেশে নাথ সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি, তাহাদের সংখ্যাও তো একেবারে নগণ্য নয়। ভারতের অন্য প্রদেশে তো এখনও জৈন সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। কেবল কি মহাবীরের জন্মভূমি অঙ্গদেশের নিকটতম বঙ্গদেশেই মহাবীর অনাদৃত থাকিয়া যাইবেন ? রাঢ়দেশ তাহার পরিব্রজন ধাম, তাহার প্রথম সংন্ন্যাসের পাদস্পর্শে ধন্য হইয়া "অস্থিগ্রাম" "বর্দ্ধমান" নামে পরিচিত হইয়া আজও বঙ্গদেশে সমৃদ্ধ নগরী। আমরাই মহাবীরকে ভুলিতে বসিয়াছি। এ লজ্জা প্রধানতঃ সমগ্র বাঙ্গালীরই—বিশেষ করিয়া নাথ সম্প্রদায়ের।

কই প্রাচীন কালে মহাবীরের আদর্শ তো শৌর্য্য বীর্য্যের পরিপন্থি বলিয়া বিবেচিত হয় নাই? সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী যে মহাপুরুষ, কোনও দুঃখ ও ভয় যাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই, সর্ব্ববিধ লোভ ও ভয় জয় করিয়া যিনি জিনত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার শিষ্যগণের মধ্যে যদি শৌর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহা শোচনীয় কথা। জৈনগণের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ছিলেন—শ্রেণিক বিম্বিসার, চন্দ্রগুপ্ত, খারবেল— ইহারা ভারতবর্ষের গৌরবের স্তম্ভস্বরূপ। রাণা প্রতাপসিংহের প্রধান মন্ত্রী ত্যাগব্রত ভামাশাহ ও মহাবীরের শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। জৈন আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা সাংসারিকতার পক্ষে অযোগ্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব ইহা নিতান্তই যুক্তিহীন আশঙ্কা।

আবার এমনও কেহ কেহ আছেন যাহারা জৈনকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, অন্য কোনও অবতারের আদর্শ তাহাকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছে।

শ্রীনাথে জানকী নামে অভেদঃ পরমাত্মনি
তথাপি মমসার্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমার সহৃদয় বন্ধু কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রাধাগোবিন্দ নাথের কথা উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের মোহনমূরলী তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহার মন প্রাণ গৌরাঙ্গের পদে বিক্রীত। তাহার মত বৈষ্ণব বঙ্গদেশে কয়জন আছেন? চৈতন্য ভাগবত ভুলিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব—ভগবদ্ভক্তিতে বিলীন না থাকিয়া নিরীশ্বর মহাবীরের বেশী অনুরক্তি তাহার পক্ষে অচিন্ত্যনীয়।

আমি বলি ইহা শুধু অনুমোদনীয় ( permissible ) নহে, সম্পূর্ণ কাম্যও বটে। বেদান্ত সমাজ, হিন্দু, পার্শী, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনাত্মক পঞ্চ শাখায় বিভক্ত—

মিত্রায় পঞ্চ যেমিরে জনা।

ঋগ্বেদ—৩-৫৯-৭

পাঁচ শাখায় মিলিয়াই মিত্রের (ইন্দ্র-মঝদা উভয়ের) উপাসক। ইহারা পরস্পর ব্যাবর্তক (exclusive) নহে সংগ্রাহক। ইহারা বিরুদ্ধ নহে, অনুপূরক। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ গৌতম বুদ্ধের লীলায় আকৃষ্ট হইবে, পার্শীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ কেহ নানকের আদর্শ আবাহন করিবে, ইহাতো বাঞ্ছনীয় বটেই। বরং এইখানেই বেদান্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য—ইহার যে কোনও শাখার অন্তর্ভুক্ত হইয়াও সকল শাখারই রসাস্বাদন করা চলে। জৈনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৈষ্ণব রস আস্বাদন করিবার কোনও বাধা নাই। কেবল একটী বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা যেন কাহাকেও বর্জ্জন না করি—Let us supplement not supplant. তাহার ইচ্ছা হয় বৈষ্ণব শাস্ত্রেই মগ্ন থাকুন,—কিন্তু জৈন সিদ্ধান্ত রক্ষার ভার তাহাদেরই উপর বিশেষভাবে ন্যস্ত। ইহা তাহাদের পিতৃঋণ। সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুত্রকে ইহা সমর্পণ না করা পর্য্যন্ত তাহার ঋণমুক্তি নাই। তাহার ব্যক্তিগত রুচি যাহাই হউক না কেন, শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য স্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের ভার তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাহাতে পিতৃঋণ অস্বীকার করা হয়।

এই সম্প্রদায় গত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার দাবীতেই আমি মূল-সূত্রের প্রচারের দিকে, নাথ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিশেষ নাথ ব্যাঙ্কের ন্যায় একটী সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই ভার দুর্ব্বহ নহে। তাহারা কি এই ভার নিবেন না?

৯। ভিক্ষা

হিন্দু সম্প্রদায়ে গীতার যে স্থান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ধর্ম্মপদের যে স্থান, জৈন সম্প্রদায়ে মূলসূত্রের সেই স্থান। বিষয় বস্তুর মনোহারিত্বে ইহারা যেমন জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচারক গণের শ্রীমুখবাণী বলিয়া, ইহাদের আকর্ষণ দুর্ব্বার। কিন্তু

দুঃখের বিষয় যে আমরা জাতীয় সম্পদ বিষয়ে এত আত্ম বিস্মৃত হইয়াছি, যে মূলসূত্রের সহিত সাক্ষাত্ পরিচয় থাকা দূরে থাকুক, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ধর্ম্মপদের অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে ধর্ম্মপদের সহিত পরিচিত করাইয়াছেন। মূলসূত্রের দিব্য-ঝঙ্কারের সহিত বাঙ্গালী পাঠক কবে যে পরিচিত হইবে তাহা ভবিতব্যতাই বলিতে পারে। অথচ ধর্ম্মপদ অথবা মূলসূত্রের মত গ্রন্থ কেবল শিক্ষিত পাঠকের বাণীমন্দিরে ( Library ) থাকিবার মত পুস্তক নহে, ঘরে ঘরে ইহা থাকিবে, জনে জনে ইহা পাঠ করিবে, তবেই জাতীয় জীবন সার্থক হইতে পারে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পতিতপাবন মহাবীর বর্দ্ধমান আমাদের এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দেশেই লীলাসংবরন করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ এমন কি বালক বালিকা গণও মূলসূত্রের দুই চারিটী শ্লোকের সহিত পরিচিত থাকিবে, ইহা আশাকরা কি অসঙ্গত? মনসার পাঁচালী ও লক্ষ্মীর ছড়া ষষ্ঠীর স্তোত্র ও সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, আমাদের ঘরে ঘরে আদর পায়। পায় পাউক, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মপদ ও মলসূত্রকে কি আমরা বিদায় দিব। ইহা আমি অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া মনে করি। গৌতম বুদ্ধ ও বর্দ্ধমান জিনকে আমরাই যদি ভুলিয়া যাই, তবে কে তাহাদিগকে মনে রাখিবে? তাহাদের উদাত্ত বাণীর অটল আহ্বানে নিজদের আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধির কথা যদি ছাড়িয়াও দেই তথাপি ইহাদিগকে ভোলা আমাদের উচিত নয়। আমরা পিতৃপক্ষে তর্পন করিয়া পিতৃঋণ শোধ করি, কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষগণের মুখ যাহাদের গৌরবে সমুজ্জ্বলিত, সেই জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষগণ, স্পিতম জরথুস্ত্র, গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর বর্দ্ধমান ও গণধর গোবিন্দ সিংহকে কি আমরা বিস্মৃত হইব? তাহা হইলে পিতৃপুরুষের তর্পন কি সুসম্পন্ন হয়?

শক্তি নাই, কিন্তু তাহাতে আকাঙ্ক্ষা নিরস্ত হয় না। তাই মঘবান জরথুস্ত্রের বাণী "গাথাকে" সংস্কৃত টীকা সংযুক্ত করিয়া দেবনাগর অক্ষরে প্রথম প্রকাশ করিয়াছি। [ইহার পূর্ব্বে গাথা দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত ছিল না, এই জন্য ডাক্তার ভগবান দাসের মত পণ্ডিত ব্যক্তি অযাচিতভাবে ধন্যবাদ দিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন যে আমার সংস্করণের সাহায্যেই তিনি মূলগাথার আস্বাদ করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন]। গোবিন্দ সিংহের কতিপয় বাণী সংগ্রহ করিয়া "জাপজী"নামে অনুবাদ সহ বঙ্গভাষায় প্রথম প্রকাশ করিয়াছি, আজ আবার মূলসূত্রের কতিপয় বাণী বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত করিলাম।

কথাগুলি সঙ্কোচের সহিত লিখিলাম। কারণ আমার এই আত্মম্ভরিতা পণ্ডিত ব্যক্তিকে বিরক্ত করিবে। তথাপি লিখিলাম, কারণ আমি আত্মম্ভরিতায় এই কথা লিখি নাই, আমার আগ্রহের আতিশয্য সূচিত করিবার জন্যই ইহা লিখিলাম।

এই পুস্তকগুলি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা আমার যে কত অল্প, তাহা আমি খুবই জানি। বারহাত কাকুড়ের তের হাত বীচির মত, ইহাদের, প্রতি বারটী লাইনে তেরটী করিয়া ভুল আছে। ইহা কাহারও চক্ষু এড়াইবেনা তাহাও আমি জানি। আমার সেই অজ্ঞতা ঢাকিবার চেষ্টা আমি করি নাই—করিলেও অজ্ঞতা লুক্কায়িত রাখা যায়না (যাবত্ কিঞ্চিত্ ন ভাষতে)। আত্মম্ভরিতা আমার সাজেনা অন্ততঃ এইটুকু বুদ্ধি আমার আছে। আত্মম্ভরিতায় আমি এই পুস্তকগুলির উল্লেখ করি নাই। এই গ্রন্থগুলির সুষ্ঠু সংস্করণের আবশ্যকতার দিকে জাতি প্রেমিক পণ্ডিত দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আকাঙ্ক্ষায়ই আমি বিদগ্ধ সমাজে উপস্থিত হইয়াছি। তাহাদের কেহ না কেহ কি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া এই জগদ্বরেণ্য গ্রন্থগুলির নিরবদ্য সংস্করণ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না।

কেবল পণ্ডিতগণের নিকট নহে। ধনিকগণের নিকটও আমার সানুনয় প্রার্থনা আছে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয় হয়না। বিশেষতঃ যদি যথোচিত বিজ্ঞাপনের অভাব থাকে। [ এমন কি উপহার দিলেও অনেকে তাহা পড়িবার ক্লেশ স্বীকার করে না। ] পুস্তকগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ব্যয়ভার দরিদ্র আমার পক্ষে কম হয় নাই! আমার পুস্তকের কোনও খানারই দশখানা প্রতিলিপিও বিক্রয় হয় নাই তাহাতে আমি দুঃখিত নই। কারণ এইরূপ জানিয়াই আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তবে পুস্তকগুলি বহুল প্রচার হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার হয়, অথচ পুনঃসংস্করণ প্রকাশিত করিবার শক্তি আমার নাই। কোনও ধনবান ব্যক্তি বা কোনও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান যেন এইদিকে দৃষ্টিপাত করেন, আর এই গ্রন্থগুলি [ অবশ্য ভ্রমদুষ্ট আমার সংস্করণ নহে—পণ্ডিত দ্বারা শোধিত বিশুদ্ধ সংস্করণ ] বহুল প্রচার করান তাহাই যাচ্ঞা করিতেছি। অভাবগ্রস্থ যাচক যাচ্ঞা করে, পাইবার যোগ্যতা তাহার আছে কিনা তাহা বিবেচনা করে না। তাহা দাতার বিবেচনাধীন। আর আমি নিজের জন্য যাচ্ঞা করি না। যে গ্রন্থগুলির প্রচার আমি যাচ্ঞা করি তাহারা উপেক্ষার যোগ্য নহে। **Not to know me, argues yourself unknown**। ইহাদিগকে বঞ্চিত করিলে জাতিকে বঞ্চিত করা হয়। কোনও কোনও ধনিক বা পত্রিকার মালিক, তন্ত্রশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারে যথেষ্ট উত্‌সাহ দিয়া থাকেন। তাহাদের কেহ কি, "গাথা" "ধর্ম্মপদ" "মূলসূত্র" বা "জাপজী"র প্রচারের সহায়তা করিবেন না।

ভিক্ষুকের সুর স্তব্ধ হউক—ধনিকের কর্ণপীড়া নিবৃত্ত হউক। অলমতি বিস্তরেণ।

হাফেজ ওজিফা-এ তূ
দোয়া গুফ্তান অস্ত্ ও বস।
দর বন্দ-এ আন মা বাশ
কি শুনিদ য়া না শুনিদ ॥

হে হাফেজ, সঙ্গীতের আলাপই তোমার পর্য্যাপ্ত পুরস্কার। কে শুনিল কিম্বা কে শুনিল না, এই ঔত্সুক্যের বন্ধনে পতিত হইও না।

ওজিফা=পুরস্কার। এ=of। তূ=তুমি। এ-তূ=তোমার। দোয়া=স্তোত্র। গুফ্তান=বলা, পাঠ। অস্ত্=হয়, বটে। ও=এবং। বস্=যথেষ্ট। দর=মধ্যে। বন্দ্=বন্ধন। এ=of। আন্=ইহা। মা=না। বাশ=হও। মা বাশ=হইও না। কি=যে। শুনিদ=শুনিয়াছে। য়া=অথবা। না শুনিদ=শোনে নাই।

চরেত্তু মাধুকরীং বৃত্তিং অপি ম্লেচ্ছ কুলাদপি।
একান্নং নৈব ভুঞ্জীত বৃহস্পতি সমাদপি ॥

ওঁ তত্ সত্।

# ঘণ্টাপথঃ

ওঁ ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্ তন্ ন বেদ কিম্ ঋচা করিষ্যতি
য ইত্ তদ্ বিদুস্ ত ইমে সমাসতে॥

ঋগ্বেদ—১—১৬৪—৩৯

ব্যোমন্ অথবা শূন্যতাই (নিষ্কামনত্বই) ঋগ্বেদের পরম বাণী। তাহার মধ্যেই বিশ্বদেব রুদ্রের বাস। যিনি ইহা জানেন না, ঋগ্বেদ দ্বারা তাহার কী লাভ হইতে পারে? যাহারা ইহা জানেন, তাহারাই ঋগ্বেদ অধিগত করিয়াছেন।

জমদগ্নিঃ রামচন্দ্রঃ জিন-বুদ্ধৌ নরোত্তমৌ।
নানক-গোবিন্দশ্চৈব পঞ্চ তীর্থঙ্করাঃ স্মৃতাঃ॥
"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

ভাগবত—১—৩—২৮

# প্রতিপদ্য।

## পুরুষার্থঃ।

১। সংসয়ং খলু সো কুণঈ জো মগ্গে কুণঈ ঘরং।
জথেব গন্তুং ইচ্ছেজ্জা তথ কুব্বেজ্জ সাসয়ং॥

৯—২৬

২। বেয়া অহীয়া ন ভবন্তি তাণম্
ভূত্তা দিয়া নিন্তি তমং তমেণ।
জায়া য পুত্তা ন হবন্তি তাণং
কো ণাম তে অনুমন্নেজ্জ এয়ং॥

১৪—১২

৩। আবন্না দীহং অদ্ধানং, সংসারম্মি অনন্তএ।
তম্হা সব্বদিসং পস্সং অপ্পমত্তো পরিব্বএ॥

৬—১২

৪। বহণে বহমাণস্স, কন্তারং অইবত্তঈ।
জোগে বহমাণস্স সংসারং অইবত্তঈ॥

২৭—২

৫। কুসগ্গমেত্তা ইমে কামা সন্নিরুদ্ধম্মি আউএ।
কস্স হেউং পুরাকাউং, জোগক্খেমং ন সংবিদে॥

৭—২৪

৬। জহা য তিন্নি বাণিযা মূলং ঘেত্তূণ নিগ্গয়া
এগোহত্থ লহএ লাভং এগো মূলেন আগঊ॥

৭—১৪

৭। এগো মূলং পি হারিত্তা আগউ তত্থ বাণিও।
ববহারে উবমা এসা এবং ধম্মে বিযাণহ॥

৭—১৫

৮। মানুসত্তং ভবে মূলং লাভো দেবগঈ ভবে।
মূলচ্ছেত্রণ জীবাণং নরগ তিরিক্খত্তণং ধুবং॥

৭—১৬

৯। এবং অদ্দীণবং ভিক্খুং, আগারিং চ বিযাণিয়া।
কহংণু জিচ্চং এলিক্খং জিচ্চমাণো ন সংবিদে॥

৭—২২

১০। ন ইমং সব্বেসু ভিক্খুসু ন ইমং সব্বেসু অগারিসু।
নাণাসীলা য গারত্থা, বিসমসীলা য ভিক্কুণো॥

৫—১৯

১১। সন্তি এগেহিং ভিক্খুহিং গারত্থা সংজমুত্তরা।
গারত্থেহি য সব্বেহিং সাহবো সংজমুত্তরা॥

৫—২০

১২। চীরাজিণং নগিণিনং জটী সংঘাটি মুণ্ডিণং।
এয়ানি বি ন তায়ন্তি দুস্সীলং পরিযাগয়ং॥

৫—২১

১৩। নিরট্‌ঠিয়া নগ্‌গরূঈ উ তস্স
জে উত্তমঠ্‌ঠং বিবজ্জাসং এই।
ইমে বি সে নত্থি পরে বি লোএ
দুহও বি সে ঝিজ্জই তত্থ লোএ॥

২০—৪৯

১৪। আউত্তয়া জস্‌স য নত্থি কাই
ইরিয়াএ ভাসাএ তহেসণাএ।
আয়াণ নিক্‌খেব দুগুচ্ছণাএ
ন ধীরজায়ং অণুজাই মগ্‌গং॥

২০—৪০

১৫। মুহুং মুহুং মোহগুণে জয়ন্তম্
অণেগরূবা সমণং চরন্তম্।
ফাসা ফুসন্তি অসমঞ্জসং চ
ন তেসি ভিক্‌খূ মনসা পউস্‌সে॥

৪—১১

১৬। মন্দা য ফাসা বহু লোহণিজ্জা
তহপ্পগারেসু মণং ন কুজ্জা।
রক্‌খিজ্জ কোহং বিণএজ্জ মাণং
মায়ং ন সেবেজ্জ পহেজ্জ লোহং॥

৪—১২

১৭। নাগো জহা পঙ্কজলাবসন্নো
দট্‌ঠুং থলং নাভিসমেই তীরং।
এবং বয়ং কামভোগেসু গিদ্ধা
ন ভিক্‌খুণো মগ্‌গং অনুব্বযামো॥

১৩—৩০

১৮। কোহং মাণং নিগিহ্নিত্তা মায়ং লোভং চ সব্বসো।
ইন্দিয়াইং বসে কাউ অপ্পাণং উবসংহরে॥

২২—৪৫

১৯। নাণেণ দংসণেণ চরিত্তেণ তহেব য।
খন্তীএ মুত্তীএ বড্‌ঢমাণো ভবাহি য॥

২২—২৬

২০। ইহ পাউকরে বুদ্ধে নায়এ পরিণিব্বুএ।
বিজ্জা চরণসম্পন্নে সচ্চে সচ্চপরক্কমে॥

১৮—২৪

২১। নিরট্‌ঠগং মি বিরও মেথুনাও সুসংবুটো
জো সকৃথং নাভিজাণামি ধম্মং কল্লাণ পাবগং॥

২—৪২

২২। তপোবহাণং আদায় পটিমং পটিবজ্জও।
এবং পি বিহরও মে ছউমং ন নিবট্টই॥

২—৪৩

২৩। নত্থি নূণং পরলোএ ইড্‌ঢীবাপি তবস্‌সিণো।
অদুবা বঞ্চিও মিত্তি ইহ ভিক্‌খূ ন চিন্তএ॥

২—৪৪

২৪। অভু জিণা অত্থি জিণা অদুবাপি ভবিস্‌সঈ।
মুসং তে এবং আহংসু ইহ ভিক্‌খূ ন চিন্তএ॥

# দ্বিতীয়া।

## কামকার নিরাসঃ।

১। ইহ কামাণিয়ট্‌ঠস্‌স অত্তট্‌ঠো অবরজ্জঈ।
সোচ্চা নেয়াউয়ং মগ্‌গং জং ভুজ্জো পরিভস্‌সঈ।

৭—২৬

২। ইহ কামণিয়ট্টস্স অত্তঠ্ঠে নাবরজ্জঈ।
পূই দেহ নিরোহেণং ভবে দেবে ত্তি মে স্থয়ং ॥

৭—২৬

৩। সব্বং জগং জই তুহং সব্বং বাপি ধণং ভবে।
সব্বং পি তে অপজ্জত্তং নেব তাণায় তং তব ॥

১৪—৩৯

৪। সুবণ্ণরূপ্পস্স উ পব্বয়া ভবে
সিয়া হু কেলাস সমা অসংখয়া।
নরস্স লুদ্ধস্স ন তেহিং কিঞ্চি
ইচ্ছা তু আগাসসমা অণন্তিয়া ॥

৯—৪৮

৫। কসিণং পি জো ইমং লোয়ং পটিপুণ্ণং দলেজ্জ ইক্কস্স।
তেণাবি সে ন সংতূসে ইহ দুপ্পূরএ ইমে আয়া ॥

৮—১৬

৬। পুঢবী সালী জবা চেব হিরণ্ণং পস্থভিস্ সহ।
পটিপুন্নম্ নালং এগস্স ইহ বিজ্জা তবং চরে ॥

৯—৪৯

৭। খেত্তং বথ্থুং হিরণ্ণং চ পুত্তদারং চ বন্ধবা।
চইত্তাণং ইমং দেহং গন্তব্বং অবসস্স তে ॥

১৯—১৬

৮। দবগ্গিণা জহা রণ্ণে ডজ্ঝমানেস্থ জন্তুস্থ।
অণ্ণে সত্তা পমোযন্তি রাগদ্দেসবসং গয়া ॥

১৪—৪২

৯। এবমেব বয়ং মূঢ়া কামভোগেসু মুচ্ছিয়া।
দজ্ঝমাণং ন বুজ্ঝামো জরামচ্চ্ গ্গিণা জগং॥

১৪—৪৩

১০। জয়া সব্বং পরিচ্চজ্জ গন্তব্বম্ অবসস্স তে।
অণিচ্চে জীবলোগম্মি কিং রজ্জম্মি পসজ্জসী॥

১৮—১২

১১। জীবিয়ং চেব রূপং চ বিজ্জু সংপায় চঞ্চলং।
জত্থ তং মুজ্ঝসী রায়ং পেচ্চত্থং নাববুজ্ঝসে॥

১৮—১৩

১২। দারাণি চ সুয়া চেব মিত্তা য তহ বন্ধবা।
জীবন্তম্ অণুজীবন্তি ময়ং নানুব্বযন্তি য॥

১৮—১৪

১৩। তও তেণজ্জিএ দব্বে দারে য পরিরক্খিএ।
কীলন্তি ন্নে নরা রায়ং হট্ঠ তুট্ঠং অলঙ্কিয়া॥

১৮—১৬

১৪। সব্বং বিলবিয়ং গীয়ং সব্বং নট্টং বিড়ম্বিয়ং।
সব্বে আভরণা ভারা সব্বে কামা দুহাবহা॥

১৩—১৬

১৫। দুপরিচ্চয়া ইমে কামা
নো সুজহা অধীর পুরুসেহিং।
অহ সন্তি সুব্বয়া সাহূ
জে তরন্তি অতরং বণিয়া বা॥

৮—৬

দ্বিতীয়া।

১৬। জহা য অণ্ড প্‌পভবা বলাগা
অণ্ডং বলাগ প্পভবং জহা য।
এমেব মোহায়তনং খু তণ্‌হা
মোহং চ তণ্‌হায়তণং বযন্তি॥

৩২—৬

১৭। জহা লাহা তহা লোহো লাহা লোহো পবঢ্‌ঢঈ।
দোমাসকয়ং কজ্জং কোটীএ বি ন নিঠ্‌ঠিয়ং॥

৮—১৭

১৮। গবাসং মণিকুণ্ডলং পসবো দাস পোরুসং।
সব্বং এয়ং চরিত্তাণং কামরূবী ভবিস্‌সসি॥

৬—৫

১৯। ভোগামিস দোসবিসন্নে হিয়-নিস্‌সেয়স-বুদ্ধি-বোচ্চথে।
বালে চ মন্দিএ মূঢ়ে বজ্ঝই মচ্ছিয়া ব খেলম্মি॥

৮—৫

২০। অচ্চেই কালো তূরন্তি রাইও
ন যাবি ভোগা পুরিসাণ নিচ্চা।
উবিচ্চা ভোগা পুরিসং চযন্তি
দুমং জহা খীণফলং ব পক্‌খী॥

১৩—৩১

২১। জহা য ভোঈ তনুযং ভুযংগো
নিম্মোযণিং হিচ্চ পলেই মুত্তো।
এমেব জায়া পজহন্তি ভোএ
তে হং কহং নানুগমিস্‌সম্ এক্কো॥

১৪—৩৪

২২। বোচ্ছিন্দ সিণেহং অপ্পণো
কুম্মুয়ং সারইয়ং ব পাণিয়ং।
সে সব্ব সিণেহ বজ্জিএ
সময়ং গোয়ম মা পমায়এ॥

১০—২৮

২৩। হিংসে বালে মুসাবাঈ মাইল্লে পিসুণে সঢে।
ভুঞ্জমাণং সুরং মংসং সেয়ং এয়ং তি মন্নঈ॥

৫—৯

২৪। কায়সা বয়সা মত্তে বিত্তে গিদ্ধে য ইত্থিসু।
দুহও মলং সঞ্চিণই সিসুণাগো ধ্ব মট্টিয়ং॥

৫—১০

২৫। কণকুণ্ডগং চইত্তাণং বিঠ্ঠং ভুঞ্জই সূয়রে।
এবং সীলং চইত্তাণং দুস্সীলে রমঈ মিত্র॥

১—৫

২৬। বালাভিরামেসু দুহাবহেসু
ন তং সুহং কামগুণেসু রায়ং।
বিরত্তকামাণ তবোহণাণং
জং ভিক্খুণং সীলগুণে রযাণং॥

১৩—১৭

২৭। মরিহিসি রায়ং জয়া তয়া বা
মণোরমে কামগুণে পহায়।
এক্কো হু ধম্মো নরদেব তাণং
ন বিজ্জঈ অন্নম্ ইহেহ কিঞ্চি॥

১৪—৪০

# তৃতীয়া।

## ধর্ম্মযানম্।

১। ধম্মারামে চরে ভিক্‌খূ ধিইমং ধম্মসারহী।
ধর্ম্মারামে রতে দন্তে বম্ভচের সমাহিএ॥

১৬—১৫

২। অদ্ধাণং যো মহন্তং তু অপ্পাহেও পবজ্জই।
গচ্ছন্তো সো ত্বহী হোই চ্ছুহা তণ্‌হাএ পীড়িও॥

১৯—১৮

৩। এবং ধম্মং অকাউণং জো গচ্ছই পরং ভবং।
গচ্ছন্তো সে ত্বহী হোই বাহী রোগেহি পীডিও॥

১৯—১৯

৪। অদ্ধাণং জো মহন্তং তু সপাহেও পবজ্জই।
গচ্ছন্তো সো স্থহী হোই ছুহাতণ্‌হা বিবজ্জিএ॥

১৯—২০

৫। এবং ধম্মং পি কাউণং জো গচ্ছই পরং ভবং।
গচ্ছন্তো সো স্থহী হোই অপ্পকম্মে অবেযণে॥

১৯—২১

৬। চত্তারি পরমঙ্গাণি তুল্লহাণীহ জন্তুণো।
মাণুসত্তং স্থঈ সদ্ধা সংজমম্মি য বীরিয়ং॥

৩—১

৭। মানুসসং বিগ্‌গহং লদ্ধুং স্থঈ ধম্মস্‌স তুল্লহা।
জং সোচ্চা পটিবজ্জন্তি তবং খন্তিং অহিংসয়ং॥

৩—৮

৮। আহচ্চ সবণং লদ্ধুং সদ্ধা পরমতুল্লহা।
সোচ্চা নেয়াউয়ং মগ্গং বহবে পরিভস্‌সঈ॥
৩—৯

৯। সুঈং চ লদ্ধুং সদ্ধং চ বীরিয়ং পুণ তুল্লহং।
বহবে বোযমাণাবি নো য ণং পটিবজ্জঈ॥
৩—১০

১০। মানুসত্তম্মি আয়াও যো ধম্মং সোচ্চ সদ্দহে।
তবস্‌সী বীরিয়ং লদ্ধুং সংবুডে নিদ্ধুণে রযং॥
৩—১১

১১। সোহী উজ্জুয় ভূয়স্‌স ধম্মো সুদ্ধস্‌স চিঠ্‌ঠঈ।
নিব্বাণং পরমং জাই ঘয়সিত্তি ব্ব পাবএ॥
৩—১২

১২। চউরঙ্গং তুল্লহং মত্তা সংজমং পটিবজ্জিয়া।
তবসা ধূতকম্মংসে সিদ্ধে হবই সাসএ॥
৩—২০

১৩। লদ্ধূণ বি মানুষত্তণং
আয়রিঅত্তং পুণরবি তুল্লহং।
বহবে দস্সুয়া মিলক্খয়া
সময়ং গোয়ম মা পমায়এ॥
১০—১৬

১৪। জহা সাগটিউ জাণং সমং হিচ্চা মহাপহং।
বিসমং মগ্গং ওইণ্ণো অক্খে ভগ্গম্মি সোযঈ॥
৫—১৪

১৫। এবং ধম্মং বিউকম্ম অহম্মং পটিবজ্জিয়া।
বালে মচ্চুমুহং পত্তে অক্খে ভগ্গে ব সোয়ঈ॥
৫—১৫

১৬। জরামরণবেগেণং বুজ্ঝমাণাণ পানিণং।
ধম্মো দীবো পইঠ্ঠা য গঈ সরণং উত্তমম্॥
২৩—৬৮

১৭। ইহ এস ধম্মে অক্খাএ
কবিলেণং চ বিসুদ্ধপন্নেণ।
তরিহিন্তি যে উ কাহিন্তি
তেহিং আরাহিয়া দুবে লোগ॥
৮—২০

১৮। বিযাণিয়া দুক্খ বিবদ্ধণং ধণং
মমত্তবন্ধং চ মহাভয়াবহং।
সুহাবহং ধম্মধুরং অণুত্তরং
ধারেজ্জ নিব্বাণ গুণাবহং মহং॥
১৯—৯৮

# চতুর্থী।

## প্রজ্ঞানিষ্ঠা

১। সাহু গোয়ম পন্না তে ছিন্নো মে সংসও ইমো।
অন্নো বি সংসও মজ্ঝং তং মে কহসু গোয়মা॥
২৩—২৮

২। অচেলগো য জো ধম্মো জো ইমো সন্তরুত্তরো।
দেসিও বদ্ধমাণেণ পাসেণ য মহাজসা॥
২৩—২৯

৩। এগ কজ্জ পবন্নাণং বিসেসে কিং নু কারণং।
লিঙ্গে দুবিহে মেহাবী কহং বিপ্পচ্চন্ত ন তে॥
২৩—৩০

৪। কেসিমেবং বুবাণং তু গোয়মো ইনং অব্ববী।
বিন্নাণেণ সমাগম্ম ধম্মসাহনং ইচ্ছিয়ং॥
২৩—৩১

৫। পচ্চয়ত্থং চ লোগস্স নাণাবিহ বিগপ্পনম্।
জত্তত্থং গহণত্থং চ লোগে লিঙ্গ পওয়নং,॥
২৩—৩২

৬। অহ ভবে পইন্না তু মোক্‌খ সব্ভূয় সাহণা।
নাণং চ দংসণং চেব চরিত্তং চেব নিচ্চএ॥
২৩—৩৩

৭। পটিক্কসামি পসিণাণং পরমন্তেহি বা পুণো।
অহো উঠ্‌ঠিএ অহোরায়ং ইহ বিজ্জা তবং চরে॥
১৮—৩১

৮। জং চ মে পুচ্ছসি কালে সম্মং সুদ্ধেণ চেয়সা।
তাইং পাউকরে বুদ্ধে তং নাণং জিণসাসণে॥
১৮—৩২

৯। নাণা রুইং চ ছন্দং চ পরিবজ্জেজ্জ সংজএ।
অণঠ্‌ঠা জে য সব্বত্থা ইহ বিজ্জাং অনুসংচরে॥
১৮—৩০

১০। সবেব তে বিইযা মজ্ঝং মিচ্ছাদিট্‌ঠী অনারিয়া।
বিজ্জমাণে পরে লোএ সম্মং জাণামি অপ্পগং॥

১৮—২৭

১১ অজ্জেব ধম্মং পটিবজ্জয়ামো
জহিং পবণ্ণা ন পুণবভবামো।
অনাগয়ং নেব য অত্থি কিংচী
সদ্ধা খমং ণে বিণইত্তু রাগম্॥

১৪—২৮

১২। সয়ং গেয়ং পরিচ্চজ্জ পরগেহম্মি বাবরে।
নিমিত্তেণ য ববহরই পাবসমণে ত্তি বুচ্চঈ॥

১৭—১৮

১৩। সন্তি চ যে দুবে ঠানা অক্‌খায়া মরণন্তিয়া।
অকাম মরণং চেব সকাম মরণং তথা॥

৫—২

১৪ বালাণং অকামং তু মরণং অসইং ভবে।
পণ্ডিয়াণং সকামং তু উক্কোসেণ সইং ভবে॥

৫—৩

১৫। জে অসংখয়া তুচ্ছা পরপ্পবাঈ
তে পিজ্জ দেসানুগয়া পরবভা।
এতে অহম্মেত্তি দুগুচ্ছমাণো
কঙ্খে গুণে জাব সরীর ভেউ॥

৪—১৩

১৬। চরিত্তং মায়ার গুণন্নিএ তও
অনুত্তরং সংজম পালিয়াণং।
নিরাসবে সংখপিয়াণ কম্মং
উবেই ঠানং বিউলুত্তমং ধুবং॥

২০—৫২

১৭। পস্থবন্ধা সব্‌বেয়া য জঠ্‌ঠং চ পাপকম্মুণা।
ন তং তায়ন্তি তুস্‌সীলং কম্মাণি বলবন্তিহ॥

২৫—৩০

১৮। কম্মুণা বন্তণো হোই কম্মুণা হোই খত্তিও।
বইস্‌সো কম্মুণা হোই সুদ্দো হবই কম্মুণা॥

২৫—৩৩

১৯। বাদং বিবিহং সমিচ্চ লোএ
সহিএ খেয়ানুগএ য কোবিয়প্পা।
পন্নে অভিভূয় সব্‌বদংসী
উবসন্তে অবহেটএ স ভিক্‌খু॥

১৫—১৫

২০। এস ধম্মে ধুবে নিচ্চে সাসএ জিণদেসিএ।
সিদ্ধা সিজ্ঝন্তি চাণেণ সিজ্ঝিস্‌সন্তি তহা বরে॥

১৬—১৭

# পঞ্চমী

## সর্বাত্মতা (মৈত্রী)

১। অজ্ঝথং সব্‌বও সব্‌বং দিস্‌স পাণে পিয়াযএ।
ন হণে পাণিনো পাণে ভয়বেরাও উবরএ॥

৬—৬

২। জে পাপ কম্মেহি ধনং মনূসা
সমায়যন্তী অমইং গহায়।
পহায় তে পাস পয়ঠ্ ঠিএ নরে
বেরাণু বদ্ধা নরয়ং উবেন্তি॥

৪—২

৩। মাসে মাসে চ জো বালো কুসগ্গেণং তু ভূঞ্জএ।
ন সো সক্খায় ধম্মস্স কলং অগ্ঘই সোলসিং॥

৪৯—৪

৪। তুলিয়া বিসেসম্ আদায় দয়াধম্মস্স খন্তিএ।
বিপ্পসীএজ্জ মেহাবী তহাভূএণ অপ্পণা॥

৫—৩০

৫। তুব্ভেত্থ ভো ভারধরা গিরাণং
অঠ্ঠং ন জাণাহ অহিজ্জ বেএ।
উচ্চাবয়াইং মুনিণো চরন্তি
তাইংতু খেত্তাই সুপেসলাইং॥

১২—১৫

৬। ন বি মুণ্ডিএণ সমণো ওঁ-কারেণ ন বম্ভণো।
ন মুণী রণ্ণবাসেণং কুসচীরেণ তাবসো॥

২৫—৩১

৭। সময়াএ সমণো হোই বম্ভচেরেণ বম্ভণো।
নাণেণ উ মুণী হোই তবেণ হোই তাবসো॥

২৫—৩২

৮। অসংখয়ং জীবিয় মা পমায়এ
জরোবনীয়স্‌স হু নথি তাণং।
এবং বিসাণাহি জণে পমত্তে
কং ণু বা হিংসা অজয়া গহিন্তি॥

৪—১

৯। ন তং অরী কণ্ঠ ছেত্তা করেই
জং সে করে অপ্পণিয়া দুরপ্পয়া।
সে নাহঈ মচ্চুমুহং তু পত্তে
পচ্চানুতাবেণ দয়াবিহূণো॥

২০—৪৮

১০। চিরং পি সে মুণ্ডরুঈ ভবিত্তা
অথিরব্‌বএ তব নিয়মেহি ভট্টে।
চিরং পি অপ্পাণ কিলেসইত্তা
ন পারএ হোই হু সম্পরাএ॥

২০—৪১

১১। হিংসে বালে মুসাবাঈ অদ্ধাণম্মি বিলোবএ।
অন্নদত্তহরে তেণে মাঈ কং ণু হরে সঢে॥

৭—৫

১২। ইথীবিসয়গিদ্ধে য মহারম্ভ পরিগহে।
ভুঞ্জমাণে শুরং মংসং পবিবূঢ়ে পরন্দমে॥

৭—৬

১৩। অয় কক্কর-ভোঈ য তুন্দিল্লে চিয়লোহিএ।
আউয়ং নরকে কঙ্খে জহা এসং ব এলএ॥

৭—৭

১৪। খিপ্পং ন সক্কেই বিবেগং এউং
তম্হা সমুঠ্ঠায় পহায় কামে
সমিচ্চ লোগং সময়া মহেসী
অপ্পাণরক্খী চরে অপ্পমত্তে ॥

৪—১০

১৫। মিউ মদ্দব সংপন্নো গম্ভীরো সুসমাহিএ।
বিহরই মহিং মহপ্পা সীলভূএণ অপ্পণা ॥

ত্তি বেমি।

২৭—১৭

---

# ষষ্ঠী।

## সাম্যম্ ( অহিংসা-কারুণ্যম্ )।

১। জাবন্ত অবিজ্জা পুরিসা সবেব তে দুক্খ সম্ভবা।
লুপ্পন্তি বহুসো মূঢ়া সংসারম্মি অণন্তএ ॥

৬—১

২। সমিক্খ পণ্ডিএ তম্হা পাসজাই পহে বহূ।
অপ্পণা সচ্চম্ এসেজ্জা মেত্তিং ভূএসু কপ্পএ।

৬—২

৩। জে গিদ্ধে কামভোগেসু এগে কূটায় গচ্ছই।
ন মে দিঠ্ঠে পরে লোএ চক্খুদিঠ্ঠা ইমা রঈ ॥

৫—৫

৪। হত্থাগয়া ইমে কামা কালিয়া জে অণাগয়া।
কো জাণই পরে লোএ অত্থি বা নত্থি বা পুণো ॥

৫—৬

৫। জণেণ সদ্ধিং হোক্খামী ইহ বালে পগব্‌ভঈ।
কামভোগাণুরাএণং কেসং সংপটিবজ্জঈ॥

৫—৭

৬। তউ সে দণ্ডং সমারভই তসেসু থাবরেসু য।
অঠ্‌ঠায় য অণঠ্‌ঠায় ভূয়গামং বিহিংসঈ॥

৫—৮

৭। তউ পুট্‌ঠো আয়ঙ্কেণং গিলাণো পরিতপ্পঈ।
পভীও পরলোগস্‌স কম্মাণুপ্পেহি অপ্পণো॥

৫—১১

৮। ন হু পাণবহং অণুজাণে
মুচ্চেজ্জ কয়াই সব্‌বদুক্খাণং।
এবারিএহিং অক্খায়ং
জেহিং ইমো সাউ ধম্মো পন্নত্তো॥

৮—৮

৯। সমণামু এগে বদমাণা পাণবহং মিয়া অযাণন্তা।
মন্দা নিরয়ং গচ্ছন্তি বালা পাবিযাহিং দিঠ্‌ঠীহিং

৮—৭

১০। জগনিস্‌সি এহিং ভূএহিং তসনামেহিং থাবরেহিং চ।
নো তেসিং আরভে দণ্ডং মনসা বয়সা কায়সা চেব॥

৮—১০

১১। সব্বেহি ভূএহি দয়াণুকম্পে
খন্তিক্খমে, সংজয় বম্ভচারী।
সাবজ্জজোগং পরিবজ্জয়ন্তো
চরিজ্জ ভিক্খু সুসমাহিইন্দিএ॥

২১—১৩

১২। পুচ্ছামি তে মহাভাগ কেসী গোয়মং অব্ববী।
তত্ত কেসী অনুন্নাএ গোয়মং ইণং অব্ববী॥
২৩—২২

১৩। চাউজ্জামো ইমো ধম্মো জো ইমো পঞ্চসিক্খিও।
দেসিও বদ্ধমাণেন পাসেন য মহামুনী॥
২৩—২৩

১৪। এগকজ্জ পবন্নাণং বিসেসে কিংনু কারণং।
ধম্মে দুবিহে মেহাবি কহং বিপ্পচ্চও ন তে।
২৩—২৫

১৫। তও কেসিং বুবন্তং তু গোয়মো ইণং অব্ববী।
পন্না সমিক্খিএ ধম্ম- তত্তং তত্তবিণিচ্ছিয়ং॥
২৩—২৫

১৬। পুরিমা উজ্জুজড়া উ বঙ্কজড়া য পচ্ছিমা।
মজ্জিমা উজ্জুপন্না উ তেণ ধম্মে দুহা কএ॥
২৩—২৬

১৭ পুরিমাণং দুব্বিসোজ্ঝ চরিমাণং দুরণুপালও।
কপ্পো মজ্জিমগাণং তু সুবিসোজ্ঝো সুপালও॥
২৩—২৭

১৮। নাণং চ দাসনং চৈব চরিত্তং চ তবো তহা।
এসো মগ্গো ত্তি পন্নত্তো জিনেহিং বরদংসিহিং॥
২৮—২

১৯। নাণং চ দংসনং চৈব চরিত্তং চ তবো তহা।
এস মগ্গং অনুপ্পত্তা জীবা গচ্ছন্তি সোগ্গইং॥
২৮—৩

# সপ্তমী।

## অধ্যাত্মা।

১। অপ্পাণং এব জুজ্ঝাহি কিং তে জুজ্ঝেণ বজ্ঝউ।
অপ্পাণং এব অপ্পাণং জইত্তা সুহং এহএ॥

৯—৩৫

২। জো সহস্সং সহস্সাণং সংগামে দুজ্জএ জিণে।
এগং জিণেজ্জ অপ্পাণং এস সে পরমো জও॥

৯—৩৪

৩। এগপ্পা অজিএ সত্তূ কসায়া ইন্দিয়াণি চ।
তে জিণিত্তা জহানায়ং বিহরামি অহং মুণী॥

২৩—৩৮

৪। পঞ্চিন্দিয়াণি কোহং মাণং মায়ং লোহং তহেব চ।
দুজ্জয়ং চেব অপ্পাণং সব্বং অপ্পে জিএ জিয়ং।

৯—৩৬

৫। অপ্পা চেব দমেয়ব্বো অপ্পা হু খলু দুদ্দমো।
অপ্পা দন্তো সুহী হোই অস্সিং লোএ পরত্থ য॥

১—১৫

৬। বরং যে অপ্পা দন্তো সংজমেণ তবেণ য।
মাহং পরেহি দম্মন্তো বন্ধণেহি বহেহি য॥

১—১৬

৭। অপ্পা কত্তা বিকত্তা য দুক্খাণ য সুহাণ য।
অপ্পা মিত্তং অমিত্তং চ দুপ্পট্ঠিত্ত সুপট্ঠিও॥

২০—৩৭

৮। জই তং কাহিসি ভাবং জা জা দচ্ছসি নারিও।
বাযাইদ্ধো ব্ব হঢ়ো অঠ্‌ঠিঅপ্পা ভবিস্‌সসি॥
২২—৪৪

৯। গোবালো ভণ্ডবালো বা জহা তদ্ দব্‌বনিস্‌সরো।
এবং অণিস্‌সরো তং পি সামণ্ণস্স ভবিস্‌সসি॥
২২—৪৫

১০। ন লবেজ্জ পুট্টো সাবজ্জং ন নিরঠ্‌ঠং ন মম্মগং।
অপ্পণঠ্‌ঠা পরঠ্‌ঠা বা উভয়স্‌স অন্তরেণ বা॥
১—২৫

১১। সংসারং আবন্ন পরস্‌স অঠ্‌ঠা
সাহারণং জং চ করেই কম্মং।
কম্মস্‌স তে তস্‌স উ বেয়কালে
ন বন্ধবা বন্ধবয়ং উবেন্তি॥
৪—৪

১২। মায়া পিয়া হুসা ভায়া ভজ্জা পুত্তা য ওরসা।
নালং তে মম তাণায় লুপ্পন্তস্‌স সকম্মুণা॥
৬—৩

১৩। তেণে জহা সন্ধিমুহে গহিএ
সকম্মুণা কিচ্চই পাপকারী।
এবং পয়া পেচ্চ ইহং চ লোএ
কটান কম্মাণ ন মুক্‌খ অত্থি॥
৪—৩

১৪। মণো সাহসিও ভীমো দুঠ্‌ঠস্‌সো পরিধাবঈ।
তং সম্মং তু নিগিণ্‌হামি ধম্ম সিক্‌খাই কন্থগং॥
২৩—৫৮

১৫। মনগুত্তো বয়গুত্তো কায়গুত্তো জিইন্দিয়ো।
সামণ্ণং নিচ্চলং ফাসে জাবজ্জীবং দরব্বয়ো॥

২২—৪৭

১৬। এবং করন্তি সংবুদ্ধা পণ্ডিয়া পবিষক্‌খণা।
বিনিষট্টন্তি ভোগেসু জহা সো পুরিসোত্তমো॥

২২—৪৯

## পরাত্মা।

১। ছন্দনিরোহেণ উবেই মোক্‌খং
আসে জহা সিক্‌খিয় বম্মধারী।
পুব্‌বাই বাসাইং চর অপমত্তো
তম্হা মুনী খিপ্পং উবেই মোক্‌খং॥

৪—৮

২। অণুন্নএ নাবণএ মহেসী
ন যাবি পূজং গরহং চ সংজএ।
স উজ্জুভাবং পটিবজ্জ সংজএ
নিব্বাণমগ্‌গং বিরএ উবেই॥

২১—২০

৩। বহিয়া উড্‌ঢং আদায় নাবকংখে কয়াই বি।
পুব্‌বকম্ম খয়ঠ্‌ঠাএ ইমং দেহং সমুদ্ধরে॥

৬—১৩

৪। নির্ম্মমো নিরহংকারো নিস্‌সঙ্গো চত্তগারবো।
সমো চ সব্বভূএসু তসেসু থাবরেসু য॥

১৯—৮৯

৫। লাভালাভে সুহে দুক্খে জীবিএ মরণে তহা।
সমো নিন্দা পসংসাসু তহা মাণাবমাণও॥
১৯—৯০

৬। গারবেসু কসাএসু দণ্ডসল্লভএসু য।
নিয়ত্তো হাসভোগাও অনিযাণো অবন্ধনো।
১৯—৯১

৭। অনিস্সিও ইহ লোএ পরলোএ অণিস্সিও।
বাসী চন্দন কপ্পো য অসণে অনসণে তহা॥
১৯—৯২

৮। অপ্পসত্থেহিং দারেহিং সব্বও পিহিয়াসবে।
অজ্ঝাপ্প ঝ্যানযোগেহি পসত্থ দমসাসণে॥
১৯—৯৩

৯। এবং নাণেন চরণেন দংসণেণ তবেণ য।
ভাবনাহি য সুদ্ধাহিং সম্মং ভাবেত্তু অপ্পয়ং॥
১৯—৯৪

১০। কহিং ধীরে অহেউহিং অত্তাণং পরিযাবসে।
সব্বসঙ্গ বিনিমুক্কে সিদ্ধে ভবই নীরএ॥
১৮—৫৪

১১। মায়া বুইয়ং এয়ংতু মুসাভাষা নিরত্থিয়া।
সংজয়মাণো বি অহং বসামি ইরিযামি য॥
১৮—২৬

১২। কহং ধীরে অহেউহিং উম্মত্তো ব মহিং চরে।
এতে বিসেসং আদায় সুরা দঢ়পরাক্কমা॥
১৮—৫২

১৩। অচ্চন্তনিয়াণ কৃথমা সচ্চা মে ভাসিয়া বঈ॥
অতরিংসু তরন্তেগে তরিস্সন্তি অণাগয়া॥
১৮—৫৩

১৪। ভবতণ্হা লয়া বুত্তা ভীমা ভীমফলোদয়া।
তম্ উদ্ধিচ্চা জহানায়ং বিহরামি জহাসুহং॥

২৩—৪৮

১৫। ভুত্তা রসা ভোই জহাই ণে বও
ন জীবিয়ঠ্ঠা পজহামি ভোএ।
লাভং অলাভং চ সুহং দুক্খং
সংচিক্খমাণো চরিস্সামি মোণং॥

১৪—৩২

১৬। উল্লো সুক্কো য দো ছুঢ়া গোলয়া মট্টিয়ামযা।
দো বি আবড়িয়া কুড্ডে জো উল্লো সোঽত্থ লগ্গতি॥

২৫—৪২

১৭। এবং লগ্গন্তি দুম্মেহা জে নরা কামলালসা।
বিরত্তা উ ন লগ্গন্তি জহা সে সুক্ক গোলএ॥

২৫—৪৩

১৮। তেগিচ্ছং নাভিনন্দেজ্জা সংচিক্খ অত্তগবেসএ।
এবং খু তস্স সামন্নং জং ন কুজ্জা ন কারবে॥

২—৩৩

১৯। নো সক্কইং ইচ্ছই ন পূয়ং
নো য বন্দনগং কুও পসংসং।
তে সংজএ সুব্বএ তবস্সী
সহিএ আয়গবেসএ স ভিক্খু॥

১৫—৫

২০। অপ্পা নদী বেয়রণী অপ্পা মে কূড়সামলী।
অপ্পা কামদুহা ধেনূ অপ্পা মে নন্দনং বণং॥

২০—৩৬

২১। জহা চ অগ্‌গী অরণী অসন্তো
খীরে ঘয়ং তেল্লং অহা তিলেসু।
এমেব তায়া সরীরংমি সত্তা
সমুচ্ছঈ নাসই নাবচিঠ্‌ঠে॥

১৪—১৮

২২। অপ্পণা বি অনাহোসি সেণিয়া মগহাহিবা।
অপ্পণা অনাহো সন্তো কস্‌স নাহো ভবিস্‌সসি॥

২০—১২

২৩। জম্মং ত্বুক্‌খং জরা ত্বুক্‌খং রোগাণি মরণাণি য।
অহো ত্বুক্‌খো হু সংসারো জত্থ কীসন্তি জন্তবো॥

১৯—১৫

২৪। সইং চ জই মুচ্চেজ্জা বেয়ণা বিউলা ইও।
খন্তো দন্তো নিরারম্ভো পব্‌বএ অণগারিয়ং॥

২০—৩২

২৫। তো হং নাহো জাও অপ্পণো য পরস্‌স য॥
সব্বেসিং চেব ভূয়াণং তসাণ থাবরাণ য॥

২০—৩৫

২৬। নমী নমেই অপ্পাণং সক্‌খং সক্কেণ চোইও।
চইউণ গেহং চ বেদেহী সামন্নে পজ্জুবঠ্‌ঠিএ॥

৯—৬১

২৭। ত্বুবিহং খবেউণ য পুন্নপাবং
নিরঙ্গণে সব্‌বও বিপ্পমুক্কে।
তরিত্তা সমুদ্দং ব মহাভবোঘং
সমুদ্দপালে অপুণাগমং গএ॥

২১—২৪

২৮। এবুগ্গদন্তে বি মহাতপোধণে
মহামুণী মহাপইন্নে মহাযসে।
মহা নিয়ন্তিজ্জং ইণং মহাস্সুয়ং
সে কহেই মহয়া বিখরেণং ॥

২০—৫৩

২৯। ধম্মে হরএ বম্ভে সন্তি তিথে
অনাবিলে অত্তপসন্ন লেসে।
জহিং সিণাও বিমলো বিসুদ্ধো
সুসীইভূও পজহামি দোসং ॥

১২—৪৬

৩০। এবং সিণাণং কুসলেহি দিঠ্ঠং
মহাসিণাণং ইসিণং পসথং।
জহিং সিণায়া বিমলা বিসুদ্ধা
মহারিসী উত্তমং ঠানং পত্ত ॥
ত্তি বেমি।

১২—৪৭

---

# নবমী।

## উত্থানম্ ( সাধনা )।

১। বিত্তেণ তাণং ন লভে পমত্তো
ইমম্মি লোএ অত্তুবা পরথা।
দীবে প্পণঠ্ঠে ব অনন্ত মোহে
নেয়াউয়ং দঠ্ঠং অদঠ্ঠং এব ॥

৪—৫

২। স্ুত্তেস্থ যাবী পটীবুদ্ধ জীবী
ন বীসসে পণ্ডিএ আসুপন্নে।
ঘোরা মুহুত্তা অবলং সরীরং
ভারুণ্ড পক্‌খী ব চর অপ্পমত্তে॥

৪—৬

৩। চরে পয়াইং পরিসঙ্কমাণো
জং কিঞ্চি পাসং ইহ মন্নমাণো।
লাভন্তরে জীবিয় বূহইত্তা
পচ্ছা পরিন্নায় মলাবধ্বংসী॥

৪—৭

৪। ইহং এগে উ মন্নন্তি অপ্প চক্‌খায় পাবগং।
আয়রিয়ং বিদিত্তাণং সব্ব ত্তুক্‌খাণ মুচ্চঈ॥

৬—৮

৫। ভণন্তা অকরেন্তা য বন্ধমোক্‌খ পইন্নিণো।
বায়া বিরিয় মেত্তেণ সমাসাসেন্তি অপ্পয়ং॥

৬—৯

৬। স পুব্বমেব ন লভেজ্জ পচ্চা
এসো বমা সাসয় বাইয়াণং।
বিসীদঈ সিঢিলে আউয়ম্মি
কালোবণীয়ে সরীরস্‌স ভেদে॥

৪—৯

৭। জস্‌সত্থি মচ্চুনা সক্‌খং জস্‌স বত্থি পলায়ণং।
জো জাণই ন মরিস্‌সামি সো হু কংখে সুএ সিয়া॥

১৪—২৭

৮। মচ্চুনা অব্ভাহও লোগো জরাএ পরিবারিও
অমোহা রয়ণী বুত্তা এবং তায় বিজাণহ ॥
১৪—২৩

৯। জা জা বচ্চই রয়ণী ন সা পটিনিয়ত্তঈ।
অহম্মং কুণমাণস্স অফলা জন্তি রাইও ॥
১৪—২৪

১০। জা জা বচ্চই রয়ণী ন সা পটিনিয়ত্তঈ।
ধম্মং চ কুণমাণস্স সফলা যন্তি রাইও ॥
১৪—২৫

১১। ন চিত্তা তায়এ ভাসা কুউ বিজ্জাণুসাসণং।
বিসন্না পাপকম্মেহিং বালা পণ্ডিয় মাণিণো ॥
৬—১০

১২। তস্স মে অপটিকন্তস্স ইমং এয়ারিসং ফলম্।
জাণমাণো বি জং ধম্মং কামভোগেসু মুচ্ছিও ॥
১৩—২৯

১৩। ইমং চ মে অত্থি ইমং চ নত্থি
ইমং চ মে কিচ্চং ইমং অকিচ্চং।
তং এবমেবং লালপ্পমাণং
হরা হরন্তি ত্তি কহং পমাএ ॥
১৪—১৫

১৪। দুম পত্তএ পণ্ডুয়এ জহা
নিবট্টই রাইগণাণ অচ্চএ।
এবং মনুয়াণ জীবিয়ং
সময়ং গোয়ম মা পমায়এ ॥
১০—১

১৫ কুসগ্গে জহ ওসবিন্দুএ
থোবং চিঠ্ঠই লম্বমাণএ।
এবং মনুয়াণ জীবিয়ং
সময়ং গোয়ম মা পমায়এ॥

১০—২

১৬। তিণ্ণোহসি অণ্ণবং মহং
কিং পুণ চিঠ্ঠসি তীরং আগও।
অভিতুর পারং গমিত্তএ
সময়ং গোয়ম মা পমায়এ॥

১০—৩৩

১৭। বুদ্ধস্স নিসম্ম ভাসিয়ং
সুকহিয়ং অঠ্পওব সোহিয়ং।
রাগং দেসং চ ছিন্দিয়া
সিদ্ধিগইং গএ গোয়মে॥

১০—৩৭

## দশমী।

### পঞ্চশীলম্।

১। সুসং বুড়ো পঞ্চহি সংবরেহি
ইহ জীবিয়ং অণব কঙ্খমাণো।
বোসট্টকাও সুইচত্ত দেহো
মহাজয়ং জয়তি জন্নসিঠ্ঠং॥

১২—১৪

২। অহিংসং সচ্চং চ অতেণয়ং চ
তত্তো অবম্ভং অপরিগ্গহং চ।
পটিবজ্জিয়া পঞ্চ মহব্বয়াণি
চরিজ্জ ধম্মং জিণদেসিয়ং বিদূ॥
২১—১২

৩। সুণেহ যে একগ্গ মনা মগ্গং বুদ্ধেহি দেসিয়ং।
জম্ আয়রন্তো ভিক্‌খূ দুক্‌খাণন্তকরে ভবে॥
৩৫—১

৪। গিহবাসং পরিচ্চজ্জ পবজ্জাং অস্সিএ মুণী।
ইমে সঙ্গে রিয়াণিজ্জা জেহিং সজ্জন্তি মাণবা॥
৩৫—২

৫। তহেব হিংসং অলিয়ং চৌজ্জং অবন্ত সেবণং।
ইচ্ছা কামং চ লোভং চ সংজও পরিবজ্জএ॥
৩৫—৩

৬। অরইং পিঠ্ঠও কিচ্চা বিরএ আয়রক্‌খিএ।
ধম্মারামে নিরারন্তে উবসন্তে মুণী চরে॥
২—১৫

৭। অনুক্কসায়ী অপ্পিচ্ছে অন্নাএসী অলোলুএ।
রসেসু নানুগিজ্ঝেজ্জা নানুতপ্পেজ্জ পন্নবং॥
২—৩৯

৮। এবং করেন্তি সংবুদ্ধা পণ্ডিয়া পবিয়ক্‌খণা।
বিনিষট্টন্তি ভোগেসু জহা সে নমী রায়রিসি॥
৯—৬২

৯। তং বেন্তি অম্মাপিয়রো সামণ্ণং পুত্ত দুচ্চরং।
গুণাণং তু সহস্সাই ধারেয়ব্বাইং ভিক্‌খুণো॥
১৯—২৪

১০। সময়া সববভূএসু সত্তু মিত্তেসু বা জগে।
পাণাই পায় বিরঈ জাবজ্জীবাএ দুক্করং॥

১৯—২৫

১১। নিচ্চকালং প্পমত্তেণং মুসাবায় বিবজ্জণং।
ভাসিয়ব্‌বং হিয়ং সচ্চং নিচ্চা উত্তেণ দুক্করং॥

১৯—২৬

১২। দন্ত সোহণ মাইস্‌স অদত্তস্‌স বিবজ্জণং।
অণবজ্জে সণিজ্জস্‌স গিন্নুণা অবি দুক্করং॥

১৯—২৭

১৩। বিরঈ অবন্ত চেরস্‌স কাম ভোগ রসন্নুণা।
উগ্‌গং মহব্‌বয়ং বম্ভং ধারেয়ব্‌বং সুদুক্করং॥

১৯—২৮

১৪। ধন ধন্নপেস বগ্‌গেসু পরিগ্‌গহ বিবজ্জণং।
সব্বারম্ভ পরিচ্চাও নিম্মমত্তং সুদুক্করং॥

১৯—২৯

১৫। বালুয়া কবলো চেব নিরস্‌সাএ উ সংজমে।
অসিধারাগমণং চেব দুক্করং চরিউং তবো॥

১৯—৩৭

১৬। অহী বেগন্ত দিঠ্‌ঠীএ চরিত্তে পুত্ত দুক্করে।
জবা লোহময়া চেব চাবেয়ব্বা সুদুক্করা॥

১৯—৩৮

১৭। সো বেই অম্মা পিয়রো এবমেবং জহা ফুডং।
ইহ লোএ নিপ্পিবাসস্‌স নত্থি কিং চি বি দুক্‌করং॥

১৯—৪৪

১৮ । সো বেই অম্মাপিয়রো এবমেবং জহা ফুটং ।
পটিকম্মং কো কুণঈ অরণ্ণে মিয়পক্খিণং ॥
১৯—৭৬

১৯ । জয়া মিগস্স আয়ঙ্কো মহারণ্ণম্মি জায়ঈ ।
অচ্ছন্তং রুক্খ মূলম্মি কোণং তাহে তিগিচ্ছঈ ॥
১৯—৭৮

২০ । কো বা সে ওসহং দেই কো বা সে পুচ্ছঈ সুহং ।
কো সে ভত্তং চ পাণং চ আহরিত্তু পণামএ ॥
১৯—৭৯

২১ । জয়া য সে স্হী হোই তয়া গচ্ছই গোয়রং ।
ভত্ত পাণস্স অঠ্ঠাএ বল্লরাণি সরাণি য ॥
১৯—৮০

২২ । এবং সমুঠ্ঠিও ভিক্খূ এবমেব অণেগএ ।
মিগচারিয়ং চরিত্তাণং উঢ্ঢং পক্কমঈ দিসং ॥
১৮—৮২

২৩ । সন্নিহিং চ ন কুব্বিজ্জা লেবমায়াএ সংজএ ।
পক্খী পত্তং সমাদায় নির বেক্খো পরিব্বএ ॥
৬—১৫

২৪ । হও ন সংজলে ভিক্খূ মনং পি ন পওসএ ।
তিতিক্খং পরমং নচ্চা ভিক্খু ধম্মং বিচিন্তএ ॥
২—২৬

২৫ । সোচ্চাণং ফরুসা ভাসা দারুণা গামকণ্টগা ।
তুসিনীও উবেহেজ্জা ন তাও মনসী করে ॥
২—২৫

২৬। নাপুট্ঠো বাগরে কিংচি পুট্ঠো বা নালিয়ং বএ।
কোহং অসচ্চং কুব্বেজ্জা ধারেজ্জা পিয়ং অপ্পিয়ং ॥

১—১৪

২৭। অভিবায়ণং অব্ভুঠ্ঠানং সামী কুজ্জা নিমন্তণং।
জে তাইং পটি সেবন্তি ন তেসিং পীহএ মুণী ॥

২—৩৮

২৮। সঙ্গো এস মণুস্সাণং জাও লোগম্মি ইত্থিউ।
জস্স এয়া পরিণ্ণায়া সুকটং তস্সং সামণ্ণং ॥

২—১৬

২৯। পহায় রাগং চ তহেব দোসং
মোহং য ভিক্খূ সততং বিযক্খণো।
মেরুব্ব বাএণ অকম্পমাণো
পরীসহে আয়গুত্তে সহেজ্জা ॥

২১—১৯

# একাদশী।

## কৈবল্যম্।

১। সাহু গোয়ম পণ্ণা তে ছিন্নো মে সংসও ইমো।
অন্নো বি সংসও মজ্ঝং তং মে কহসু গোয়মা ॥

২৩—৭৯

২। সারীর মানসে দুক্খে বজ্ঝ মাণাণ পাণিণং।
খেমং সিবং অনাবাহং ঠাণং কিং মন্নসী মুণী।

২৩—৮০

৩। অত্থি এগং ধুবং ঠাণং লোগাগ্গম্মি ছুরারুহং।
জত্থ নত্থি জরা মচ্চু বেয়ণা বাহিণো তহা॥
২৩—৮১

। ঠাণে য ইহ কে বত্তে কেসী গোয়মং অব্ববী।
কেসিং এবং বুবন্তং তু গোয়মো ইণং অব্ববী॥
২৩—৮২

৫। নিব্বাণং তি অবাহং তি সিদ্ধী লোগগ্গম্ এবচ।
খেমং সিবং অনাবাহং জং তরন্তি মহেসিণো॥
২৩—৮৩

৬। তং ঠাণং সাসয়ং বাসং লোয়গ্গম্মি ছুরারুহং।
জং সংপত্তা ন সোয়ন্তি ভবো হন্ত করা মুনী॥
২৩—৮৪

৭। বহুং খু মুণিণো ভদ্দম্ অনাগারস্স ভিক্‌খুণো।
সব্বউ বিপ্পমুক্কস্স এগন্তং অনুপস্সউ॥
৯—১৬

৮। স্থহং বসামো জীবামো জেসি মো নত্থি কিঞ্চন।
মিহিলাএ ডহ্যমাণাএ ন মে ডজ্ঝই কিংচন
৯—১৪

৯। চত্ত পুত্ত কলত্তস্স নিব্বাবারস্স ভিক্‌খুণো।
পিয়ং ন বিজ্জঈ কিং চি অপ্পিয়ং পি ন বিজ্জঈ॥
৯—১৫

১০ অরঈ রইসহে পহীণ সংথবে
বিরএ আয়হিএ পহাণবং।
পরমঠ্ঠ পএহিং চিঠ্‌ঠঈ
ছিন্ন সোএ অমমে অকিঞ্চনে॥
২০—২১

১১। নাহং রমে পক্‌খিণি পঞ্জরে বা
সন্তান ছিন্না চরিস্‌সামি মোণং।
অকিংচনা উজ্জুকড়া নিরাসিসা
পরিগ্‌গহারম্ভ ণিয়ত্ত দোসা॥

১৪—৪১

১২। অসাসয়ং দঠ্ঠুং ইমং বিহারং
বহু অন্তরায়ং ন য দীহং আউং।
তম্‌হা গিহংমি ন রইং লভামো
আমন্তয়ামো চরিস্‌সামি মোণং॥

১৪—৭

১৩। ন চে লভেজ্জা নিউণং সহায়ং
গুণাহিয়ং বা গুণও সমং বা।
এগো বি পাপাই বিবজ্জয়ন্তো
বিহরেজ্জা কামেসু অসজ্জমাণো॥

৩২—৫

১৪। এগ এব চরে লাঢ়ে অভিভূয় পরীসহে।
গামে বা নগরে বাপি নিগমে রায়ধানিকে॥

২—১৮

১৫। নিম্মমে নিরহংকারে বীয়রাগো অণাসবো।
সংপত্তো কেবলং নাণং সাসয়ং পরিণিব্বুএ॥

৩৫—২১

১৬। মোণং চরিস্‌সামি সমিচ্চ ধম্মং
সহিএ উজ্জুকডে নিয়াণ ছিন্নে।
সংথবং জহিজ্জ অকাম কামে
অন্নায় এসী পরিব্বএ স ভিক্‌খূ॥

১৫—১

১৭। অক্কোস বহং বিইত্তু ধীরে
মুণী চর লাঢ়ে নিচ্চম্ আয়গুত্তে।
অব্বগ্গমণে অসংপহিঠ্ঠে
জে কসিণং অহিয়াসএ স ভিক্খূ॥

১৫—৩

১৮। মন্তং মূলং বিবিহং বেজ্জ চিন্তং
বমন-বিরেচন-ধূম-নেত্তসিণাণং।
আউরে সরণং তিগিচ্ছিয়ং চ
তং পরিণ্ণায় পরিব্বএ স ভিক্খূ॥

১৫—৮

১৯। অসিপ্পজীবী অগিহে অমিত্তে
জিইন্দিএ সব্বও বিপ্পমুক্কো।
অণুক্কসাঈ লহু অপ্পভক্খী
চিচ্চা গিহং এগচরে স ভিক্খূ॥

১৫—১৬

২০॥ সীওসিণা দংসমসা য ফাসা
আয়ঙ্কা বিবিহা ফুসান্তি দেহম্।
অকুক্কুও তত্থ হিয়াসএজ্জা
রযাই খেবেজ্জ পুরে কয়াইং॥

২১—১৮

২১। উবেহমাণো উ পরিব্বএজ্জা
পিয়ং অপ্পিয়ং সব্ব তিতিক্খএজ্জা।
স সব্ব সব্বত্থ অভি রোযএজ্জা
ন যাবি পূয়ং গরহং চ সংজএ॥

২১—১৫

# দ্বাদশী

ব্রাহ্মণঃ।

১। অজ্ঝাণগা জন্নবাঈ বিজ্জা মাহণ সংপয়া।
গূঢ়া সজ্ঝায় তবসা ভাসছন্না ইবগ্‌গিণো॥
২৫—১৮

২। জো লোএ বম্ভণো বুত্তো অগ্‌গীব মহিও জহা।
সয়া কুসল সংদিঠ্‌ঠং তং বয়ং বূম মাহণং॥
২৫—১৯

৩। জো ন সজ্জই আগন্তুং পব্বয়ন্তো ন সোয়ঈ।
রমই অজ্জবয়ণম্মি তং বয়ং বূম মাহণং॥
২৫—২০

৪। জায়রূপং জহামিঠ্‌ঠং নিদ্ধন্ত মল পাবগং।
রাগ দেস ভয়াঈয়ং তং বয়ং বূম মাহণং॥
২৫—২১

৫। তবস্‌সিয়ং কিসং দন্তং অবচিয় মংসসোণিয়ং।
সুব্বয়ং পত্ত নিব্বাণং তং বয়ং বূম মাহণং॥
৪৫—২২

৬। তসপাণে বিযাণেত্তা সংগহেণ য থাবরে।
জো ন হিংসই তিবিহেণ তং বয়ং বুম মাহণং॥
২৫—২৩

৭। কোহা বা জই বা হাসা লোহা বা জই বা ভয়া।
মুসং ন বযই জো উ তং বয়ং বুম মাহণং॥
২৫—২৪

৮। চিত্তমন্তং অচিত্তং বা অপ্পং বা জই বা বহুং।
ন গিণ্‌হই অদত্তং জে তং বয়ং বুম মাহণং॥
২৫—২৫

৯। দিব্বমাস্থস তেরিচ্ছং জো ন সেবই মেহুণং।
মনসা কায় বাক্কেণং তং বয়ং বূম মাহণং॥

২৫—২৬

১০। জহা পোমং জলে জায়ং নোপ লিপ্পই বারিণা।
এবং অলিত্তং কামেহিং তং বয়ং বূম মাহণং॥

২৫—২৭

১১। আলো লুয়ং মুহাজীবী অনগারং অকিঞ্চনং।
অসংসত্তং গিহত্থেস্থ তং বয়ং বূম মাহণং॥

২৫—২৮

১২। জহিত্তা পূব্ব সংজোগং নাতিসঙ্গে য বন্ধবে।
জো ন সজ্জই ভোগেস্থ তং বয়ং বূম মাহণং॥

২৫—২৯

১৩। এএ পাউকরে বুদ্ধে জেহিং হোই সিণায়ও।
সব্‌ব কম্ম বিনিমুক্কং তং বয়ং বূম মাহণং॥

২৫—৩৪

১৪। এবং গুণ সমাউত্তা জে ভবন্তি দিউত্তমা।
তে সমত্থা উ উদ্ধ্‌ত্তুং পরমাপ্পানং এব চ॥

২৫—৩৫

# ত্রয়োদশী

সংঘঃ।

১। সাহু গোয়ম পন্না তে ছিন্নো মে সংসও ইমো।
অন্নো বি সংসও মজ্ঝং তং মে কহস্থ গোয়মা॥

২৩—৫৯

২। কুপ্পহা বহবো লোএ জে সিং নাসন্তি জন্তুণো।
অদ্ধাণে কহ বট্টন্তে তং ন নাসসি গোয়মা॥
২৩—৬০

৩। জে চ মগ্গেণ গচ্ছন্তি জে য উম্মগ্গ পট্ঠিয়া।
তে সব্বে বেইয়া মজ্ঝং তং ন নস্সামহং মুণী॥
২৩—৬১

৪। মগ্গে য ইহ কে বুত্তে কেসী গোয়মং অব্ববী।
কেসিং এবং বুবন্তং তু গোয়মো ইণং অব্ববী॥
২৩—৬২

৫। কুপ্পবযন পাষণ্ডী সব্বে উম্মগ্গ পঠ্ঠিয়া।
সম্মগ্গং তু জিণক্খায়ং এস মগ্গে হি উত্তমে॥
২৩—৬৩

৬। থেরে গণহরে গগ্গে মুণী আসি বিসারএ।
আইণ্ণে গণিভাবম্মি সমাহিং পটিসন্ধএ॥
২৭—১

৭। খলুঙ্কে জো উ জোএই বিহম্মাণো কিলিস্সঈ।
অসমাহিং চ বেএই তোত্তও সে য ভজ্জঈ॥
২৭—৩

৮। খলুঙ্কা জারিসা জোজ্জা দুস্সীসা বি হু তারিসা।
জোইয়া ধম্মজাণম্মি ভজ্জন্তী ধিই দুব্বলা॥
২৭—৮

৯। পেসিয়া পলিউংচন্তি তে পরিযন্তি সমন্তও।
রায়বেট্ঠিং চ মন্নন্তা করেন্তি ভিউটিং মুহে॥
২৭—১৩

১০। বাইয়া সংগহিয়া চেব ভত্তপাণেন পোসিয়া।
জায়পক্‌খা জহা হংসা পক্কমন্তি দিসো দিসি॥

২৭—১৪

১১। অহ সারহী বিচিন্তেই খলুঙ্কেহি সমাগও।
কিং মজ্ঝ দুট্‌ঠ সীসেহিং অপ্পা মে অবসীয়ঈ॥

২৭—১৫

১২। আয়রিয় পরিচ্চায়ী পরপাসণ্ড সেবএ।
গাণং গণিএ দুব্‌ভূএ পাব সমণে ত্তি বুচ্চঈ॥

১৭—১৭

১৩। সন্নাই পিণ্ডং জেমেই নেচ্ছই সামুদাণিয়ং।
গিহি নিসেজ্জ চ বাহেই পাবসমণে ত্তি বুচ্চঈ॥

১৭—১৯

১৪। এয়ারিসে পঞ্চ কুসীল সংবুটে
রূবন্ধরে মুণিবরাণ হেট্ঠিমে।
অয়ংমি লোএ বিসমেব গরহিএ
ন সে ইহং নেব পরত্থ লোএ॥

১৭—২০

# চতুর্দশী

## স্বাধ্যায়ঃ।

১। সংজোগা বিপ্পমুক্কস্‌স অণগারস্‌স ভিক্‌খুণো।
বিণয়ং পাউকরিস্‌সামি আণুপুব্বিং সুণেহ মে॥

১—১

২। আণা নিদ্দেস করে গুরূণম্ উববায় কারএ।
ইঙ্গিয়াগার সম্পন্নে সে বিণীএ ত্তি বুচ্চঈ॥
১—২

৩। তম্হা বিণয়ং এসিজ্জা সীলং পটিলভিজ্জএ।
বুদ্ধ পুত্ত নিয়াগঠ্ঠী ন নিক্কসিজ্জই কণ্হুঈ॥
১—৭

৪। বসে গুরুকুলে নিচ্চং জোগবং উপহাণবং।
পিয়ং করে পিয়ং বাঈ সে সিক্খং লদ্ধুং অরিহঈ॥
১১—২৪

৫। পূজ্জা জস্স পসীয়ন্তি সংবুদ্ধা পুব্বসংথুয়া।
পসন্না লাভইস্সন্তি বিউলং অঠ্ঠিয়ং সুয়ং॥
১—৪৬

৬। আয়রিয় উপজ্ঝাএহিং সুয়ং বিণয়ং চ গাহিএ।
তে চেব খিংসঈ বালে পাবসমণে ত্তি বুচ্চঈ॥
১৭—৪

৭। পটনীয়ং চ বুদ্ধাণং বাচা অদুবা কম্মুণা।
আবী বা জই বা রহসি নেব কুজ্জা কয়াই বি॥
১—১৭

৮। তম্হা সুয়ং অহিঠ্ঠিজ্জা উত্তমঠ্ঠগবেসএ।
জেণাপ্পাণং পরং চৈব সিদ্ধিং সংপাউণেজ্জাসি॥
১১—৩২

৯। ধম্মজ্জিয়ং চ ববহারং বুদ্ধেহায় রিয়ং সয়া।
তম্ আয়বন্তো ববহারং গরহং নাভি গচ্ছঈ॥
১—৪২

১০। তস্‌সেস মগ্‌গো গুরুবিদ্ধ সেবা
বিবজ্জনা বালজনস্‌স দূরা।
সজ্ঝায় এগন্ত নিসেবণা য
সুত্তত্থ সংচিন্তনয়া ধিঈ য ॥

৩২—৩

১১। জহা সঞ্ঝম্মি পয়ং নিহিয়ং তুহও বি বিরাযই।
এবং বহুস্সুএ ভিক্খূ ধম্মো কিত্তী তথা সুয়ং ॥

১১—১৫

১২। জে কে উ পব্বইএ নিয়ণ্ঠে
ধম্মং সুণিত্তা বিণয়োববন্নে।
সুদুল্লহং লহিউং বোহি লাভং
বিহরেজ্জ পচ্ছা য জহাসুখংতু ॥

১—১৭

১৩। সেজ্জা দঢ়্‌ঢা পাউরণং মি অত্থি
উপজ্জঈ ভোত্তু তহেব পাউং।
জাণামি জং বট্টই আউ সো ত্তি
কিংণাম কাহামি সুএণ ভন্তে ॥

১৭—২

১৪। পুল্লেব মুঠ্‌ঠী জহ সে অসারে
অযন্তিএ কূড় কাহাবণে বা।
রাঢ়ামণী বেরুলিয় প্পগাসে
অমহগ্‌ঘএ হোই য জাণএসু ॥

২০—৪২

১৫। কুসীল লিঙ্গং ইহ ধারয়িত্তা
ইসিজ্ঝয়ং জীবিয় বূহইত্তা।
অসং জএ সংজয় লপ্পমাণে
বিনিগ্ঘায়ং আগচ্ছই সে চিরং পি॥

২০—৪৩

১৬। আগারি সামাইয়াঙ্গাণি সড্ঢী কায়েণ ফাসএ।
পোসহং দুহও পক্খং এগরায়ং ন হাবএ॥

৫—২৩

১৭। রাওবরেয়ং চরেজ্জ লাঢ়ে
বিরএ বেয়বিযার রক্খিএ।
পন্নে অভিভূয় সব্বদংসী
জে কম্হি বি ন মুচ্ছিএ স ভিক্খু॥

১৫—২

১৮। ন হু জিণে অজ্জ দিস্সঈ
বহুমএ দিস্সই মগ্গ দেসিএ।
সংপই নেয়াউএ পহে
সময়ং গোয়ম মা পমায়এ॥

১০—৩১

---

# পঞ্চদশী।

বর্ধমাণঃ জিনঃ।

১। সাহু গোয়ম পন্না তে ছিন্নো মে সংসও ইমো।
অন্নো বি সংসও মজ্ঝং তং মে কহসু গোয়মা॥

২৩—৭৪

২। অন্ধয়ারে তমো ঘোরে বহু চিঠ্‌ঠন্তি পাণিণো।
কো করিস্‌সই উজ্জোয়ং সব্ব লোগম্মি পাণিণং॥

২৩—৭৫

৩। উগ্‌গও বিমলো ভাণু সব্ব লোয় পভঙ্করো।
সো করিস্‌সই উজ্জোয়ং সব্ব লোয়ংমি পাণিণং॥

২৩—৭৬

৪। ভাণু য ইহ কে বুত্তে কেসী গোয়মং অব্ববী।
কেসিং এবং বুবন্তং তু গোয়মো ইণং অব্ববী॥

২৩—৭৭

৫। উগ্‌গও খীণ সংসারো সব্বন্নূ জিণ ভক্‌খরো।
সো করিস্‌সই উজ্জোয়ং সব্ব লোয়ংমি পাণিণং॥

২৩—৭৮

৬। সাহু গোয়ম পন্না তে ছিন্নো মে সংসও ইমো।
নমো তে সংসয়াতীত সব্বসুত্ত মহোয়হী॥

২৩—৮৫

৭। এবং তু সংসএ ছিন্নে কেসী ঘোর পরক্কমে।
অভিবন্দিত্তা সিরসা গোয়মং তু মহাযসং॥

২৩—৮৬

৮। পঞ্চ মহব্বয় ধম্মং পটিবজ্জই ভাবও।
পুরিমস্‌স পচ্ছিমংমি মগ্‌গে তত্থ সুহাবহে॥

২৩—৮৭

৯। কেসী গোয়মও ণিচ্চং তম্মি আসি সমাগমে।
সুয়-সীল-সমুক্করিসো মহত্থত্থ বিণিচ্ছও॥

২৩—৮৮

১০। তোসিয়া পরিসা সব্বা সম্মগ্গং সমুবট্‌ঠিয়া।
সংথুয়া তে পসীয়ন্তু ভযবং কেসী গোয়মে॥

২৩—৮৯

১১। ইয় পাউকরে বুদ্ধে নায়এ পরি নিব্বুএ।
ছত্তীসং উত্তরজ্ঝাএ ভবসিদ্ধীয় সম্মএ॥

৩৬—২৬৭

---

ওঁ তত সত।

# প্রতিপদ্

পুরুষার্থঃ।

১। সংসয়ং খলু সো কুণঈ—

অন্বয় ঃ— যঃ মার্গে গৃহং কুণোতি স খলু সংশয়ং কুণোতি। যত্রৈব গন্তুং ইচ্ছেত্ তত্র স্বাশ্রয়ং কুর্য্যাত্।

অনুবাদ ঃ— যে জন পথে ঘর বান্ধে, সে ভুল করে। যথায় যাওয়া তোমার লক্ষ্য তথায়ই আশ্রয় নির্মাণ করিবে।

তাত্পর্য্য ঃ— পুরুযার্থ কী ( জীবনের লক্ষ্য কী ) তাহা প্রথমে স্থির কর। নতুবা চিরদিন পথে পথেই কাটাইবে ; গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারিবে না।

রাস্থার মধ্যে বসিয়া থাকিও না। গন্তব্যে না পৌছা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিও না।

২। বেয়া অহীয়া ন ভবন্তি তাণম্—

অন্বয় ঃ— অধীতাঃ বেদাঃ তাণম্ ন ভবন্তি। দ্বিজাঃ ভোজিতাঃ তমসঃ তমস্তরং নয়ন্তি। জায়া চ পুত্রাশ্চ ত্রাণং ন ভবন্তি। অতঃ কো নাম তে ( তাদৃশানি ) এতানি অনুমন্যেত ( উপাদদ্যাত্ )।

অনুবাদ ঃ— বেদ পাঠ করিলেই যে দুঃখ ও পাপের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় এমন নহে। কেবল ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা মোহান্ধকার বাড়িয়াই যায়। স্ত্রী ও পুত্রের এমন শক্তি নাই যে চরম বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারে। ইহা জানিয়াও কে ইহাদিগকে প্রার্থনীয় মনে করিবে ?

তাত্পর্য্য ঃ— চরিত্র গঠনের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে, বেদ পাঠ ও ব্রাহ্মণ সেবা প্রভৃতি আচার পালন দ্বারা কেবল আত্মাভিমান বাড়িয়াই যায়। স্ত্রী ও পুত্র ক্ষণস্থায়ি তাহা দ্বারা শাশ্বত শান্তি লাভ হয় না। ইহারা পুরুষার্থ হইতে পারে না।

৩। আবন্না দীহং অদ্ধানং—

অন্বয় ঃ— অনন্তে সংসারে দীর্ঘম্ অধ্বানম্ আপন্নঃ অসি। তস্মাত্ সর্বদিশং পশ্যন্ অপ্রমত্তঃ পরিব্রজেত্।

অনুবাদ ঃ— তোমার সম্মুখে অবস্থিত সংসার পথ অতীব দীর্ঘ। অতএব সকলদিক বিবেচনা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিও, যেন ভুল না কর।

তাত্পর্য্য ঃ— দীর্ঘ পথ চলিতে হইলে প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। কারণ ভুল পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িলে শেষে আর শোধরাইবার সময় পাওয়া যায় না ; ফিরিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিবার সময় আর থাকে না। অতএব পুরুষার্থ কী তাহা নির্ণয় করিয়া তবে জীবন পথে চলিতে আরম্ভ করিও।

৪। বহণে বহমাণস্স—

অন্বয় ঃ— বহনে ( শকটে ) বহমানস্য কান্তারং ( স্বয়মেব ) অতিবর্ততে। যোগে বহমানস্য ( বিচরতঃ ) সংসারঃ অতিবর্ততে।

অনুবাদ ঃ— শকট আরোহণ করিয়া সহজেই কান্তার অতিক্রম করা যায়। যোগপথে আরূঢ় হইলে সহজেই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

তাত্পর্য্য ঃ— পুরুষার্থ লাভের পন্থা কী তাহা প্রথমে স্থির করিয়া লও। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং—কৌশল অবলম্বন করিলে লক্ষ্যে পৌছা সহজ সাধ্য হইবে।

৫। কুসগ্গমেত্তা ইমে কামা—

অন্বয় ঃ— ইমে কামাঃ কুশাগ্রমাত্রাঃ। আয়ুংষি সন্নিরুদ্ধে সতি, কস্য হেতুং পুরাকৃত্বা অহং যোগক্ষেমং ন সংবিদে।

অনুবাদ ঃ— সুখ সকল কুশাগ্রের মতন অল্প পরিমিত, আয়ু অনতিদীর্ঘ। আমি কিসের জন্য মঙ্গল, ও মঙ্গলের পথ গ্রহণ করিব না ?

তাত্পর্য্য :— সুখ অতি বিরল—কদাচিত্ সুখ লাভ করা যায়। আবার জীবন ও ক্ষণভঙ্গুর ; যে সুখ পাওয়া যায়, তাহাও বেশী দিন ধরিয়া ভোগ করা যায় না। এই বিরল ও স্বল্পস্থায়ি সুখের লোভে ক্ষেমের যোগ ( কল্যাণের পথ ) পরিত্যাগ করা মূর্খতা। কল্যাণই পুরুষার্থ—সুখ পুরুষার্থ নহে। প্রেয়স্ ( সুখ ) পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়স্ ( কল্যাণ ) অবলম্বন কর।

৬। জহা চ তিন্নি বাণিয়া—

অন্বয় :— যথা চ এয়ঃ বণিজঃ মূলং গৃহীতা নির্গতাঃ সন্তঃ, একঃ অত্র লাভং লভতে একঃ মূলেন আগতো ভবতি।

অনুবাদ :— তিনজনবণিক্ একই প্রকার মূলধন নিয়া বাণিজ্য করিতে গেল। তাদের মধ্যে একজন বেশ লাভ করিল। আর একজন শুধু মূলধন ফিরাইয়া আনিল।

তাত্পর্য্য :— জীবন পথে সবাই চলে, কিন্তু সকলেই সমান লাভ করে না। যাহার যেমন চেষ্টা সে তেমন ফল পায়।

৭। এগো মুলং পি হারিত্তা—

অন্বয় :—তত্র একঃ বণিকঃ মূলং অপি হারয়িত্বা আগতঃ। ব্যবহারে ( লৌকিক ব্যাপারে ) এষা উপমা ( দৃষ্টান্তঃ ) ভবতি। এবং ধর্মে অপি ভবতি ইতি বিজানীহি।

অনুবাদ :—আর তৃতীয় বণিকটী লাভ তো দূরের কথা মূলধন ও খোয়াইয়া ঘরে ফিরিল। সাংসারিক জীবনে এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। ধর্মজীবনে ও এরূপ হয়।

তাত্পর্য্য :— হয় উন্নতি হইবে, নয় অবনতি হইবে। মানুষ প্রায়ই এক অবস্থায় থাকেনা।

৮। মানুসত্তং ভবে মূলং—

অন্বয় :— মানুষত্বং মূলং ভবেত্ (ভবতি)। দেবগতিঃ লাভো ভবেত্। মূলচ্ছেদেন জীবানাং নরকত্বং তির্য্যকৃত্বং চ ধ্রুবং ভবতি।

অনুবাদ :— মনুষত্ব আমাদের মূলধন। যে ইহা খাটাইয়া লাভ করিতে পারে, সে দেবত্বপ্রাপ্ত হয়। আর যে মূলধনও হারায় সে নর-ক-ত্ব (হীন নরত্ব) অথবা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মপথ ছাড়িলে মনুষ্যত্ব হারাইতে হইবে।

৯। এবং অদ্দীনবং ভিক্খুং—

অন্বয় :— ভিক্ষুম্ আগারিকং চ এবং অদীনবং (অদৈন্যবন্তং) বিজানীয়াত্। ঈদৃক্ষং জয়ন্তম্ (বীক্ষ্য) ভিচ্ছমানঃ কথং মু ন সংবিগ্নাত্।

অনুবাদ :— ভিক্ষু ও গৃহস্থ উভয় শ্রেণীতে এইরূপ প্রভাবশালী লোক দেখিতে পাওয়া। আকাঙ্খার দাস হইয়া যাহারা পদে পদে লাঞ্ছিত হয়, প্রভবিষ্ণু বীরদিগকে চক্ষুর সামনে দেখিয়াও কি তাহাদের আত্মসম্মান জাগিয়া উঠেনা?

১০। ন ইমং সব্বেসু ভিক্খুসু—

অন্বয় :— ইদং (এতাদৃশং গুণবাহুল্যং) সর্ব্বেষু ভিক্ষুসু ন ভবতি; নাপি বা ইদং সর্ব্বেসু আগারিষু (গৃহস্থেষু) দৃশ্যতে। আগারস্থাঃ নানাশীলাঃ, ভিক্ষবশ্চ বিষমশীলা ভবন্তি।

অনুবাদ :— এইরূপ ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সকল গৃহস্থে তো দেখা যায়না, সকল ভিক্ষুতে ও দেখা যায়না। গৃহস্থেরাও নানা প্রকৃতির; ভিক্ষুর মধ্যেও ভাল ও আছে, মন্দ ও আছে।

১১। সন্তি এগেহিং ভিক্খুহিং—

অন্বয় :— একেভ্যঃ ভিক্ষুভ্যঃ আগারস্থাঃ সংযমোত্তরা সন্তি। কিঞ্চ সর্ব্বেভ্যঃ আগারস্থেভ্যঃ সংযমোত্তরাঃ সাধবঃ সন্তি।

অনুবাদ ঃ— এমন কোনও কোনও গৃহস্থ আছেন যিনি সংন্ন্যাসী হইতেও সংযমে শ্রেষ্ঠ। আবার এমন সাধুরাও আছেন, যাহারা সকল গৃহস্থ হইতে সংযমে শ্রেষ্ঠ।

১২। চীরাজিণং নগিনিণং—

অন্বয় ঃ— চীরাজিণম্ নাগ্ন্যম, জটিত্বম্, সংঘাটিত্বং ( বস্ত্রসংহতি ধারণম্) এতানি দুঃশীলং পর্য্যায়গতং ( প্রব্রজ্যাগতং ) ন ত্রায়ন্তে।

অনুবাদ ঃ— যদি চরিত্র বিশুদ্ধ না হয়, তবে কেবল সন্ন্যাসের বেশ দ্বারা মুক্তিলাভ হয়না। বল্কল পরিধান, চর্ম্ম পরিধান, নগ্নতা, জটাধারণ, গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি বাহ্য অনুষ্ঠান দুঃশীল সন্ন্যাসীকে দুঃখ ও পাপের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেনা।

১৩। নিরঠ্ঠিয়া নগ্নরুই উ তস্স—

অন্বয় ঃ— নিরর্থিকা খলু তস্য নগ্নরুচিঃ, য উত্তমার্থে বিপর্য্যাসং এতি। তস্য অয়ং লোকঃ পরো অপি বা নাস্তি। স তত্র উভয়ে অপি লোকে ক্ষীয়তে।

অনুবাদ ঃ— যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে উল্টা বুঝে ( নিষ্কামনাই যে মুক্তির হেতু ইহা যে বুঝিতে পারে নাই ) তাহার নগ্নবেশ নিরর্থক। তাহার ইহকাল ও নাই ( কারণ সে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে ) ; পরকাল ও নাই ( কারণ পারত্রিক মঙ্গলের স্বরূপ সে জানেনা বলিয়া, তাহা সে আয়ত্ত করিতে পারেনা )। ঐহিক পারত্রিক এই দুই বিষয়েই স ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১৪। আউত্তয়া যস্স ন অত্থি কাই—

অন্বয় ঃ— যস্য ইরিতে ( চলনে ) ভাষায়াং ( কথনে ) তথা এষণায়াং আদান নিক্ষেপে ( গ্রহণে বর্জ্জনে ) জুগুপ্সায়াং ( ঘৃণায়াং ) বা কাচিত্ আয়ুক্ততা ( মনোযোগঃ, সংযমেচ্ছা ) নাস্তি, স কদাপি ধীরযাতং মার্গং ন যাতি।

অনুবাদ :— যে ব্যক্তির আচরণ, বাক্য, চেষ্টা, গ্রহণ, বর্জ্জন, জুগুপ্সা প্রভৃতি বিষয়ে কোনও মনোযোগ নাই, অর্থাত্ কিরূপ করিলে ভাল হয় তাহা বিবেচনা না করিয়াই যে বিচরণ করে, সে সাধুদের গতি প্রাপ্ত হয় না।

১৫। মুহুম্ মুহুম্ মোহ গুণে জয়ন্তম্ —

অন্বয় :— মুহুর্মুহুঃ মোহ গুণান্ ( মোহায়তনান্ ) জয়ন্তম্, চরন্তম্ শ্রমণং অনেকরূপাঃ পাশা অসমঞ্জসং ( অননুকূলং ) স্পৃশন্তি। ভিক্ষুঃ তেষু মনসা ন প্রদূষ্যেত্।

অনুবাদ :- মোহকর বিষয়গুলি বার বার জয় করিয়া বিচরণ করিতে থাকিলেও, নানাবিধ পাশ শ্রমণকে বিষম ভাবে আক্রমণ করিতে পারে। ভিক্ষু তাহাদিগদ্বারা মনকে কখনও কলুষিত হইতে দিবেনা।

১৬। মন্দা য ফাসা বহুলোহনিজ্জম্—

অন্বয় :— স্পর্শাঃ মন্দাঃ বহুলোভনীয়াশ্চ ভবন্তি। তথা প্রকারেষু স্পর্শেষু মনঃ ন কুর্য্যাত্। ক্রোধং রক্ষয়েত্ মানং বিনয়েত্, মায়াং ন সেবেত, লোভং প্রজহ্যাত।

অনুবাদ :— বিষয় সকল মন্দ ও অত্যন্ত লোভনীয়। এতাদৃশ বিষয়ে কখনও আসক্তি করিবে না। ক্রোধ দমন করিবে, দর্প দূর করিবে, ছলনা অবলম্বন করিবে না, ও লোভ পরিত্যাগ করিবে।

১৭। নাগো জহা পঙ্ক জলাবসন্নো—

অন্বয় :— পঙ্ক জলাবমগ্নঃ নাগঃ ( হস্তী ) যথা, দৃষ্ট্বা অপি তীরং ন অভিসমেতি ( প্রাপ্নোতি ) এবং বয়ং কামগুণেষু গৃদ্ধাঃ ভিক্ষোঃ মার্গং ন অনুব্রজামঃ।

অনুবাদ :— মহাপঙ্কে নিমগ্ন হাতী যেমন তীর দেখিতে পায়, কিন্তু তথায় পৌছিতে পারে না, বিষয়ে লুব্ধ আমরা ও তেমন সাধনামার্গ কী তাহা জানি, কিন্তু মনের দুর্বলতা বশতঃ তাহা অনুসরণ করিতে পারি না।

১৮। কোহং মানং নিগিহ্নিত্বা—

অন্বয় :— ক্রোধং মানং মায়াং লোভং চ সর্ব্বশঃ নিগৃহ্য, বি ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা আত্মানং উপসংহরেত্ ( সংবরেত্ )।

অনুবাদ :— ক্রোধ, মান, মোহ ও লোভকে সর্ব্বথা দমন কি ইন্দ্রিয়দিগকে বশে রাখিয়া, আত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে। মনে আবিলতা দ্বারা আত্মার সাক্ষাত্কার যেন ব্যাহত না হয়—সচ্চিদান আত্মার রূপ যেন সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে থাকে।

১৯। নাণেণং দংসনেন --

অন্বয় : — জ্ঞানেন দর্শনেন ( প্রত্যয়েন ) তথৈব চরিত্রেণ য ক্ষাত্ত মুক্ত্যা ( নিঃসঙ্গতয়া ) বর্দ্ধমানঃ ( শ্রেষ্ঠঃ যশস্বী ) ভব।

অনুবাদ :— জ্ঞানে বিশ্বাসে চরিত্রে, তিতিক্ষায় ও অনপেক্ষিতত আপনি মহত্তর হইতে থাকুন।

২০। ইহ পাউকরে বুদ্ধে—

অন্বয় :— সত্যঃ সত্য-পরাক্রমঃ বিদ্যাচরণ-সম্পন্নঃ জ্ঞাতকঃ পরিনিবৃত্ত বুদ্ধঃ ইতি প্রাদুরকার্ষীত্।

অনুবাদ :— সত্য-নিষ্ঠ, সত্য-কর্ম্মা, জ্ঞানী ও আচারশীল, নির্ব্বাণবেত্ত জ্ঞাত কুলোদ্ভব বুদ্ধ—বর্দ্ধমান এইরূপ বলিয়াছেন।

২১। নিরঠ্ঠ গম্মি বিরত্ত—

অন্বয় :— অহং নিরর্থকং বিরতঃ মৈথুনে সুসংবৃতশ্চ ্স্মি ; য অহং কল্যাণ পাপকং ধর্ম্মং ন সাক্ষাত্ অভিজানামি।

অনুবাদ :— "কি যে ভাল কি যে মন্দ তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, অতএব ভোগ সুখ ত্যাগ করিয়া এবং মৈথুনে সংযত হই কি লাভ হইল ?"

২২। তপোবহানম্ আদায়—

অন্বয় :— তপো পধানং আদায় প্রতিমাং প্রতিপদ্যতঃ এবমপি বিহরতঃ মম ছদ্ম ন নিবর্ত্ততে। [ উপাধানম্=আচারম। প্রতিমাং=ব্রতং নিয়মং। ]

অনুবাদ :— "তপস্যার বিধান গ্রহণ করিয়াছি, ব্রতের নিয়ম পালন করিতেছি, তথাপি আমার মোহ নষ্ট হইল না"।

২৩। নত্থি নূনং পরে লোএ—

অন্বয় :—"নূনং পরলোকং নাস্তি" "তপস্বিনঃ ঋদ্ধিঃ বাপি নাস্তি" অথবা "অহং বঞ্চিতঃ অস্মি" ইতি ভিক্ষুঃ ইহ ন চিন্তয়েত্।

অনুবাদ :— "পরলোক নাই" "তপস্যার কোনও ফল নাই" কিম্বা আমি ( ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ) ঠকিয়াছি" ইত্যাদি প্রকার কুচিন্তাকে ভিক্ষু কখনও মনে স্থান দিবে না।

২৪। অভূ জিনা অত্থি জিনা—

অন্বয় :—জিনাঃ অভুবন্, জিনাঃ সন্তি, অথবা জিনাঃ ভবিষ্যন্তি। তে জিনাঃ মৃষা এবং আহুঃ ভিক্ষুঃ ইহ ন চিন্তয়েত্।

অনুবাদ :— পূর্ব্বেও অনেক মহর্ষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এখনও অনেক মহর্ষি বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যতে ও হইবেন। "ধর্ম্ম-ই জীবনের লক্ষ্য" তাহারা যে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ( লোকদিগকে না করিবার জন্য ) মিথ্যা বলিয়াছেন, ভিক্ষু এরূপ ভাব কখনও মনে দিবেন না। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি খুঁজিলেই দেখা যায়। তাহারা বিভ্রান্ত, রূপ মনে করা আত্ম-বঞ্চনা মাত্র। "ধর্ম্ম পথই শ্রেষ্ঠ পথ" এই ধারণা দৃঢ় করিতে হইবে।

তী

১। ইহ কামানিয়ঠ্ঠস্স—

অন্বয় ঃ— কামা নিবৃত্তস্য আত্মার্থঃ ইহ অপরাধ্যতি ( নশ্যতি )। যতঃ নৈয়ায়িকং মার্গং শ্রুত্বা ( অপি ) ভূয়ঃ পরিভ্রশ্যতি ॥

অনুবাদ ঃ— যে ব্যক্তি সুখের অনুসরণ করে, সে কোনও বিষয়েই সফলতা লাভ করিতে পারে না। [ সুখের প্রলোভনে পড়িয়া সে কোনও কাজেরই নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারে না। এই জন্য তাহার চেষ্টা সকল ব্যর্থ হয়। ] কর্ত্তব্য কী তাহা বুঝিতে পারিলেও, সুখের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনের দৃঢ়তা তাহার থাকে না। অতএব সে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয়। [ সুখের পথ ভিন্ন, আর কর্ত্তব্যের পথ ভিন্ন। সুখ পুরুষার্থ ( জীবনের উদ্দেশ্য ) নহে। কর্ত্তব্যই পুরুষার্থ সুখের প্রলোভন মানুষকে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে। ]

২। ইহ কামনিয়ট্টস্স—

অন্বয় ঃ— কামনিবৃত্তস্য আত্মার্থঃ ইহ ন অপরাধ্যতি ( ভ্রশ্যতি )। কিঞ্চ পূতিদেহ নিরোধেন ( জঘন্যানাং লালসানাং পরিহারেণ ) দেবত্বং ভবেত্ ইতি মে শ্রুতম্।

অনুবাদ ঃ— অপর পক্ষে যে ব্যক্তি সুখের বাসনা জয় করিতে পারে সে কর্ত্তব্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। তাহার পরমার্থ নষ্ট হয় না। জঘন্য দৈহিক আকাঙ্ক্ষাগুলি পরিত্যাগ করিয়া মানুষ দেবতার ন্যায় পূজনীয় হয়।

৩। সব্বং জগং যদি তুহং—

অন্বয় ঃ— যদি সব্বং জগত্ ত্বদীয়ং ভবেত্, সর্ব্বং বাপি ধনং ত্বদীয়ং ভবেত্, সর্ব্বমপি ( বস্তু ) তে অপর্য্যাপ্তং ভবেত্, তথাপি তানি তব ত্রাণায় নৈব ভবেয়ুঃ।

অনুবাদ ঃ— সকল জগত্ যদি তোমার হয়, বিশ্বের সকল ধন ও যদি পাও, সমস্ত দ্রব্য ও যদি তোমার অপর্য্যাপ্ত থাকে, তথাপি তোমার তৃষ্ণা মিটিবে না। তথাপি আকাঙ্ক্ষার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। [ যত পাওয়া যায় ততই বেশী পাইতে ইচ্ছা করে ; টেণ্টালাসের চষকের ন্যায় হৃদয়-ভৃঙ্গার কখনও পরিপূর্ণ করা যায় না।]

৪। সুবন্ন রূপ্পস্স উ পববয়া ভবে—

অন্বয় ঃ— যদি সুবর্ণ রৌপ্যস্য পর্ব্বতা ভবেয়ুঃ, তে যদি কৈলাস সমাঃ বৃহন্তঃ অসংখ্যকাশ্চ ভবেয়ুঃ, তথাপি লুব্ধস্য নরস্য তৈঃ কিঞ্চিদপি ন ভবতি। ইচ্ছা তু আকাশ সমা অনন্তিকা।

অনুবাদ ঃ— যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বত ও হয়, তাহারা যদি প্রত্যেকে আকারে কৈলাস পর্বতের মত বড় হয়, আর সংখ্যায় অগণিত ও হয়, তথাপি লোভাহত নরের তাহাতে কিছুই ( তুষ্টি সাধন ) হইবে না। আকাঙ্ক্ষা আকাশের মত, সীমাহীন।

৫। কসিণং পি জো ইমং লোকং—

অন্বয় ঃ— যদি কৃতস্নম্ অপি ইমং লোকং প্রতিপূর্ণং একস্মৈ দদ্যাত্, তেনাপি স ন সন্তোষেত্, ইমাঃ আশাঃ ইহ দুষ্পূরাঃ।

ভাষন্তর ঃ— যদি পরিপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী ও একজনকে দেওয়া যায়, তথাপি তাহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই।

৬। পুঢবী সালী জবা চেব—

অন্বয় ঃ— পৃথিবী শালিঃ ( ধান্যং ) যবাঃ হিরণ্যং পশুভিঃ সহ প্রতিপূর্ণ মপি একস্য ন অলং ইতি বিদিত্বা তপঃ চরেত্।

অনুবাদ ঃ— ভূমি, ধান্য, যব, হিরণ্য ও পশু, ইহা যত আছে, তাহা সব ও যদি একজনে পায়, তথাপি তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, ইহা জানিয়া আকাঙ্ক্ষা দমন রূপ তপস্যা অভ্যাস করিবে।

৭। খেত্তং বত্থং হিরণ্যং চ—

অন্বয় :— খেত্তং বত্থং হিরণ্ণং পুত্তদারং বান্ধবান্ ইমং দেহং চ চইত্তাণ তে অবসস্স গন্তব্বম্।

বঙ্গানুবাদ :— ক্ষেত্র, বস্ত্র, হিরণ্য, স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব, এমন কি তোমার নিজের দেহ ও পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছায় তোমাকে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তখন যে কত বেশী কষ্ট হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ। [তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে সুখ এমন একটি উদ্দেশ্য, যাহা সিদ্ধ হইবার নয়। যাহা লাভ করা তোমার নিজের চেষ্টায় উপর নির্ভর করে না, তাহাকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, ব্যর্থতার গ্লানি তো নিশ্চিতই।]

৮। দবগ্গিনা যথারন্নে—

অন্বয় :— যথা অরণ্যে [ কতিপয়েষু ] জন্তুষু দবগ্নিনা দহ্যমানেষু [ কেঽপি ] অপরে সত্তা ( জন্তবঃ ) [ স্বকীয় ভবিতব্যং অজানন্তো ] রাগদ্বেষ বশংগতাঃ ( বিচার বিহীনাঃ ) প্রমোদন্তে, এবম্ :—

অনুবাদ :— অরণ্যে যখন দাবাগ্নি জ্বলে, তখন ও বিচার বিহীন পশু পক্ষিগুলি নিজেদের তাত্‌কালিক তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া কোলাহল করিতে থাকে, চক্ষুর উপর অন্য জন্তু দগ্ধ হইতেছে দেখিয়াও নিজেদের আসন্ন বিপদের কথা একবারও ভাবে না। সেইরূপ :—

৯। এবমেব বয়ং মূঢ়া—

অন্বয় :— এবমেব কামভোগেষু মূর্চ্ছিতাঃ মূঢ়াঃ বয়ং, জগত্ রাগ-দ্বেষাগ্নিনা দহ্যমানং ইতি ন বুধ্যামঃ।

অনুবাদ :— এইরূপ আমরা ও চক্ষুর উপর দেখিতেছি যে রাগদ্বেষের ফলে কত অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে, রাগদ্বেষের অগ্নিতে জগত্ যেন জ্বলিয়া ছাই হইতেছে, তথাপি রাগদ্বেষ পরিত্যাগের চিন্তা আমাদের মনে স্থান পায় না।

১০। জয়া সব্বং পরিচ্চজ্জ—

অন্বয় :— জয়া অবসস্স তে সব্বং পরিচ্চজ্জ গন্তব্যম্, (অতঃ) অনিচ্চে জীব লোগম্মি কিং রজ্জম্মি প্রসজ্জসি ॥

বঙ্গানুবাদ :— সকল বিত্ত পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছায় ও তোমাকে ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। এই জীব লোক অনিত্য। তুমি নিজের সংসাররূপ রাজ্যে কেন বৃথা আসক্ত হইতেছ? আসক্তি যত প্রবল হইবে, ইহা ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট ও তত বেশী হইবে।

১১। জীবিয়ং চেব রূবং চ—

অন্বয় :— হে রাজন্, জীবিতং রূপং চ বিদ্যুত্ সম্পাত চঞ্চলম্। কিন্তু ত্বম্ তত্র মুহ্যসি; অপিতু প্রেত্যার্থং (পারত্রিক সাধনং) ন অববুধ্যসি।

অনুবাদ :— যৌবন ও জীবন বিদ্যুত্ রেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। হে প্রভুত্বাভিমানী জীব, তুমি ইহাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া, ইহাতেই মগ্ন থাক, পরলোকের কথা একবারও ভাব না। জীবনান্তের কথা ছাড়িয়া দিলাম, যৌবনান্তে ভোগের সম্ভাবনা কোথায়?

১২। দারাণি য সুয়া চৈব—

অন্বয় :— দারাণি সুয়া চৈব তহ মিত্তা বন্ধবা জীবন্তম্ অনুজীবন্তি; ময়ং নানুবযন্তি য।

সংস্কৃত :— দারা সুতাশ্চৈব, তথা মিত্রাণি বন্ধবশ্চ জীবন্তম্ এব অনুজীবন্তি। তে চ মৃতং নানু ব্রজন্তি।

বঙ্গানুবাদ :— স্ত্রী পুত্র মিত্র বান্ধব, সকলেই জীবিত ব্যক্তিরই অনুগত। মৃতের প্রিয়ঙ্কর কেহ ও নয়। যাহাদের সঙ্গ শীঘ্রই ছাড়িতে হইবে, কেবল তাহাদিগকে নিয়াই মত্ত থাকিওনা।

১৩। তও তেণজ্জিএ দব্বে—

অন্বয় :— হে রাজন্, ততঃ তেন্ অর্জ্জিতে দ্রব্যে পরিরক্ষিতে দারে চ, অন্যে নরাঃ হৃষ্ট তুষ্ট মলঙ্কৃতাঃ ক্রীড়ন্তি।

অনুবাদ ঃ— হে প্রভুত্বাভিমানী জীব, তোমার মৃত্যুর পর তোমা কর্ত্তৃক কষ্টে অর্জ্জিত ও পরিরক্ষিত বস্তু ও কলত্র, অপর ব্যক্তিগণ ভোগ করিবে। তাহাদের সহিতই ইহাদের সম্পর্ক হইবে—তোমার কথা কেহ মনেও করিবে না। যাহাদের সহিত সম্পর্ক এত সহজেই ছিন্ন হয়, তাহাদিগকে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া পরমার্থ বিস্মৃত হইওনা।

১৪। সর্ব্বং বিলবিয়ং গীয়ং -

অন্বয় ঃ— সর্ব্বং গীতম্ বিলপিতমেব—পরিণামে দুঃখান্তত্বাত্। সর্ব্বম্ নট্টম্ ( নৃত্যম্ ) বিড়ম্বিতং নিরর্থকং। সর্ব্বাণি আভরণানি ভারাণি—বহন ক্লেশাত্ অন্যত্ ফলং ন দদাতি। সর্ব্বে কামাঃ ( সুখ ভোগাঃ ) দুঃখাবহা ( দুঃখান্তা )।

অনুবাদ ঃ— সংসারের অস্থায়িত্বের বিষয় চিন্তা করিলে, সকল সঙ্গীত বিলাপ বলিয়া বোধ হইবে, সকল চেষ্টাই নিষ্ফল বলিয়া বোধ হইবে। আভরণ সকল ভার মাত্র—তাহারা জরা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। সকল সুখই দুঃখে পর্য্যবসিত হইবে॥

১৫। দুপ্পরিচয়া ইমে কামা –

অন্বয় ঃ— ইমে কামা দুপরিচ্চয়া, অধীর পুরিসেহি নো সুজহা। অহ সুব্বয়া সাহূ সন্তি, জে বণিয়া বা অতরং তরন্তি।

সংস্কৃত ঃ— ইমে কামাঃ দুষ্পরিত্যজ্যাঃ, অধীর পুরুষৈঃ ন সুজহাঃ। অথ সুব্রতাঃ সাধবঃ সন্তি যে বণিজ ইব অতরং তরন্তি।

বঙ্গ ঃ— সুখের লালসা সহজে ত্যাগ করা যায় না। বিশেষতঃ অস্থির চিত্ত ব্যক্তিগণ তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। তাই বলিয়া হতাশ্বাস হইবে না। কারণ ধৃতিশীল সাধুগণও না আছেন এমন নয়। বণিক্‌গণ যেমন সমুদ্র লঙ্ঘন করে, তাহারাও তেমন কামনা সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন।

১৬। জহা চ অণ্ডপ্পভবা বলাগা--

অন্বয় ঃ— যথা বলাকা অণ্ডপ্রভবা, অণ্ডং চ বলাকাপ্রভবং, এব মেব তৃষ্ণা মোহায়তনা, মোহশ্চ তৃষ্ণায়তনঃ ভবতি।

অনুবাদ ঃ— যেমন বলাকা অণ্ড হইতেই জন্ম লাভ করে, আবার অণ্ড ও বলাকা কর্ত্তৃক প্রসূত হয়——পরস্পর পরস্পরের জনক, এইরূপে সুখের তৃষ্ণাই মোহের কারণ (সুখের লোভেই মানুষ হিতাহিত জ্ঞান রহিত হইয়া অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) আবার মোহই সুখ-তৃষ্ণার কারণ ('মানুষের মনের উপর সুখ নির্ভর করে.' ইহা ভুলিয়া গিয়া, 'বাহ্য বস্তুতে সুখ পাইবে,' এই মোহ বশতঃ লোকে বাহ্য পদার্থের আকাঙ্ক্ষা করে)।

১৭। জহা লাহা তহা লোহো --

অন্বয় ঃ— যথা লাভঃ তথা লোভঃ, লাভাত্ লোভঃ প্রবর্দ্ধতে। দ্বিমাষ কৃতং কার্য্যং কোট্যা অপি নিষ্ঠিতং (নিষ্পন্নং) ন ভবতি॥

অনুবাদ ঃ—[আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।] যত পায়, তত চায়। দুইটী পয়সা দ্বারা ও দিন চলিয়া যায়. আবার কোটী মুদ্রা সত্ত্বেও অভাবের নিবৃত্তি হয় না। [সুখ দুঃখ বাহ্য ঘটনার উপর নির্ভর করেনা। মন যদি তোমার স্বরূপে থাকে, তবে সকল অবস্থাতেই তুমি প্রফুল্ল থাকিতে পারিবে। সুখের লোভে বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে না। ]

১৮। গবাসং মণিকুণ্ডলং—

অন্বয় ঃ— গবাশ্বং মণিকুণ্ডলং পশবঃ দাস পৌরুষং চ, যে যে বিষয়াঃ সন্তি, তান্ সর্বান্ ত্যজিত্বা (ত্যক্ত্বা) কাম রূপী (সুখময়ঃ) ভবিষ্যসি।

অনুবাদ ঃ—[ আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের হেতু। কারণ সকল আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ মানুষের সাধ্যাতীত। একটী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে না হইতেই দশটী আকাঙ্ক্ষার উত্পত্তি হয়। যে নিস্তৃষ্ণ হইতে পারিয়াছে তাহার দুঃখের হেতু নাই, বলিয়া সে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুখী, সে সুখময়। ]

যখন তুমি ভোগের সমস্ত উপকরণের তৃষ্ণা ছাড়িতে পারিবে, গো, অশ্ব, মণি, কুণ্ডল, পশু, দাস, অনুচর, কোন ও বস্তুরই তৃষ্ণা তোমার যখন থাকিবে না, তখন তোমার সুখের সীমা থাকিবে না। সুখ তোমার ইচ্ছাধীন হইবে।

১৯। ভোগামিস দোস বিসন্নে—

অন্বয় :— ভোগামিস দোষ বিষন্নঃ ( বিষয় ভোগরূপ গর্হিত কর্ম্মণি মগ্নঃ ) হিত-নিঃশ্রেয়স্ বুদ্ধি-বিপর্য্যস্তঃ ( কল্যাণ বুদ্ধিহীনঃ ) মন্দঃ মূঢ়ঃ বালঃ ( অজ্ঞঃ ) মক্ষিকা খেলে ইব বধ্যতে।

অনুবাদ :— যে ব্যক্তি অপবিত্র ভোগ সুখেই রত, যে হিতাহিত জ্ঞান রহিত, পরিণামের কথা চিন্তা করেনা, মক্ষিকা যেমন আঠায় আটকিয়া মারা পড়ে, তাদৃশ মূর্খ-ব্যক্তিও সেইরূপ বিষয়ে আটকিয়া পড়ে, নিজকে মুক্ত করিতে পারেনা।

২০। অচ্চেই কালো তরন্তি রাইও—

সংস্কৃত :— কালো অত্যেতি, রাত্রয়ঃ ত্বরন্তি পুরুষাণাং ভোগা ন চাপি নিত্যা। যথা পক্ষী ক্ষীণফলং দ্রুমং বৈ ত্যজন্তি, তথা ভোগাঃ উপেত্য পুরুষং ত্যজন্তি।

বঙ্গানুবাদ :— সময় চলিয়া যায়, রজনী ত্বরায় অতিবাহিত হয়। পুরুষের ভোগ নিত্য থাকেনা ; পক্ষী যেমন ক্ষীণ ফল বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ভোগ্য বস্তু সকল তাহাদের সময়মত চলিয়া যায়, কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারেনা।

২১। জহা য ভোঈ—

অন্বয় :— হে ভবী, ভুজঙ্গঃ যথা তনুজং নির্মোচনং হিত্বা মুক্তঃ পলায়তি, এবমেব ভোগা অপি জাতাঃ প্রজহন্তি। অতঃ অহং কথং একঃ ন অনুগমিষ্যামি।

অনুবাদ :— হে ভব্যে, সর্প যেমন নিজের গাত্রজ কঞ্চুক পরিত্যাগ করিয়া, স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, এইরূপ বিষয় সকলও, ভোগ আরম্ভ করিবা মাত্রই ভোগেপ্সুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অতএব ভোগের অনুসরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ হইয়া আমি কেন না প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব ?

তাত্পর্য্য :— সুখকে খুঁজিতে গেলে সুখ পাওয়া যায়না। সুখকে অনুসরণ না করিলে সুখ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা মনস্তত্ত্বের কথা। মিল বলিয়াছেন **"In order to get happiness you must forget it"** সুখ লাভের আকাঙ্খা বিসর্জন করিলে তবে সুখ পাওয়া যায়।

তদ্বত্ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্বে।
স শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী॥

গীতা—২-৭০

২২। বোচ্ছিন্দ সিনেহম্ অপ্পণো—

অন্বয় :— কুমুদং যথা শারদিকং পানীয়ং (জলং, শিশিরং) ব্যুত্ছিনত্তি ( ব্যস্যতি ) তথা ত্বমপি আত্মনঃ স্নেহং ( আসক্তিং ) ব্যুত্ছিন্ধি। স (অথ) সর্ব্বস্নেহ বর্জিতঃ হে গোতম, সময়ং মা প্রমাদীঃ।

অনুবাদ :— কুমুদ যেমন শরত্কালের শিশির ঝাড়িয়া ফেলে, তুমিও তেমন সকল আসক্তি ছিড়িয়া ফেল। তারপর সকল আকাঙ্ক্ষা বিবর্জিত হইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

২৩। হিংসে বালে মুসাবাঈ—

অন্বয় :— মুসাবাঈ মাইল্লে পিসুণে সঢে হিংসে বালে, সুরং মংসং ভুজ্যমানে এয়ং সেয়ং তি মন্নঈ।

সংস্কৃত :— মৃষাবাদী মায়ী পিসুনঃ শঠঃ হিস্রঃ বালঃ সুরাং মাংসং ভুঞ্জান. এতদ্ শ্রেয়স্ ইতি মন্যতে॥

বঙ্গানুবাদ :— বঞ্চনাশীল খল, শঠ, হিংস্র ও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সুরা ও মাংস ভক্ষণই পরম কাম্য বলিয়া গ্রহণ করে।

২৪। কায়সা বয়সা মত্তে—

অন্বয় :— বিত্তে ইত্তিসু য গিদ্ধে কায়সা বয়সা মত্তে, সিসুণাগো মট্টিয়ং ব, দুহউ মলং সঞ্চিণই।

সংস্কৃত :— বিত্তে স্ত্রীষু চ গৃধ্রঃ, কায়েন বচসা মত্তঃ, [ কায়সাইতি সূত্রত্বাত্ ] শিশুনাগঃ ( কিঞ্চুলুকঃ ) মৃত্তিকাং ইব দ্বিধা ( বহির্ অন্তর্ চ ) মলং সঞ্চিণোতি।

বঙ্গ :— কমিনী ও কাঞ্চনে আসক্ত ব্যক্তি, কর্ম্মে ও বচনে প্রমত্ত হয়। কিঞ্চুলুকের ( কেঁচোর ) যেমন শরীরের ভিতরে ও বাহিরে উভয়তই মাটী, তাহার ও তেমন অন্তর ও বাহির উভয়ই মলিন।

২৫। কণ-কুণ্ডকং চইত্তাণং—

অন্বয় :— শূকরঃ কণকুণ্ডকং ( শস্যপাত্রং ত্যক্ত্বা তু বিষ্ঠাং ভুঙ্ক্তে। এবং মৃগঃ ( মূর্খঃ ) শীলং ত্যক্ত্বা, দুঃশীলে রমতে।

অনুবাদ :— [ সুখের মধ্যে ও প্রকার ভেদ আছে। মদ খাইয়া নরদামায় পড়িয়া থাকায় সুখ, আর কালিদাসের মেঘদূত পাঠের সুখ এক প্রকার সুখ নহে। কেহ বা পরের প্রাণ হরণ করিয়া সুখ পায়, কেহ বা পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সুখ পায়। সুখ এই সাধারণ নাম দিয়া উভয়কে একই শ্রেণীতে ফেলান চলে না। সুখ জীবনের উদ্দেশ্য তর্কস্থলে একথা যদি স্বীকার করাও যায়, তথাপি কি রকম সুখ জীবনের উদ্দেশ্য তাহা প্রণিধান করিতে হইবে। কেবল উচ্চ শ্রেণীর সুখই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে। আবার উচ্চ শ্রেণীর সুখ ভোগ করিতে হইলে নিজকেও উন্নত করিতে হইবে।] প্রকৃতি যদি শূকরের মত থাকিয়া যায় তবে শস্য পাত্র ছাড়িয়া বিষ্ঠার দিকেই মন

যাইবে। যে ব্যক্তি মূর্খ, অপকর্ম্মের দিকেই তাহার মন যায়, সচ্চরিত্রতার দিকে যায় না।

২৬। বালা ভিরামেযু-দুহা বহেযু—

অন্বয় ঃ— হে রাজন্, বিরক্তকামানাং শীল গুণে রতানাম তপোধনানাং ভিক্ষূণাম্ যত্ সুখম্, বালাভিরামেষু দুঃখাবহেষু কাম গুণেষু তত্ সুখম্ ন অস্তি।

অনুবাদ ঃ— হে প্রভূত্বাভিমানী জীব, যাহারা ভোগ লালসা দমন করিয়া চরিত্র গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ত্যাগী তপস্বীগণ যেরূপ নির্ম্মল আনন্দের অধিকারী, ভোগসুখেরত ব্যক্তিগণ তাহা কোথায় পাইবে? ভোগ সুখ পরিণামে দুঃখকর। ইহা কেবল মূর্খ-দিগকেই প্রলুব্ধ করিতে পারে।

২৭। মরিহিসি বায়ন্ জয়া তয়া বা—

সংস্কৃত ঃ— হে রাজন্, মনোরমান্ কামগুণান্ (ভোগোপকরণাণি) বিহায়, যদা তদা বা মরিষ্যসি। হে নরদেব, একঃ ধর্ম্মঃ খলু ত্রাণম্। ইহ (ইহলোকে) ইহ (অস্মিন্ মরণে সংপ্রাপ্তে) অন্যত্ কিঞ্চিত্ ত্রাণং নাস্তি।

বঙ্গানুবাদ ঃ— হে প্রভুত্বাভিমানী জীব, মনোরম ভোগোপকরণ সমূহ ত্যাগ করিয়া যে কোনও সময়েই তুমি মরিয়া যাইতে পার। একমাত্র ধর্ম্মই আশ্রয়। ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই শান্তি দিতে পারে না।

---

# তৃতীয়া।

ধর্ম্মযানম্।

১। ধম্মারামে চরে ভিক্খু—

অন্বয় ঃ— ধৃতিমান্ দান্তঃ ব্রহ্মচর্য্য সমাহিতঃ ভিক্ষুঃ ধর্ম্মারামরতঃ ধর্ম্মারামঃ ধর্ম্মসারথিঃ চরেত্।

অনুবাদ :— [সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নয়, কল্যাণই জীবনের উদ্দেশ্য। কাম পুরুষার্থ নয়, ধর্ম্মই পুরুষার্থ। অতএব ] সংযমী ব্যক্তি, দৃঢ়তার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্ম্মকেই পথ ও সারথি ( উপায় ও উপেয় means and end ) জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মানন্দে মগ্ন থাকিবে।

২। অদ্ধানং জো মহান্তম্ তু—

অন্বয় :— য অপাথেয়ঃ মহান্তং অধ্বানং প্রব্রজতি, গচ্ছন্ স ক্ষুধা তৃষ্ণয়া পীড়িতঃ সন্ দুঃখী ভবতি॥

অনুবাদ :— যে ব্যক্তি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে চলিয়াছে, অথচ সঙ্গে পাথেয় কিছু নেয় না, সে যাইতে যাইতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পরে। গন্তব্য স্থলে পৌছিতে পারে না।

৩। এবং ধম্মং অকাউণং—

অন্বয় :— এবং যঃ জনঃ ধর্ম্মং অকৃত্বা পরং ভবং ( পরলোকং ) গচ্ছতি ( গন্তুং প্রক্রমতে ) ব্যাধিভিঃ রোগৈঃ পীড়িতঃ সন্ গচ্ছন্ স দুঃখী ভবতি।

অনুবাদ :—এইরূপ যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে পাথেয় রূপে গ্রহণ না করিয়াই জীবন যাত্রা আরম্ভ করে, সে যাইতে যাইতে ব্যাধি পীড়ায় ( রিপুদিগের উত্তেজনায় ) আক্রান্ত হইয়া, অবসন্ন হয়।

৪। অদ্ধানম্ জো মহান্তম্ তু

অন্বয় :— য জনঃ সপাথেয়ঃ মহান্তং অদ্ধানং প্রব্রজতি, ক্ষুধা তৃষ্ণা বিবর্জ্জিতঃ সন্ গচ্ছন্ স সুখী ভবতি।

অনুবাদ :— দীর্ঘ পথ চলিবার জন্য যে ব্যক্তি পাথেয় সঙ্গে নেয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। সে সুখে পথ অতিক্রম করে।

৫। এবং ধম্মং পি কাউণং—

অন্বয় :— এবং যো জনঃ ধর্ম্মং কৃত্বা পরং ভবং গচ্ছতি, অল্পকর্ম্মা অবেদনঃ সঃ গচ্ছন্ সুখী ভবতি।

অনুবাদ :— এইরূপ যে ব্যক্তি ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার পর পরলোকে প্রস্থিত হয়, পূর্ব্ব কর্ম্ম সকল ক্ষয় পাওয়াতে, তাহার বেদনার কারণ থাকে না। সে সুখী হয়।

৬। চত্তারি পরমঙ্গানি দুল্লহানীহ জন্তুনো

অন্বয় :— ইহ জন্তুনঃ চত্বারি পরমাণি অঙ্গানি (সম্পদ্) দুর্লভাণি—তানি চ, মানুষত্বং, শ্রুতিঃ, (ধর্ম্মশ্রবণং) শ্রদ্ধা, সংযমে বীর্য্যং চ।

অনুবাদ :— এই সংসারে চারিটী বস্তু দুর্লভ—মনুষ্যত্ব, ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণ শ্রদ্ধা ও সংযমে চেষ্টা।

৭। মানুস্সং বিগ্গহং লদ্ধুং—

অন্বয় :— মানুষ্যং বিগ্রহং লব্ধা পুনঃ ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ দুর্লভা, যং ধর্ম্মং শ্রুত্বা তপঃ ক্ষান্তিম্ অহিংস্রতাম্ চ প্রতিপদ্যন্তে।

অনুবাদ :— মনুষ্য জন্মই দুর্লভ। আবার মনুষ্যদের মধ্যে সকলের ভাগ্যে ধর্ম্মোপদেশ লাভের সুবিধা জোটে না। যাহারা সৌভাগ্যশালী, কেবল তাহারাই সাধু মহান্তের সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন, আর তপস্যা (আত্মোত্কর্ষ—self development) ক্ষান্তি ও অহিংসার পথ অবলম্বন করিতে পারেন।

৮। আহচ্চ সবনং লদ্ধুং—

অন্বয় :— স্যাচ্চ (কদাচিত্) শ্রবণং লব্ধা অপি, শ্রদ্ধা পরম দুর্লভা। নৈয়ায়িকং (ন্যায়ানুগতং) মার্গং শ্রুত্বাপি বহবঃ পরিভ্রশ্যন্তি।

অনুবাদ :— দৈবাত্ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেও, বিশ্বাস সহজে হয় না। কোনটা ন্যায্য তাহা জানিবার পর ও (বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাবে) ধর্ম্মপথে চলিবার প্রবৃত্তি জন্মে না।

৯। সুইং চ লদ্ধুং সদ্ধং চ—

অন্বয় :— শ্রুতিং শ্রদ্ধাং চ লব্ধা অপি বীর্য্যং ( উদ্যমঃ ) পুনঃ দুর্লভম্। রোচমানা অপি বহবো এনং বীর্য্যং চ ন প্রতিপদ্যন্তে।

অনুবাদ :— ধর্ম্মোপদেশ হয়ত শুনিতে পাইল, তাহাতে রুচি ও হয়ত হইল, কিন্তু উদ্যমের অভাবে আবার অনেকে ধর্ম্ম পথে চলিতে পারে না। অধ্যবসায় পরম সম্পদ, তাহার অভাবে সাংসারিক বিষয়েও সফলতা লাভ করা যায় না; ধর্ম্মতো দূরের কথা।

১০। মানুসত্তংমি আয়াও—

অন্বয় :— মনুষ্যত্বে আয়াতঃ যঃ তপস্বী ধর্ম্মং শ্রুত্বা শ্রদ্ধধাতি, বীর্য্যং লব্ধা সংবৃতঃ স রজঃ নির্ধুনোতি।

অনুবাদ :— মনুষ্য জন্ম লাভ করিবার পর সৌভাগ্য বশতঃ যাহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার অবসর মিলে, তাহাতে রুচি জন্মে, আর উদ্যম ও থাকে, আত্মসংযত কেবল সেই সাধকই মালিন্য হইতে মুক্তি পায়।

১১। সোহী উজ্জুয় ভূয়সৃস—

অন্বয় :— ঋজু-ভূতস্য শুদ্ধিঃ, শুদ্ধস্য চ ধর্ম্মঃ তিষ্ঠতি ততঃ ঘৃতসিক্তঃ পাবক ইব নির্ব্বাণম্ পরমং ( সুষ্টু ) যাতি।

অনুবাদ :— প্রযত্নশীল সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ( ইন্দ্রিয়গণ সাধককে আকৃষ্ট করে না ), তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অবিচলিত থাকে। ঘৃত সিক্ত পাবক যেমন উজ্জ্বল হয়, সাধক ও তখন নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া স্বমহিমায় দেদীপ্যমান হয়—কোনও কলঙ্ক তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কাহারও নিকট তাহাকে মাথা নোয়াইতে হয় না।

১২। চউরঙ্গং দুল্লহং মত্তা -

অন্বয় :— ( মনুষ্যত্ব-শ্রুতি-শ্রদ্ধা-বীর্য্যরূপং ) চতুরঙ্গং দুর্লভং মত্বা, সংযমং প্রতিপদ্য, তপসা ধূতকর্ম্মাংশঃ, শাশ্বতঃ সিদ্ধঃ ভবতি॥

অনুবাদ ঃ— চতুরঙ্গকে দুর্ল্লভ মনে করিয়া, সংযম অবলম্বন করিবে। তাহা হইলে কর্ম্ম বীজ নষ্ট হইবে, কিছুরই আর আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। ইহাই চিরন্তন সিদ্ধি।

১৩। লদ্ধূণ বি মানুষত্তণং—

অন্বয় ঃ— মানুষত্বং লব্ধাপি আর্য্যত্বং পুনরপি দুর্ল্লভম্। বহবঃ ম্লেচ্ছা দস্যবঃ ভবন্তি। হে গৌতম ( ইন্দ্রভূতে ) সময়ং মা প্রমাদয়েত্।

অনুবাদ ঃ— মনুষ্যত্ব লাভ হইলেও আর্য্যকুলে জন্ম আরও দুর্ল্লভ। কারণ ম্লেচ্ছগণ প্রায়ই পরাস্বপহারী। হে গৌতম, [ তুমি আর্য্যকুলে জন্ম লাভ করিয়াছ ] এই দুর্ল্লভ জন্ম অপব্যয়িত করিওনা।

১৪। জহা সাগটিও জাণং—

অন্বয় ঃ— যথা শাকটিকঃ জানন্নপি অজ্ঞইব সমং মহাপথং হিত্বা বিষমং মার্গং অবতীর্ণঃ, ততঃ অক্ষে ভগ্নে সতি শোচতি এবং ঃ—

অনুবাদ ঃ— কোনও গাড়ীর চালক, কুপথে গেলে আপদ্ ঘটিতে পারে ইহা জানিয়াও, সাময়িক সুবিধার দুরাশায়, প্রশস্ত রাজপথ ছাড়িয়া দিয়া কুপথে চলিতে গিয়া গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তারপর কাঁদিতে থাকে।

১৫। এবং ধর্ম্মং বিউক্কম্ম—

অন্বয় ঃ— এবং ধর্ম্মং ব্যুতক্রম্য অধর্ম্মং প্রতিপদ্য বালঃ মৃত্যু-মুখং প্রাপ্তঃ অক্ষে ভগ্নে ইব শোচতি।

অনুবাদ ঃ— মূর্খ ব্যক্তির ও এই অবস্থা। সে সাময়িক সুবিধার আশায়, ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার ফলে তাহার অশান্তি কেবল বাড়িয়াই যায়, সে লক্ষ্যে পৌছিতে পারে না। তারপর যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যে ভগ্নাঙ্গ গন্ত্রী-চালকের ন্যায় কাঁদিতে থাকে।

১৬। জরা মরণ বেগেণ

অন্বয়— জরা মরণ বেগেন বহ্যমানানাং প্রাণিনাঃ ধর্ম্ম-দ্বীপঃ এব প্রতিষ্ঠা গতিঃ উত্তমং শরণং চ ভবতি।

অনুবাদ :— জরা ও মরণের বেগে জীবগণ স্থান ভ্রষ্ট হইয়া বাহিত হইতেছে। তাহাদের পক্ষে ধর্ম্ম-দ্বীপই উত্তম প্রতিষ্ঠা গতি ও আশ্রয়।

১৭। ইহ এস ধম্মে অক্খাএ

অন্বয় :— ইহ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞেন কপিলেন এষঃ ধর্ম্মঃ আখ্যাতঃ। যে ইমং কুর্বন্তি তে তরিষ্যন্তি ; তৈঃ দ্বৌ লোকৌ আরাধিতৌ।

অন্বয় :— বিশুদ্ধ প্রজ্ঞ কপিল এই ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহারা ইহা অনুষ্ঠান করে, তাহারা মুক্ত হয়। ইহলোক ও পরলোক তাহাদের আয়ত্ত হয়।

তাত্পর্য্য :— "প্রেয়সকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়সকে গ্রহণ করিতে হইবে," "প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষে মনঃ স্থির করিতে হইবে," জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ কপিল এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। যিনি এরূপ করেন তিনি দুঃখ ও পাপ হইতে মুক্তি পান। ইহলোকে ও পরলোকে তাহার প্রাপ্তব্য আর কিছুই থাকে না।

১৮। বিযাণিয়া দুক্খ বিবদ্ধনম্ ধনম্

অন্বয় :— ধনং দুঃখ বিবর্দ্ধনং বিজানীয়াত্। মমত্ব বন্ধং চ মহাভয়া বহং বিজানীয়াত্। ততঃ সুখাবহং নির্ব্বাণ গুণাবহং অনুত্তরং ধর্ম্ম-ধুরং ধারয়।

অনুবাদ :— ধন সম্পদ্কে কেবল দুঃখ জনক বলিয়া জানিবে। মমত্ব বুদ্ধি বশতঃ যে আসক্তি, তাহা কেবল বিচ্ছেদের ভয়ে মানুষকে ভীত করে। অতএব ধর্ম্মের ভার বহন কর—তাহা পরিণামে সুখকর, নির্ব্বাণ বিধায়ক, আর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কাম্য।

# চতুর্থী।

প্রজ্ঞানিষ্ঠা।

১। সাহু গোয়ম পন্না তে—

অন্বয় :— হে গৌতম, তে প্রজ্ঞা সাধু। মে অয়ং সংশয়ঃ ছিন্নঃ। মহ্যম্ অন্যঃ অপি সংশয়ঃ অস্তি, গৌতম তং মে কথয়।

অনুবাদ :— হে গৌতম, আপনার বুদ্ধি প্রশংসনীয়। আমার এই সংশয় দূর হইয়াছে। কিন্তু আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা আমাকে বলুন।

২। অচেলগো য জো ধম্মো—

অন্বয় :— যঃ অয়ং অচেলকঃ ধর্ম্মঃ মহাবীরেণ বর্ধমানেন দেশিতঃ, যশ্চ অয়ং সান্তরোত্তরঃ ধর্ম্মঃ মহামুণিনা পার্শ্বেন দেশিতঃ।

অনুবাদ :— এই যে দিগম্বরত্ব-প্রধান নিয়ম, যাহা মহাবীর বর্ধমান নির্দেশ করিয়াছেন, আর এই যে শাট-পট-সমন্বিত নিয়ম যাহা মহামুনি পার্শ্বনাথ নির্দেশ করিয়াছেন।

৩। এগ কজ্জ পবন্নাণং—

অন্বয় :— এক কার্য্য প্রপন্নানাং বিশেষে কিং নু কারণম। হে মেধাবি, লিঙ্গে ( বেশে ) দ্বিবিধে সতি কথং তে ( কস্যাপি ) বিপ্রত্যয়ঃ ন ভবতি।

অনুবাদ :— উভয়ের উদ্দেশ্য যখন এক, তখন এই পার্থক্যের কারণ কী? হে মেধাবি, বেশ ভূষা যদি দুই রকম করা হয়, তবে কোনটি ঠিক, সেই উপলক্ষ্যে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে।

৪। কেসি মেবং বুবাণং তু —

অন্বয় :— এবং ব্রুবাণং কেশিং গৌতমস্তু ইদম্ অব্রবীত্। বিজ্ঞানেন ( বুদ্ধ্যা ) সমাগম্য ( আলোচ্য ) ধর্ম্ম-সাধনং ইচ্ছিতং।

অনুবাদ :— কেশি এইরূপ বলিলে, গৌতম বলিলেন, ধর্ম্মের প্রকৃত সাধন কী নানাবিধ বিচার করিয়া তাহা স্থির করা হয়।

৫। পচ্চয়ত্থং চ লোগস্স—

অন্বয় :— যাত্রার্থং ( স্বীয় জীবন যাত্রা-নির্বাহার্থং ) গ্রহণার্থং চ ( অপরেষাং বোধায় চ ) লোকে লিঙ্গস্য ( বিশিষ্ট-বেশ-ভূষাণাং প্রয়োজনম্ অস্তি। লোকস্য প্রত্যয়ার্থং ( প্রতীত্যৈ ) এব নানাবিধানাম্ লিঙ্গানাম্ বিকল্পনম্ ভবতি।

অনুবাদ :— গৃহী সংন্যা ী প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ জীবন যাত্রার সুবিধার জন্য, এবং কে কী ত হা যেন লোকে সহজেই বুঝিতে পারে এই জন্যই, বিশিষ্ট চিহ্নধা ণের প্র যাজন আছে। লোকের বুঝিবার সুবিধার জন্যই নানাবিধ বেশ ধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৬। অহ ভবে পইন্না তু—

অন্বয় :— অথ ভবে প্রতিজ্ঞা ( প্রজ্ঞা ) তু মোক্ষস্য সদ্ভূত সাধনা। যা চ জ্ঞানং দর্শনং চরিত্রং চ ইতি নিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ :— এই সংসারে প্রজ্ঞাই ( conscience = বিবেক ই ) মোক্ষের যথার্থ সাধন। জ্ঞান, দর্শন ( বিশ্বাস ) ও চরিত্রে প্রজ্ঞার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাই মূল সত্য।

তাত্পর্য্য :— বিবিধ সম্প্রদায় ক্ষেত্রানুযায়ী নানাবিধ আচার গ্রহণ করিয়াছে। এই আচারগুলি নৈমিত্তিক মাত্র ( accidental )। প্রজ্ঞার আদেশ অনুবর্তনই ধর্মের নিত্য ( যথার্থ ) লক্ষণ। যে জন প্রজ্ঞার আদেশ মানিয়া চলে, আচার পালনের ত্রুটি সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি ধার্মিক। যে জন প্রজ্ঞার আদেশ লঙ্ঘন করে, আচারের বাহুল্য সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি অধার্মিক। কর্তব্য কী তাহা নিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হইওনা। প্রজ্ঞাই তাহা তোমাকে বলিয়া দিবে। প্রজ্ঞাই কর্তব্য কী তাহা বুঝাইয়া

দেয় ( জ্ঞান ) ; কর্তব্য পালনে আগ্রহ দেয় ( দর্শন ) ; এবং আচরণে তাহা প্রকটিত করে ( চরিত্র )। জ্ঞান, বিশ্বাস ও আচরণে (**Knowledge, Faith and Action**) প্রজ্ঞার প্রকাশ।

৭। পতিকমামি পসিনানং—

অন্বয় :— প্রশ্নান্ পরমন্ত্রান্ বা প্রতিক্রমামি ( অতিক্রামেত্ )। অথ অহোরাত্রং উত্থিতং ইতি বিদিত্বা তপঃ চরেত্।

অনুবাদ :— [ "বাজে তর্কে আমি কাণ দিব না।] নানা প্রশ্নের ও নানা সিদ্ধান্তের কথা শুনিবার আমার কি প্রয়োজন আছে ? দিন রাত্রি যেরূপ সুস্পষ্ট, ধর্ম্ম ও সেইরূপ সুস্পষ্ট" ইহা জানিয়া সাধক নিজের আস্থা অনুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন।

তাত্পর্য্য :— "নানা মুনির নানা মত" এই অজুহাতে যে জন 'ধর্ম নাই' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, তাহার ধর্ম লুপ্ত হয়। "ধর্ম ( কর্তব্য ) আছে" এই বিশ্বাস করিয়া যে নর চরিত্র গঠনে অগ্রসর হয়, ধর্মের রূপ তাহার নিকট ক্রমশঃ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইতে থাকে।

৮। জং চ মে পুচ্ছসি কালে—

অন্বয় :— যচ্চ সম্যক্ শুদ্ধেন চেতসা অস্মিন্ কালে মাং পৃচ্ছসি, তদ্ বুদ্ধঃ প্রাদুরকরোত্ ; তদ্ জ্ঞানং জিন শাসনং।

অনুবাদ :— তুমি সরল অন্তঃকরণে এখন আমাকে যাহা প্রশ্ন করিতেছ, তাহার সকলই বুদ্ধ উত্তর দিয়া গিয়াছেন। এই উত্তরই জিন-শাসন।

তাত্পর্য্য :— শুদ্ধ চিত্তে [ জানিবার অভিপ্রায়ে, বিপক্ষকে বাক্‌ছল দ্বারা পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে নহে ] যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয়, "মূল-সূত্রে" তাহাদের উত্তর পাওয়া যাইবে। ইহাই শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা।

৯। নানা রুইং চ ছন্দং চ—

অন্বয় ঃ— সংযতঃ নানা রুচিং ছন্দং চ পরিবর্জ্জয়েত্। যে সর্ব্বার্থাঃ তে প্রায়শঃ অনর্থাঃ ( কস্যাপি কৃতে অপর্য্যাপ্তাঃ ) ইতি বিদ্ব ( জ্ঞাত্বা ) অনুসঞ্চরেত্।

অনুবাদ ঃ— সাধক নানাবিধ রুচি ও ছন্দের ধন্ধে পড়িবেন না, নিজের নিষ্ঠায় দৃঢ় থাকিবেন। যাহা সর্ব্বসাধারণের জন্য কল্পিত, প্রায়ই তাহা নিজের প্রয়োজনের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত, ইহা জানিয়া সাধক বিচরণ করিবেন। [ সাধারণের মাপে যে জামা তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহা নিজের গায়ে ভাল করিয়া লাগিবে না, একথা বুঝা উচিত। নিজের বিশিষ্ট সংস্কার ও প্রবণতা যাহা আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবন গঠন করা উচিত। "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ পরধর্ম্মাত্ স্বনুষ্ঠিতাত্।"

১০। সর্ব্বে তে বিইয়া মজ্ঝম্—

অন্বয় ঃ— তে সর্ব্বে মহ্যম্ বিদিতাঃ, মিথ্যা দৃষ্টিঃ ইতি অনাদৃতাঃ। পরে লোকে বিদ্যমানে সতি, আত্মকং সম্যক্ জানামি।

অনুবাদ ঃ— এই সব নানাবিধ উদ্ভট মতের কথা আমি জানি। তাহারা ভ্রান্ত ইহা জানিয়া আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। "পরকাল আছে, আর আত্ম নির্দ্দেশই ধর্ম্ম সাধনার পক্ষে পর্য্যাপ্ত" ইহাই সার কথা। নিজের আত্মা যে নির্দ্দেশ দেয় তাহা অনুসরণ করিয়াই নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়। নিঃশ্রেয়সের পথ জানিবার জন্য নানাবিধ মত বাদের আলোচনার প্রয়োজন নাই।

১১। অজ্জেব ধর্ম্মং পটি বজ্জয়ামো –

অন্বয় ঃ— অদ্য এব ধর্ম্মং প্রতিপদ্যামহে। যস্মিন্ প্রতিপন্না ( আশ্রিতাঃ ) নঃ পুনর্ ভবিষ্যামঃ। নঃ অনাগতং ( অলব্ধং—লব্ধব্যম্ ) চ কিঞ্চিদপি নাস্তি। শ্রদ্ধা নঃ রাগম্ বিনেতুং ক্ষমা ( সমর্থা )।

অনুবাদ ঃ— আজই জিন ধর্ম্মকে ( জ্ঞান মার্গকে ) অবলম্বন করিব। ইহাই উত্তম ধর্ম্ম—অতএব ইহা ছাড়িয়া পুনরায় অন্য কোন ও ধর্ম্ম অবলম্বনের সম্ভাবনা নাই। আমার কোনও কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই—অতএব লব্ধব্য বলিয়া কিছুই নাই। সকলই পাইয়াছি বলা যাইতে পারে। কারণ শ্রদ্ধা ( যাহা পাই তাহাতেই সন্তুষ্টি, এইরূপ বুদ্ধি ) জন্মিলে কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা আর থাকে না।

১২। সয়ং গেয়ং পরিচ্চজ্জ

অন্বয় ঃ— যঃ স্বকং গৃহং পরিত্যজ্য পরগৃহে ব্যাপারয়তি ( বিচরতি , নিমিত্তেন ( লাভম্ উদ্দিশ্য ) ব্যবহরতি, স পাপ-শ্রমণঃ ইতি উচ্যতে॥

অনুবাদ ঃ— যে নিজের আস্থা ( মত ) পরিত্যাগ করিয়া, পরের আস্থা অনুযায়ী চলে, আর কোনটা উচিত কোনটাঅনুচিত তাহা বিবেচনা না করিয়া, কিসে লাভ ও কিসে ক্ষতি হইবে কেবল তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলে, সে পাপ শ্রমণ বলিয়া কথিত হয়।

১৩। সন্তি মে চ দুবে ঠানা—

অন্বয় ঃ— ইমে চ দ্বে স্থানে ( নিষ্ঠে ) স্তঃ, যা মরণান্তিকা আখ্যাতা। তদ্ একং অকাম মরণং, দ্বিতীয়ং সকাম মরণম্।

অনুবাদ ঃ— দুইটি বিভিন্ন গতি আছে—মরণকালে লোকে যাহা পায়। একটীর নাম অকাম মরণ ও অপরটীর নাম সকাম মরণ।

১৪। বালাণং অকামং তু

অন্বয় ঃ— বালানাং তু অকাম মরণং। তদ্ চ অসকৃত্ ভবেত্। পণ্ডিতানাং তু সকামং মরণং। তদ্ চ উত্কর্ষেণ বর্ত্ততে, সকৃত্ চ ভবতি।

অনুবাদ ঃ— মূর্খদিগের যে মৃত্যু তাহা অনিচ্ছা মৃত্যু ( কারণ কোনও সময়েই সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না )। এরূপ অকাম মরণ জীবনে অনেকবার হয়—যতবার মৃত্যু ভয় হয়, ততবারই মৃত্যু-যন্ত্রণা হয় বলা চলে। পণ্ডিতদিগের মৃত্যু সকাম মরণ, কারণ তাহাদের কোনও

আকাঙ্ক্ষাই নাই, অতএব তাহারা সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। এইরূপ মৃত্যু উৎকৃষ্ট মৃত্যু। ইহা জীবনে একবারই হয়—কারণ কেবল মৃত্যু সময় ছাড়া অন্য সময় তাহারা সে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে না।

**Cowards die many times before their death.**
**The valiant never tastes of death but once.**

১৫। জে অসংখয়া তুচ্ছা পরপ্পবাঈ

অন্বয় :— অসংস্কৃতা. তুচ্ছা পর্ প্রবাদিনঃ যে সন্তি, তে প্রিয়-দ্বেষানুগতাঃ সন্তঃ পরবশাঃ ভবন্তি। তত্ চ অধর্ম্মং ইতি জুগুপ্সমানঃ যাবত্ শরীর ভেদঃ, তাবত্ গুণং কাঙ্ক্ষেত্।

অনুবাদ :— যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য নহে, ( জ্ঞান উপার্জ্জন করে নাই ) সে নিঃসার। নিজের বিচার—নাই, অপরে যাহা বলে তাহাই বিশ্বাস করে। এইরূপ ব্যক্তি রাগদ্বেষের কবলে পড়িয়া আত্ম-স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। রাগদ্বেষ দ্বারা চালিত হওয়াই অধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ না করিয়া দেহপাত পর্য্যন্ত গুণোত্কর্ষ অর্জ্জন করিতে থাকিবে। চরিত্র গঠনই ধর্ম্ম-সাধনা, আর সুখের প্রলোভনে ধাবিত হওয়াই অধর্ম্ম।

১৬। চরিত্ত মায়ার গুণন্নিএ তও

অন্বয় :— ততঃ চরিত্রাচার গুণান্বিতঃ [মকারঃ লাক্ষণিকঃ]। অনুত্তরং সংযমং পালয়িত্বা, নিরাশ্রবঃ ( সর্বদোষ মুক্তঃ ) কর্ম্ম সংক্ষপয্য বিপুলোত্তমং ধ্রুবং স্থানং উপৈতি।

অনুবাদ :— যিনি সচ্চরিত্র ও সদাচার, কঠোর সংযম দ্বারা তিনি সর্ব্বদোষ মুক্ত হন। তাহার কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া যায়, তারপর তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্রুব স্থান পান।

১৭। পসুবন্ধা সব্ববেয়া—

অন্বয় :— সর্ব্বে বেদাঃ পশুবন্ধাঃ। ইষ্টং চ পাপ কর্ম্ম ভবতি। এতানি দুঃশীলং ন ত্রায়ন্তে। ইহ কর্ম্মাণি ( চরিত্রং এব ) বলবত্।

অনুবাদ :— বেদে পশু বন্ধন উপদিষ্ট আছে। পশুবধমূলক যজ্ঞ, হীন কর্ম্ম। যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র, সে যজ্ঞ করিয়া ত্রাণ পায় না—দুঃখ ও পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না। চরিত্রই প্রধান কথা—একমাত্র সচ্চরিত্রতাই দুঃখের যন্ত্রণা ও পাপের আকর্ষণ হইতে মুক্তি দিতে পারে।

১৮। কম্মুণা বম্ভণো হোই –

অন্বয় :— কর্ম্মণা ব্রাহ্মণঃ ভবতি, কর্ম্মণা ক্ষত্রিয়ঃ ভবতি, কর্ম্মণা বৈশ্যঃ ভবতি, কর্ম্মণা এব শূদ্রস্তু ভবতি।

অনুবাদ :— লোকে কর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, কর্ম্মদ্বারাই ক্ষত্রিয় হয়, কর্ম্মদ্বারাই বৈশ্য হয়, শূদ্র ও কর্ম্মদ্বারাই হয় [জন্ম দ্বারা নহে]।

১৯। বাদং বিবিহং সমিচ্চ লোএ—

অন্বয় :— লোকে বিবিধংবাদং ( মতবাদং ) সমেত্য জ্ঞাত্বা , সহিতঃ ( সংঘ ভুক্তঃ ) খেদানুগতঃ ( সংযমানুগতঃ কোবিদাত্মা ( আত্মজ্ঞঃ ) প্রজ্ঞঃ অভিভূয় ( জিত্বা—জয়শীলঃ ) সর্বদর্শী, উপশান্তঃ অভিহেঠকঃ ( সর্বত্যাগী ) য তিষ্ঠতি, স ভিক্ষুঃ।

অনুবাদ :— সংসারে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। তাহা শুনিয়া ও যিনি স্বীয় পরিনিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু, সত্ সঙ্গপ্রিয়, সংযত, আত্মবিত্, প্রজ্ঞাবান্, জয়শীল ও উপশান্ত থাকিয়া সর্ব-কামনা পরিত্যাগ করেন, তিনিই ভিক্ষু।

২০। এষ ধর্ম্মে ধ্রুবে নিচ্চে—

অন্বয় :— এষ জিন-দেশিতঃ ধ্রুবঃ শাশ্বতঃ ধর্মঃ। অনেন সিদ্ধাঃ সিধ্যন্তি, অপরে চ সেত্স্যন্তি।

অনুবাদ :— ইহাই জিন দেশিত শাশ্বত ধর্ম পথ। ইহা অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্ববর্তি সিদ্ধগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, পরবর্তিগণ ও ইহাদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিবেন।

# পঞ্চমী।

## অহিংসা।

১। অজ্ঝত্থং সববও সববং—

অন্বয়ঃ— অধ্যাত্মং সর্ব্বং সর্ব্বতঃ ( অধ্যাত্মা সর্ব্বং ভবতি; সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ এব জনে একঃ অধ্যাত্মা বর্ত্ততে ) অতঃ প্রাণান্ প্রিয়াত্মকান্ দৃষ্ট্বা ভয় বৈরাত্ উপরতঃ সন্ প্রাণিনঃ প্রাণান্ ন হন্যাত্।

অনুবাদ:— সর্ব্বত্র সকলে একই অধ্যাত্মা. ইহা উপলব্ধি করিবে। প্রাণ সকলেরই প্রিয় ইহা জানিয়া, কোন প্রাণিরই প্রাণে আঘাত দিবে না। সমস্ত বৈরই ভয় হইতে জাত—শত্রু আমাকে আঘাত করিতে পারে, এই ভয়েই লোকে শত্রুকে আঘাত করিয়া বসে। যাহার ভয় নাই, মৃত্যু ভয় যে করে না, শত্রু আঘাত করিবে এই আশঙ্কায় সে ভীত নয়, সে কাহাকেও আঘাত করিতে যায় না।

সর্ব্বভূতে সমদর্শন বা অহিংসা আধ্যাত্মিক জীবনের মূল তত্ত্ব। এই শ্লোকে সেই মূল তত্ত্বের সূত্রপাত করা হইল।

এই স্থানে আমরা গৌতম বুদ্ধের ভাষায়ও মূল স্থত্রটী স্মরণ করিতে পারি।

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং প্রিয়ং।
অত্তানং উপমং কিত্বা ন হনেথ্য ন ঘাতয়ে॥

ধর্ম্মপদ ১০—১

"অত্তানং উপমং কিত্বা—" গীতার ভাষায় বলিলে দাঁড়ায়—সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

আর যীশু খ্রীষ্টের **golden rule** :—

**Do to others as you would that they should do to you.**

২। জে পাপকম্মেহি ধনং মনুস্সা—

অন্বয় ঃ— যে মনুষ্যাঃ অমতিং গৃহীত্বা পাপকর্ম্মভিঃ ধনং সমাদদতে, পাশ প্রবর্ত্তিতাঃ ( লোভাহতাঃ ) বৈরানুবন্ধাঃ ( কলুষ কলঙ্কিতাঃ ) সন্তঃ তে নরাঃ তদ্ ধনং প্রহায় নরকং উপযন্তি।

অনুবাদ ঃ— যে ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ, ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করতঃ পাপ কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, সেই অর্থ ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হয়। অর্থের সহিত বিচ্ছেদ তাহার ঘটেই। উপরন্তু লোভ বশতঃ নিজকে কলঙ্কিত করিয়া সে নিরয়গামী হয়। জাতি দেয় বটে, কিন্তু তাহার পেট ভরে না। সুখের লোভে পাপ কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহার লাভ হয় নরক।

৩। মাসে মাসে চ জো বালো—

অন্বয় ঃ— যঃ বালঃ মাসে মাসে কুশাগ্রেণ এব ভুঙ্‌ক্তে, স অপি সংখ্যাত ধর্ম্মস্য ষোড়শীং কলাং ন অর্হতি।

অনুবাদ ঃ— যদি কেহ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, মাসে একবার মাত্র কুশাগ্র পরিমিত ভোজন গ্রহণের কষ্ট স্বীকার ও করে, তথাপি সে সংন্যাসাশ্রমের ষোল ভাগের এক ভাগ পুণ্য ও অর্জ্জন করিতে পারে না।

৪। তুলিয়া বিশেষম্ আদায়—

অন্বয় ঃ— ক্ষান্তিকঃ মেধাবী তুলয়া দয়া ধর্ম্মস্য বিশেষং আদায় তথা ভূতেন আত্মনা বিপ্রসীদেত্।

অনুবাদ ঃ— তিতিক্ষু পণ্ডিত তুলনাদ্বারা সাম্যবাদের উত্‌কর্ষ উপলব্ধি করিবেন, এবং নিজে সমদর্শী হইয়া সমদর্শিতার আনন্দ উপভোগ করিবেন।

তাত্‌পর্য্য ঃ— যে নর অপরকে নিজের তুল্য মনে করে, সে কি সমদর্শী না হইয়া পারে? আর যে জন অপরকে নিজের সমকক্ষ মনে

করে না, অপর কেহ তাহার উপর অত্যাচার করিলে তাহার কী বলিবার আছে? একটু বিবেচনা করিলেই সাম্যবাদের উত্‌কর্ষ, সর্বভূতে সমদর্শনই যে ধর্মের মূল, তাহা সহজেই প্রতীত হইবে।

৫। তুব্‌ভেত্থ ভো ভারধরা গিরাণম্—

অন্বয়ঃ— অত্র যূয়ং ভো গিরাণাং ভাবধরাঃ, যতঃ বেদান্ অধীত্য অর্থং ন জানীথ। মুনিনঃ উচ্চাবচানি ( সমত্বেন ) চরন্তি। তানি এব সুপেশলানি ক্ষেত্রাণি।

অনুবাদ :— তোমরা কেবল শব্দের বোঝা বহিয়া ফির, কারণ বেদ পড়, অথচ তাহার অর্থ জান না, মুনিগণ সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকেন। তাহারাই উত্তম ক্ষেত্র।

৬। ন বি মুণ্ডিএণ সমণো—

অন্বয় :— নাপি মুণ্ডিতেন শ্রমণঃ ভবতি, ন ওঁকারেণ ব্রাহ্মণো ভবতি, অরণ্য বাসেন ন মুনিঃ ভবতি, কুশচীরেণ বা তাপসো ন ভবতি।

অনুবাদ :— মস্তক মুণ্ডন করিলেই মানুষ শ্রমণ হয় না, ওঁকার উচ্চারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, অরণ্যে বাস করিলেই মুনি হয় না, কিম্বা কুশনির্ম্মিত চীবর পরিধান করিলেই তাপস হয় না।

৭। সময়াএ সমনো হোই—

অন্বয় :— সমতয়া শ্রমণঃ ভবতি, ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রাহ্মণঃ ভবতি, জ্ঞানেন মুনিঃ ভবতি, তপসা তাপসঃ ভবতি।

অনুবাদ :— সর্বভূতে সমদর্শন দ্বারা লোকে শ্রমণ হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা লোকে ব্রাহ্মণ হয়, জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা মুনি হয়, আর ব্রত পালন দ্বারা তাপস হয়।

৮। অসংখয়ং জীবিয়ং মা পমায়এ—

অন্বয় :— অসংস্কৃতং ( অবর্দ্ধনীয়ং ) জীবিতং মা প্রমাদয়েত্ ( প্রমাদেন ক্ষপয়েত্ )। জরোপনীতস্য খলু ত্রাণং নাস্তি। হে প্রমত্ত

জন, এবং বিজানীহি, অযতাঃ হিংস্রাঃ কং নু বৈ ( আশ্রয়ং ) গ্রহিষ্যন্তি ॥

অনুবাদ ঃ— শত চেষ্টা দ্বারাও আয়ু বাড়ান যায় না। অতএব বৃথা কাজে সময় ক্ষেপ করিয়া জীবনকে নষ্ট হইতে দিওনা। যখন জরা উপস্থিত হইবে, তখন আর চেষ্টা করিবার শক্তি থাকিবে না। এখনই ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। ভ্রান্ত তুমি ভাবিয়া দেখ, যাহারা অপরকে হিংসা করে, তাহারা কোন বিধিকে জীবনের সূত্র রূপে গ্রহণ করিবে, কোন নিয়ম দ্বারা কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিবে ?

৯। ন তং অরী কণ্ঠছেত্তা করেই—

অন্বয় ঃ— কণ্ঠছেত্তা অরিঃ তস্য তম্ অনর্থং ন করোতি, আত্মীয়া দুরাত্মতা যম্ ( অনর্থং ) তস্য করোতি। মৃত্যু মুখং তু প্রাপ্তে দয়াবিহীন ( কস্যাপি অনুকম্পাং ন লভমানঃ ) সঃ পশ্চানুতাপেন নাথতি (ব্যথতে)।

অনুবাদ ঃ— নিজের দুঃশীলতা মানুষের যাদৃশ অনিষ্ট করে, কোনও প্রাণঘাতী শত্রু তাহা করিতে পারে না। ঈদৃশ দুঃশীল ব্যক্তি, যখন সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়, তখন অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া কাঁদিতে থাকে। কিন্তু নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিয়াছে এই জন্য কাহারও অনুকম্পা লাভ করে না।

১০। চিরম্পি সে মুণ্ডরুই ভবিত্তা—

অন্বয় ঃ— অস্থিরব্রতঃ তপোনিয়মাত্ ভ্রষ্টঃ স, চিরম্ অপি মুণ্ডরুচিঃ ভূত্বা, চিরমপি আত্মানং ক্লেশয়িত্বা সম্পরায়ে পারগঃ ন ভবতি।

অনুবাদ — এইরূপ ব্যক্তি অস্থির চিত্ত হয়, আর সহজেই তপস্যার নিয়ম ভঙ্গ করে। সে যদি চিরকাল ও মুণ্ডিত মস্তকে থাকে, যদি সে চির জীবন ও নিজকে ক্লেশ দেয়, তথাপি সে মুক্তিপথে পারগ হইতে পারে না।

১১। হিংসে বালে মুখাবাঈ—

অন্বয় — বালঃ হিংসঃ মৃষাবাদী ভূত্বা অধ্বনি বিলুপ্যতি। মায়ী শঠঃ অন্যদর্থহরঃ স্তেনঃ স কং ন হরেত্?

অনুবাদ — মূর্খ বিষমদর্শী মিথ্যাচরণ অবলম্বন করিয়া পথ ভ্রষ্ট হয়। প্রবঞ্চক শঠ পরস্বাপহারী সেই চোর, কাহার ধন না হরণ করে?

তাত্পর্য্য — একবার পাপ পথে পদার্পণ করিলে তাহার আর শেষ নাই, কোথায় গিয়া যে থামিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সাম্যবাদের অভাব কিম্বা হিংসাই [ অপরকে নিজের তুল্য জ্ঞান না করাই ], পাপ পথে প্রথম পাদক্ষেপ। সমদৃষ্টি থাকিলে কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না, চুরি করিতে পারে না। কারণ অপরে তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার করুক, ইহা সে চায় না।

১২। ইত্থী বিসয় গিদ্ধে য—

অন্বয় — স্ত্রী বিষয় গৃদ্ধঃ সঃ মহারম্ভপরিগ্রহঃ সন্, সুরাং মাংসং ভুঞ্জানঃ, পরিবৃঢ়ঃ পরন্তপঃ ভবতি।

অনুবাদ — কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া সেই ব্যক্তি কত কাণ্ডই না করে। সুরা মাংস খাইয়া মোটা হয়, আর লোকের উপর অত্যাচার করে।

তাত্পর্য্য — কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত ব্যক্তির শক্তি বৃদ্ধি পাইলে, তাহার আর কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান থাকে না। ক্রমেই সে নিরয়গামী হইতে থাকে।

১৩। অয় অক্কর ভোঈ য—

অন্বয় — অজ কর্কট ভোজী স তুন্দিলঃ চিতলোহিতঃ ভবতি। পরন্তু যথা এলয়ঃ ( মেষঃ ) এশং ( অতিথিং ) প্রাপ্নোতি, তথা সোঽপি নরকে আয়ুষং কাঙ্ক্ষতি।

অনুবাদ — পাঠার মাংস খাইয়া খাইয়া তাহার ভুড়ি মোটা হয়, রক্ত বাড়ে। পরন্তু এই বৃদ্ধির সার্থকতা কী? গৃহস্থ যেমন মেষ পালন করিয়া উহাকে খাওয়াই মোটা করে, কিন্তু অতিথি আসিলেই উহার মস্তক ছেদন করে, সেইরূপ নারকীয় যন্ত্রণাই এই জীবনের পরিণাম।

তাত্পর্য্য — ক্ষণিক সৌভাগ্যে উত্ফুল্ল হইও না। পরিণাম কী, ভাবিয়া দেখ।

১৪। খিপ্পং ন সক্কেই বিবেগমেউং—

অন্বয় — ক্ষিপ্রং বিবেকং এতুং ন শক্নোতি। তস্মাত্ কামান্ প্রহায় সমুত্থায়, মহর্ষিঃ লোকং সময়া সমেত্য (প্রাণি সমূহং সমতয়া জ্ঞাত্বা) আত্মরক্ষী অপ্রমত্তঃ চর।

অনুবাদ — একদিনেই সমদর্শিতায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। (এখন হইতেই অভ্যাস করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিবে)। এইজন্য এখনই উদ্যোগ কর, ভোগ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া, মুনিদের মত, সর্ব্বভূতে সমদর্শন করতঃ অধ্যাত্মাকে সঞ্জীবিত রাখিয়া, অপ্রমত্ত ভাবে বিচরণ করিতে থাকে।

১৫। সিউ মদ্দব সম্পন্নো—

অন্বয় — মৃদুঃ মার্দবসংপন্ন গম্ভীরঃ সুসমাহিতঃ মহাত্মা শীলভূতেন আত্মনা মহীং বিচরতি॥

অনুবাদ — যিনি মহাজন, তিনি শান্ত য়াশীল, গম্ভীর ও সুসমাহিত (সংযত) হন। শীতল চরিত্র নিয়া তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

# ষষ্ঠী

## সাম্যম্ ( অহিংসা-কারুণ্যম্ )

১। জাবন্ত অবিজ্জা পুরুষা—

অন্বয়— যাবন্তঃ অবিজ্ঞাঃ পুরুষাঃ, তে সর্ব্বে দুঃখ সম্ভবাঃ ( দুঃখ বহুলাঃ )। মূঢ়াঃ তে অনন্তকে সংসারে বহুশঃ লুপ্যন্তে।

অনুবাদ — যে সব মানুষ বিচার হীন, তাহাদের জীবন দুঃখময়। সেই সব মূর্খগণ এই অকুল সংসারে কেবল হাবুডুবু খায়।

পুরুষার্থ ( জীবনের উদ্দেশ্য কী ) তাহা স্থির না করিয়া যে জন জীবন পথে যাত্রা করে, সে ভুল করিয়াও ভাবে "ভাল করিলাম," আর ভাল করিলেও ভাল করিল কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। তাহার জীবন অশান্তি ময়।

২। সমিক্খ পণ্ডিএ তমহা—

অন্বয় — তস্মাত্ পণ্ডিতঃ পাশজাতিপথান্ বহূন্ সমীক্ষ্য আত্মনা সত্য মেষেত্, কিঞ্চ ভূতেষু মৈত্রীং কুর্য্যাত্।

অনুবাদ — সংসারে অধিকাংশ কার্য্যের ফলই দুঃখ-বন্ধন, ইহা দেখিয়া পুরুষ নিজে বিচার করিয়া নিজের পথ ঠিক করিয়া লইবেন, আর অপর মানুষকে নিজের সমতুল্য ( মিত্র ) বিবেচনা করিবেন। পরের বুদ্ধিতে চলিবে না, বা কাহাকেও হিংসা করিবে না।

৩। জে গিদ্ধে কাম ভোগেসু—

অন্বয় — যঃ কাম ভোগেষু গৃদ্ধঃ, তাদৃশঃ একঃ কূটায় গচ্ছতি। পরঃ লোকঃ ন ময়া দৃষ্টঃ, ইয়ম্ রতিঃ চক্ষুর্দৃষ্টা।

অনুবাদ — যে ব্যক্তি কামভোগে আসক্ত, সে নানাবিধ কুযুক্তি অবলম্বন করে, "পরলোকে কি হইবে তাহা তো জানি না, বিষয় ভোগের সুখ তো প্রত্যক্ষ"। কূট=দুরাগ্রহ ( perversity )

৪। হত্থা গয়া ইমে কামা—

অন্বয় — ইমে কামাঃ হস্তাগতাঃ। যে কালিকাঃ তে অনাগতা (অনিশ্চিতাঃ। পরঃ লোকঃ পুনঃ অস্তি বা নাস্তি বা তদ্‌ কঃ জানাতি।

অনুবাদ — "ভোগ সুখ হাতে আসিয়াছে। পারত্রিক মঙ্গল তো অনিশ্চিত। কারণ পরলোক আছে কি নাই, তাহাই বা কে জানে?"

৫। জনেন সদ্ধিং হোক্‌খামি

অন্বয় — জনেন সার্দ্ধং ভবিষ্যামি, বালঃ ইহ প্রগল্‌ভতে। ততঃ কাম ভোগানুরাগেণ ক্লেশং সংপ্রতিপদ্যতে।

অনুবাদ — "সকলেই যাহা চায় আমিও তাহাই" এই অপ-সিদ্ধান্ত করিয়া মূর্খ তখন ভোগ সুখে রত হয়, আর সুখের চেষ্টায় নানাবিধ ক্লেশ ও স্বীকার করে।

৬। তও সে দণ্ডং সমারভঈ—

অন্বয় — ততঃ স ত্রসেষু স্থাবরেষু চ দণ্ডং (হিংসাং) সমারভতি। কিঞ্চ অনর্থায় অনর্থায় চ ভূতগ্রামং বিহিংসতি॥

অনুবাদ —[ভোগ সুখের আকর্ষণে মানুষ স্বার্থপর হয়, নিজের সুখকেই বড় করিয়া দেখে, নিজকে এবং অপরকে সমান চক্ষে দেখেনা। ইহার নাম হিংসা (in-equity) ইহারই নাম দণ্ড ( aggressiveness )।]

তখন সে মনুষ্যের উপর এবং মনুষ্যেতর প্রাণির উপর জবরদস্তি করিতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ স্বার্থ বুদ্ধিতে ইহা করে, নিজের স্বার্থের জন্য অপরের স্বার্থহানি করে, পরে ইহাই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়, নিজের স্বার্থ ছাড়া ও পরের অনিষ্ট করে।

ত্রস = যাহাদের বুদ্ধির বিকাশ সম্ভবপর (মনুষ্য)। স্থাবর = যাহারা যেমন বুদ্ধিনিয়া জন্মে, তাহা তেমনই থাকে, চর্চ্চাদ্বারা বুদ্ধি বাড়াইতে পারে না।

৭। তও পুট্ঠো আয়ঙ্কেন—

অন্বয় — ততঃ আতঙ্কেন স্পৃষ্টঃ স গ্লানঃ, আত্মনঃ কর্ম্মানুপ্রেক্ষী পর-লোকস্য প্রভীতঃ পরিতপ্যতে॥

অনুবাদ — এই ভাবে যদি চিরদিন যাইত তবে ভিন্ন কথা ছিল। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় শিথিল হয় ( তাহার আর জবরদস্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না, বরং অপরের জবরদস্তিই সহিতে হয় ) মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কৃত কর্ম্মের পরিণাম কী হইবে, এই ভাবিয়া আতঙ্কে ও গ্লানিতে সে খিন্ন হইতে থাকে।

৮। নহু পাণবহং অনুজানে—

অন্বয় — ন খলু প্রাণবধং অনুজানন্ কদাপি সর্ব্বদুঃখানাম্ মুচ্যেত। যৈঃ অয়ং সাধু ধর্ম্মঃ প্রজ্ঞপ্তঃ তৈঃ আর্য্যৈঃ এবং আখ্যাতম্।

অনুবাদ—কিন্তু হিংসা যাহারা অনুমোদন করেন, সর্ব্বভূতে আত্মবত্ দর্শনের উপর যাহারা জোর দেন না, তাহারা কখনও দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। যে সব আচার্য্যগণ সাধু ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারা এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

৯। সমনামু একে বয়মাণা—

অন্বয় — একে শ্রমণাঃ স্মঃ ইতি বদন্তঃ, এবমপি মৃগাঃ ( মূর্খাঃ তে ) প্রাণবধং ( হিংসায়াঃ অনিষ্ট কারিত্বং ) অজানন্তঃ, তে মন্দাঃ বালাঃ পাপিকাভিঃ দৃষ্টিভিঃ নিরয়ং গচ্ছন্তি।

অনুবাদ — আবার এমন ও লোক দেখা যায়, যাহারা ধর্ম্মপথে চলিতে চায়, এবং নিজদিগকে শ্রমণ বলিয়া বলে। কিন্তু ভ্রান্ত দৃষ্টি বশতঃ অহিংসাই যে সর্ব্বধর্ম্মের মূল, তাহা উপলব্ধি না করিয়া, নিজ সংকল্প পালন করিতে গিয়া অপরের মনে আঘাত দেয়। নিজের উদ্দেশ্যকেই বড় বলিয়া জ্ঞান করে, অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত ও করে না। নিন্দনীয় তাদৃশ মূর্খেরা নিরয়গামী হয়।

১০। জগনিসিস্‌এহিং ভূএহিং—

অন্বয় – জগন্নিশ্রিতেষু ভূতেষু, ত্রসনামসু স্থাবরেষু চ তেষু ভূতেষু, মনসা বচসা কায়সা ( "কায়েন"-সূত্রত্বাত্‌ ) দণ্ডং ন আরভেত।

অনুবাদ — পৃথিবীস্থ কোনও জীবের উপরই, তা বিকাশশীল মনুষ্য, কিম্বা অবিকাশশীল মনুষ্যেতর জীবই হউক, আঘাত করিবে না— চিন্তাদ্বারা, বাক্যদ্বারা বা কর্ম্মদ্বারা কাহারও অনিষ্ট করিবে না।

১১। সবেবহিং ভূএহিং দয়ানুকম্পী –

অন্বয় — সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়ানুকম্পী ক্ষান্তিক্ষমঃ, সংযতঃ ব্রহ্মচারী, সাবদ্য যোগং পরিবর্জয়ন্‌ সুসমাহিতেন্দ্রিয়ঃ সন্‌ ভিক্ষুঃ চরেত্‌।

অনুবাদ ঃ— যিনি মোক্ষ ভিক্ষা করেন এইরূপ সাধক, সর্ব্বভূতেই দয়া ও অনুকম্পা ( Sympathy=সমবেদনা ) রাখিবেন, ক্ষান্তিবশতঃ ( অক্ষমতা বশতঃ নহে ) ক্ষমাশীল হইবেন। সংযত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক, সমস্ত নিন্দিত কর্ম্ম পরিহার করতঃ তিনি জীবন পথে চলিতে থাকিবেন।

১২। পুচ্ছামিতে মহাভাগ—

অন্বয় — কেশিঃ গৌতমম্‌ অব্রবীত্‌, হে মহাভাগ ত্বাং পৃচ্ছামি। ততঃ অনুজ্ঞাতঃ কেশিঃ গৌতমঃ ইনং অব্রবীত্‌।

অনুবাদ — কেশি গৌতমকে বলিলেন, যে মহাভাগ, আপনাকে প্রশ্ন করিতে চাই। গৌতম অনুমতি দিলে কেশি বলিলেন।

১৩। চাউজ্জামো ইমো ধম্মো—

অন্বয় — যঃ অয়ং চতুর্যামো ( চতুর্‌-মহাব্রত-মূলকঃ ) মহামুনিনা পার্শ্বেন দেশিতঃ, যশ্চায়ং বর্ধমানেন দেশিতঃ পঞ্চশিক্ষিতঃ ধর্ম্মঃ।

অনুবাদ — এই যে চতুর্যাম ( যাহাতে চারিটী যাম অর্থাত্‌ নিয়ম আছে ) ধর্ম্ম, যাহা মহামুনি পার্শ্বনাথ বিধান করিয়াছেন, আর এই পঞ্চ-যাম ধর্ম্ম যাহা বর্ধমান বিধান করিয়াছেন।

১৪। এগকজ্জ পবন্নাণং—

অন্বয় — এক কার্য্য প্রপন্নানাং বিশেষে কিং নু কারণং। হে মেধাবি, ধর্ম্মে দ্বিবিধে কথং তে ( কস্যাপি ) বিপ্রত্যয়ঃ ন ভবতি ?

অনুবাদ — উভয়ের উদ্দেশ্য যখন এক, তখন এই পার্থক্যের কারণ কি ? হে মেধাবি, যদি দুই রকম নিয়ম করা হয় তবে বুদ্ধিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক।

১৫। তও কেসিং বুবন্তং তু—

অন্বয় — এবং ব্রুবন্তং কেশিং গৌতমো অব্রবীত্—প্রজ্ঞা ধর্ম্মতত্ত্বং তত্ত্ব-বিনিশ্চয়ং চ সমীক্ষতে।

অনুবাদ — কেশি এই কথা বলিলে গৌতম বলিলেন, সাত্ত্বিকী বুদ্ধিই ধর্ম্মের তত্ত্ব কী, ও কেমনে তাহা পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা করে।

১৬। পুরিমা উজ্জু জড়াতু—

অন্বয় — পুরিমাঃ ( পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ ) ঋজু-জড়াঃ ( অত্যন্ত সরলাঃ )। পশ্চিমাঃ ( পরবর্ত্তিনঃ ) বক্র-জড়াঃ ( অত্যন্ত বক্রাঃ ) মধ্যমা এব ঋজু-প্রজ্ঞাঃ ( সদ্‌বুদ্ধয়ঃ ) তেন ধর্ম্মঃ দ্বিধা কৃতঃ।

অনুবাদ — প্রাচীনগণ নিরতিশয় সরল ছিলেন, বাক্যের সোজা সুজি অর্থ তাহারা গ্রহণ করিতেন, উপদেশের তাত্পর্য্য কী তাহা বুঝিতেন না। আধুনিকগণ কুটিল, কদর্থ করিয়া উপদেশের তাত্‌পর্য্য বিকৃত করে। যাহারা মধ্যবর্ত্তী, তাহারাই সদ্‌বুদ্ধি। উপদেশের তাত্‌পর্য্য তাহারাই গ্রহণ করে। সরলগণ যাহাতে বুঝিতে ভুল না করে, আর কুটিলগণ যাহাতে কদর্থ করিয়া উড়াইয়া দিতে না পারে, এই জন্যই মৈথুন ত্যাগরূপ পঞ্চম মহাব্রত, এখন স্পষ্ট ভাষায় প্রাচীন চতুর্‌মহাব্রতের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্যই নিয়ম দুই রকম হইয়াছে।

১৭। পুরিমাণং দুব্বিসোজ্ঝো—

অন্বয় — পুরিমানাং ( পূর্ব্বেষাং ) দুর্বিশোধ্যঃ ( দুর্বোধ্যঃ ) চরমাণাং দুরনুপাল্যঃ, অতএব কল্পঃ ( যতি ক্রিয়া কলাপঃ ) মধ্যমকানাম্ এব সুবি-শোধ্যঃ সুপাল্যঃ চ।

অনুবাদ — জৈনদিগের কর্ত্তব্য কী তাহা প্রাচীনগণ ভাল বুঝিতে পারেন নাই, আর আধুনিকগণ তাহা পালনের কষ্ট স্বীকার করিতে চায় না। মধ্যবর্ত্তীগণই উহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছেন, ও ঠিক ঠিক পালন করিয়াছেন। মধ্যবর্ত্তীদের পথই যে প্রকৃত যতি ধর্ম্ম তাহাই এখন বলা হইয়াছে।

১৮। নাণং চ দংসনং চৈব—

অন্বয় — জ্ঞানং চ দর্শনং চ চরিত্রং চ তথা তপঃ বরদর্শিভিঃ জিনৈঃ এষঃ মার্গ ইতি প্রজ্ঞপ্তঃ।

অনুবাদ :— সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ( শ্রদ্ধা ), এবং সম্যগ্ চরিত্র রূপ যে তপস্যা, কল্যাণদর্শী জিন তাহাকেই যথার্থ পথ বলিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

তাত্পর্য্য — বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন আচার প্রচলিত আছে। কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান, কর্তব্যে শ্রদ্ধা এবং কর্তব্যপরায়ণতার নির্দেশ, সকল সম্প্রদায়েই তুল্য ভাবে বর্তমান।

১৯। নাণং চ দংসনং চৈব—

অন্বয় — জ্ঞানং দর্শনং তথা চরিত্রং চ যদ্ তপঃ ভবতি, তং মার্গং অনুপ্রাপ্তাঃ জীবাঃ সদ্গতিং গচ্ছন্তি।

অনুবাদ — সম্যগ্ জ্ঞান, সম্যগ্ দর্শন, এবং সম্যগ্ চরিত্র রূপ যে তপস্যা, তাহা অবলম্বন করিয়াই জীব সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।

তাত্পর্য্য — বহুবিধ আলোচনার কোনও সার্থকতা নাই। কর্তব্য

জ্ঞান, কর্তব্যে শ্রদ্ধা এবং কর্তব্য পরায়ণতা থাকিলেই জীবন সফল হইবে।

# সপ্তমী।

## অধ্যাত্মা।

১। অপ্পাণ মেব জুজ্ঝাহি —

অন্বয় — আত্মানং এব যুধ্যস্ব, বাহ্যতঃ যুদ্ধেন, তে কিম্, আত্মনা এব আত্মানং জিত্বা সুখং এধতে ( প্রাপ্নোতি )।

অনুবাদ — আত্মাকেই জয় কর। বাহ্য জয়ে কী লাভ? অধি-আত্মাদ্বারা অবর আত্মাকে জয় করিয়া পরম আনন্দ লাভ হয়।

২। জো সহস্সং সহস্সাণং—

অন্বয় — যত্ দুর্জ্জয়ে সংগ্রামে সহস্রাণাং সহস্রং জিনীয়াত্, তস্মাত্ একং আত্মানং জিনীয়াত্, এষঃ তস্য পরমঃ জয়ঃ।

অনুবাদ — দুর্জয় সংগ্রামে সহস্র সহস্র শত্রু জয় করা অপেক্ষা, এক নিজকে জয় করাই কঠিন। আত্মাকে জয় করাই পরম জয়।

৩। এগপ্পা অজিএ সত্তু—

অন্বয় — একঃ আত্মা অজিতঃ শত্রুঃ ভবতি। ততঃ কষায়াঃ ( আসক্তয়ঃ ) ইন্দ্রিয়াণি চ শত্রুবত্ ভবন্তি। তান্ যথা ন্যায়ং জিত্বা অহ মুনিরিব বিহরামি।

অনুবাদ — এক আত্মাটীকে যদি জয় করা না যায়, তবে সে ই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তখন আসক্তি ও ইন্দ্রিয়গণ ও শত্রুবত্ হয়। আমি ইহাদিগকে যথাযোগ্য ভাবে জয় করিয়া মুনির মত অনাসক্ত হইয়া বিচরণ করিতেছি।

৪। পঞ্চিন্দিয়াণি কোহং মানং—

অন্বয় — পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি, ক্রোধঃ মানো, মায়া তথা লোভশ্চ, এতে

এব রিপবঃ। এতন্মূলকং দুর্জয়ং অবরাত্মানং জয়েত্। আত্মনি জিতে সর্ব্বং জিতং ভবতি।

অনুবাদ — পঞ্চেন্দ্রিয়, ক্রোধ, মান মায়া, লোভ ইহারাই অবর আত্মার লক্ষণ। এতাদৃশ লক্ষণাত্মক অবরাত্মাকে অধি-আত্মাদ্বারা জয় করিবে। অবরাত্মা জিত হইলে, সকল জগত্ই জয় করা হয়।

৫। অপ্পা চেব দমেয়ব্বো —

অন্বয় — আত্মা চৈব দান্তব্যঃ। আত্মাহি খলু দুর্দমো। আত্ম দান্তঃ অস্মিন্ লোকে পরত্র চ সুখী ভবতি।

অনুবাদ — মনকে দমন করিবে। মন দমন করাই সুকঠিন। যিনি মন দমন করিতে পারিয়াছেন ( তিনিই ধর্ম্ম পথে থাকিতে পারেন )। তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন।

মানুষের মধ্যে দুইটী আত্মা ক্ষরাত্মা ও অক্ষরাত্মা। ( **Lower Self and Higher Self** ) ক্ষরাত্মা পাপ পুণ্য করিয়া যায়, সুখ দুঃখ ভোগ করে। অক্ষরাত্মা কূটস্থ সাক্ষি স্বরূপ, কেবল আনন্দ ময় ও চৈতন্য ময়। অক্ষরাত্মার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ক্ষরাত্মাকে দমন করিবে— তাহাতেই জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অন্যথা জীবন ব্যর্থ হইয়া চিরকাল নিরয় ভোগ করিতে হয়। সোজা কথায় ক্ষরাত্মাকে মন, ও অক্ষরাত্মাকে আত্মা বলা চলে।

৬। বরং মে অপ্পা দন্তো—

অন্বয় — সংযমেন তপসা চ দান্তঃ আত্মা মে বরং। মা অহং পরৈঃ বধৈঃ বন্ধনৈঃ চ দম্যমানঃ স্যাম্॥

অনুবাদ — সংযম ও অধ্যবসায় দ্বারা নিজে যে নিজকে দমন করা হয় তাহাই ভাল। যদি তাহা না হয়, তবে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে, অপরে আসিয়া বধ ও বন্ধন দ্বারা দমন করিবে। উচ্ছৃঙ্খলতা তাহারা সহিবে কেন?

৭। অপ্পা কত্তা বিকত্তা চ—

অন্বয় — আত্মা এব দুঃখানাং সুখানাং চ কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ। দুঃপ্রস্থিতঃ সুপ্রস্থিতঃ আত্মা মিত্রং অমিত্রং চ ভবতি ;

অনুবাদ — আত্মাই সুখ দুঃখের কর্ত্তা ও বিকর্ত্তা ( বিশেষ কর্ত্তা— একমাত্র কর্ত্তা )। সত্‌পথবর্ত্তী আত্মাই মিত্র, আর দুষ্পথবর্ত্তী আত্মা নিজেরই শত্রু। আত্মা ব্যতীত আর কোনও দিকে লক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই।

৮। জই তং কাহিসী ভাবং—

অন্বয় — যাঃ যাঃ নারীঃ পশ্যসি, যদি তাসু ভাবং ( ভোগাভিলাষং ) করোসি, তদা বাতাবিদ্ধ হঢঃ ইব ত্বং অস্থিতাত্মা ভবিষ্যসি .

অনুবাদ — যে যে নারী দেখ তাহাতেই যদি ভোগাভিলাষ হয়, তবে বাত্যা তাড়িত পানার ন্যায় তুমি যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। [ যে লতার শিকড় মাটিতে সংলগ্ন আছে ( পদ্ম-কুমুদের ন্যায় ), বাতাস তাহাকে ঠেলিয়া বেশী দূরে নিতে পারে না। কিন্তু পানাকে বাতাস দেশ হইতে দেশান্তরে নিয়া যায়। অধ্যাত্মার সহিত যাহার সংযোগ আছে, ভোগাভিলাষ তাহাকে ধর্ম্ম পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। ]

৯। গোবালো ভণ্ড বালো বা--

অন্বয় — গোপালঃ ভাণ্ড পালঃ ( ভাণ্ডারী ) বা যথা তদ্‌ দ্রব্যাণাম্‌ অনীশ্বরঃ, এবং ত্বমপি শ্রামণ্যস্য অনীশ্বরঃ ভবিষ্যসি।

অনুবাদ যেমন গোপাল বা ভাণ্ড পালের, গরুর বা ভাণ্ডের উপর কোনও আধিপত্য নাই, তাহারা ঐ বস্তুর রক্ষক মাত্র, সেইরূপ তোমার যদি সংযম না থাকে, তবে তুমি ও ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হইতে পারিবে না, ইন্দ্রিয়ের দাস মাত্র হইবে। শ্রামণ্যের নিয়মগুলির রক্ষক মাত্র হইবে। শ্রামণ্যের অধিকারী হইতে পারিবে না।

১০ নলবেজ্জ পুট্ঠো সাবজ্জং—

অন্বয় — কেনাপি পৃষ্টোহপি [ আত্মার্থং পরার্থং উভয়স্য অন্তরেণ ( আত্ম পরয়োর্ ব্যতিরেকণ বা )] সাবদ্যং নিরর্থং মর্ম্মগং ( মর্ম্মান্তিকং ) বা ন লপেত্॥

অনুবাদ — নিজের জন্যই হউক, বা পরের জন্যই হউক, কিম্বা ( পরিহাসাদি ) অন্য কারণেই হউক কখন ও, কলুষিত, নিরর্থক কিম্বা মর্ম্ম পীড়ক কথা বলিবে না——অপৃষ্ট তো বলিবেইনা, পৃষ্ট হইলেও বলিবে না।

১১। সংসারম্ আপন্ন পরস্মা অঠ্ঠা—

অন্বয় — জনঃ সংসারং আপন্নঃ পরস্য অর্থাত্ সাধারণং ( স্বার্থাদ্ পরার্থাদ্ বা ) যত্ কর্ম্ম করোতি, তস্য কর্ম্মণঃ বেদকালে (বিপাক কালে) বন্ধবঃ বান্ধবতাং ন উপযন্তি।

অনুবাদ — [ পাপ কর্ম্ম পরার্থে অনুষ্ঠিত হইলে ও তাহাকে পুণ্য বলা চলে না। চুরি করিয়া আনিয়া দান করিলে, দানের পুণ্য হইতে পারে, কিন্তু চুরির পাপ তাহা দ্বারা খণ্ডিত হয় না। সদুদ্দেশ্যে মন্দ কর্ম্ম করা সাজে না। ]

লোকে সংসারে আসিয়া শুধু পরের জন্য ও [ কিম্বা কতকটা নিজের জন্য কতকটা পরের জন্য ] যে কর্ম্ম করে, তাহার ফল তাহার নিজকেই ভুগিতে হয়। কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় বন্ধুগণ আসিয়া তাহার ভাগ লইয়া তাহার সহায়তা করিতে পারে না।

১২। মায়া পিয়া হুসা ভায়া—

অন্বয় — মাতা পিতা স্নুষা ভ্রাতা ভার্য্যা ঔরসা পুত্রাশ্চ যে ভবন্তি, তে স্বকর্ম্মণা লুপ্যমাণস্য মম ত্রাণায় ন ভবন্তি।

অনুবাদ — যার যার কর্ম্মফল সে নিজেই ভোগ করে। মাতা,

পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা পুত্র বা বধূ——কেহই কর্ম্মফলের ভাগ লইতে পারে না। নিজে যদি অসংযত হও, তাহার ফল তোমাকে ভুগিতেই হইবে, কর্ম্মফল ভোগ হইতে কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। কেবল কুকর্ম্ম না করিলেই, তাহার ফল ভোগ হইতে রক্ষা পাইতে পার। ইহা তোমার নিজের উপরই নির্ভর করে।

১৩। তেণে জহা সন্ধি মুখে গহীএ—

অন্বয় — যথা সন্ধি মুখে গৃহীতঃ পাপকারী স্তেনঃ ( চৌরঃ ) স্বকর্ম্মণা কৃত্যতে ( ছিদ্যতে ) এবং প্রেত্য ইহ চ লোকে প্রজাঃ ( নরাঃ ) স্বকর্ম্মণা কৃত্যন্তে। কৃতানাং কর্ম্মণাম্ মোক্ষঃ ন অস্তি।

অনুবাদ — চোর যখন সিন্ধে আটকাইয়া যায়, তখন যেমন সে স্বকৃত কর্ম্মদ্বারা মারা পড়ে, এইরূপ সকল মানুষই, ইহলোকে ও পরলোকে নিজের কর্ম্মফলেই বিপদে পড়ে। কৃত কর্ম্মের ফল হইতে নিস্তার নাই। অতএব কুকর্ম্ম করিতে সাবধান।

১৪। মণো সাহসিও ভীমো—

অন্বয় — সাহসিকং ( অকস্মাত্ পাতি ) ভীমং মনঃ দুষ্টাশ্বঃ ইব পরিধাবতি। ধর্ম্ম শিক্ষয়া তং তু সম্যক্ কন্থকং ( কম্বোজাশ্বামিব ) নিগৃহ্নামি।

অনুবাদ — চঞ্চল ও পাপ প্রবণ মন দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। ধর্ম্ম শিক্ষাদ্বারা তাহাকে সংযত করিয়া কন্থকের ন্যায় শান্ত করিব। কন্থক = কম্বোজদেশীয় অশ্ব।

১৫। মন গুত্তো বয গুত্তো

অন্বয় — মনোগুপ্তঃ ( মনসি সংযতঃ ) বচো গুপ্তঃ ( বচসি সংযতঃ ) কায় গুপ্ত কর্ম্মণি সংযতঃ দৃঢ় ব্রতঃ ( দৃঢ় সংকল্পঃমন্ ) জাবজ্জীবং নিশ্চলং ( স্থিরং ) শ্রামণ্যং ( শ্রমণ ব্রতং ) পশ্যেত্ ( রক্ষেত্ )।

অনুবাদ — কায় মনো বাক্যে সংযত হইয়া, দৃঢ় সংকল্প করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত শ্রামণ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

১৬। এবং করেন্তি সংবুদ্ধা—

অন্বয় — পণ্ডিতাঃ প্রবিচক্ষণাঃ সংবুদ্ধা এবং কুর্বন্তি। যথা য পুরুষোত্তমঃ তথা তে অপি ভোগেষু বিনিয়ট্টন্তি।

অনুবাদ — পণ্ডিত ও বিচক্ষণ সংবুদ্ধগণ এই রূপই করেন। যে রূপ পুরুযোত্তম ( অরিষ্টনেমি ) সেই রূপ তাহারাও ভোগ হইতে বিনিবৃত্ত হন।

তাত্পর্য্য — ভোগে বিমুখ হইয়া কর্ত্তব্য অনুসরণই সাধকের লক্ষণ।

# অষ্টমী।

## নিষ্কামনা।

১। ছন্দরোহেণ উবেই মোক্খম —

অন্বয় — শিক্ষিতঃ বর্ম্মধারী অশ্বঃ যথা স্বচ্ছন্দহীনঃ ভবতি, এবং ছন্দনিরোধেন জনঃ মোক্ষম্ উপৈতি। পূর্ব্বাণি বর্ষানি অপ্রমত্তঃ জর। তস্মাত্ ( এবমেব ) মুনিঃ ক্ষিপ্রং মোক্ষম্ উপৈতি।

অনুবাদ — সকল কামনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ হয়। শিক্ষিত বল্গাধারী অশ্বের যেমন নিজের ইচ্ছা বলিয়া কোনও বৃত্তি নাই, মুক্তিকামী সাধকের ও সেইরূপ কোনও ইচ্ছাই থাকিবে না। এইরূপে কামনাহীন হইয়া, জীবনের প্রথম ভাগ অপ্রমত্ত ভাবে যাপন করিবে, তাহাতেই সাধক মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

২। অনুন্নএ নাবনএ মহেসী—

অন্বয় — মহর্ষিঃ ন উন্নমেত্ ন, অবনমেত্, ন বাপি পূজাং গর্হাং চ সজ্জেত্। সংযতঃ বিরতঃ স ঋজু ভাবং প্রতিপদ্য নির্বাণ মার্গং উপৈতি।

অনুবাদ — ঋষিত্বকামী ব্যক্তি নিজকে খুব উচ্চ মনে করিয়া অপরকে তুচ্ছ করিবে না। আবার, নিজকে খুব ছোট মনে করিয়া

অপরের পদানত হইবে না। তিনি আদর ও চাহিবেন না, অনাদর ও চাহিবেন না। সকলকে বরাবর ( সমকক্ষ ) মনে করিবেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া, তিনি নির্ব্বাণের পথ প্রাপ্ত হন।

৩। বহিয়া উড্ঢম্ আদায়

অন্বয় — [ সংসারাত্ ] বাহ্যম্ ঊর্দ্ধং চ [মোক্ষম্] আদায় কদাচিদপি [ কিমপি ] ন কাঙ্ক্ষেত্। কিঞ্চ পূর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ার্থায় ইমং দেহং সমুদ্ধরেত্ ॥

অনুবাদ — যাহা সাংসারিক লোকের আয়ত্তের বাহিরে ও উর্দ্ধে অবস্থিত, সেই মোক্ষকে অবলম্বন করিয়া কোনও কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করিবে না। কিঞ্চ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলকে ভোগ দ্বারা নাশ করিবার জন্য জীবন ধারণ করিয়া থাকিবে।

৪। নিম্মমো নিরহঙ্কার

অন্বয় — নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ নিঃসঙ্গঃ, ত্যক্ত গৌরবঃ, ত্রসেষু স্থাবরেষু চ সর্ব্বভূতেষু সমঃ।

অনুবাদ — তাহার আপন পর জ্ঞান থাকে না. তাহার স্বার্থপরতা থাকে না, মানুষ ও মানুষেতর সকল জীবকেই সে নিজের মত দেখে।

৫। লাভা লাভে সুহে দুকেখ—

অন্বয় — লাভা লাভে সুখে দুঃখে জীবিতে তথা মরণে, নিন্দা প্রশংসাসু তথা মানাব মানয়োঃ সমঃ।

অনুবাদ — তাহার কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই অতএব লাভ ও হানি, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা, মান ও অপমান সবই তাহার নিকট তুল্য। সব অবস্থাতেই তিনি অবিকৃত থাকেন। এমন কি জীবন ও মৃত্যু ও তাহার নিকট তুল্য। উভয় ব্যাপারেই তিনি তুল্য উদাসীন।

৬। গারবেষু কসাএসু

অন্বয় — গৌরবেষু কষায়েষু দণ্ড শল্য ভয়েষু হাস শোকয়োঃ চ নিয়ত্তঃ নির্বিকারঃ, অনিদানঃ অবন্ধনঃ ॥

অনুবাদ — গৌরবের কারণ থাকিলে ও তিনি উত্‌ফুল্ল হন না, কোন ও কষ্টে পড়িলে ও অবসন্ন হন না। কেহ আঘাত করিলে, আক্রমণ করিলে কিম্বা ভয় দেখাইলে ও তিনি নির্বিকার থাকেন। হাস্য ও শোকে তিনি সমতা অবলম্বন করেন। কোথাও তাহার আকর্ষণ নাই, তাহার কোনও বন্ধন নাই।

৭। অনিসৃসিত্ত ইহ লোএ—

অন্বয় — ইহলোকে অনিশ্রিতঃ পরলোকে অনিশ্রিতঃ, তথা অশনে অনশনে অনিশ্রিতঃ, কিঞ্চ বাসী-চন্দন-কল্পঃ ভবতি।

অনুবাদ — ইহলোকে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, পরলোকে আকাঙ্ক্ষা নাই, আহার ও অনাহার তাহার নিকট তুল্য। বাসী (কুঠার) দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলে তিনি ইহাকে চন্দন লেপ বলিয়া গ্রহণ করেন।

৮। অপসত্তেহি দারেহি—

অন্বয় — অপ্রশস্তৈঃ দ্বারৈঃ সর্বতঃ পিহিতাস্রবঃ, অধ্যাত্ম ধ্যানযোগৈঃ প্রশস্তদমশাসনঃ।

অনুবাদ — সংযমদ্বারা তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে সংকীর্ণ করেন, তাই আশ্রব (দোষ) তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। অধি-আত্মার ধ্যান দ্বারা তাহার দম ও শাসন (প্রবোধ) বর্দ্ধিত করেন।

৯। এবং ণানেন চরণেন—

অন্বয় :— এবং জ্ঞানেন চরণেন দর্শনেন চ, তথৈব শুদ্ধাভিঃ ভাবনাভিঃ আত্মানং ভাবয়েত্ (শোধয়েত্)।

অনুবাদ — এইরূপ জ্ঞান আচরণ ও দর্শন (বিশ্বাস) দ্বারা, কিঞ্চ পবিত্র চিন্তা রাশি দ্বারা তিনি নিজকে বিশুদ্ধ করিবেন।

১০। কহং ধীরো অহেউহিং—

অন্বয় — হে ধীর কথং অহেতুভিঃ আত্মানং পরিযাবসি ( ক্লিশ্নাষি )। সর্ব্বসঙ্গ বিনির্মুক্তঃ নীরজঃ সিদ্ধো ভবতি।

অনুবাদ — তুমি বুদ্ধিমান, বুঝিবার ভুলে কেন কষ্ট পাইতেছ? [ আত্মা সদা পূর্ণ, তাহাতে কোন ও অপূর্ণতা নাই, অতএব কষ্টের হেতু নাই, ইহা ] বুঝিলে কোনও বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সর্ব্বসঙ্গ বিনির্মুক্ত বীতরাগ ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে।

১১। মায়াক্রুইয়ং এয়ং তু—

অন্বয় — এতদ্ জগত্ মায়াক্রুতম ( মায়াকথিতম্ )। মৃষা ভাষা ইব নিরর্থিকা ( অস্তিত্বহীনা—অসত্ )। সংজয়মানঃ ( সংজয়ন্ এতস্য আকর্ষণং ) অহং বসামি ( তিষ্ঠে ) ঈরে ( বিচরামি ) চ।

অনুবাদ — এই জগত্কে মায়াময় বলা হইয়াছে। মিথ্যা কথার মত ইহা অস্তিত্ব হীন। ইহা জানাতে সংসারের আকর্ষণ জয় করিয়া অবস্থান আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে।

১২। কহং ধীরো অহেউহিং—

অন্বয় — হে ধীর, কথং অহেতুভিঃ উন্মত্ত ইব মহীং চরেঃ। এতে [ বহবঃ ] দৃঢ় পরাক্রমাঃ শূরাঃ বিশেষং ( বিশিষ্টতাং—জিনশাসনম্ ) আদায়—

অনুবাদ — হে সাধক, ধীর তুমি কেন উন্মত্তের মত সংসারে বিচরণ করিতেছ। দেখনা কত বড় বড় বীরপুরুষগণ জিন শাসন গ্রহণ করিয়া

১৩। অচ্চন্তনিয়াণক্খমা

অন্বয় — ময়া সত্যা বাক্ ভাষিতা, অত্যন্ত নিদান ক্ষমাঃ ( কর্ম্মমল শোধন সমর্থা ), অতার্ষুঃ, একে তরন্তি, তথা অনাগতাঃ তরিষ্যন্তি।

অনুবাদ — আমি সত্য বলিতেছি, কৌশলজ্ঞ তাহারা ভবসাগর

উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কেহ কেহ এখনও উত্তীর্ণ হইতেছেন, ও অপর কেহ কেহ ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হইবেন।

১৪। ভবতন্হা লয়া বুত্তা ·

অন্বয় — ভবতৃষ্ণা ভীমা ( দুঃখভোগভয়সঙ্কুলা ) ভীম ফলোদয়া লতা উক্তা। তম্ যথান্যায়ং উচ্ছিন্দ্য অহং মহামুনিরিব বিহরামি।

অনুবাদ — সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে দুঃখ ভোগের হেতু। যথোচিত উপায়ে তাহাকে ছেদন করিয়া আমি মুনির মত বিচরণ করি।

১৫। ভুত্তা রসা ভোই জহাই ণে বও—

অন্বয় — হে ভবতি, রসাঃ ভুক্তা নঃ বয়ঃ জহাতি ( ক্ষপয়ন্তি )। অহং জীবিতার্থাত্ ভোগং ন প্রজহামি। লাভং অলাভং সুখং দুঃখং চ সমীক্ষমাণঃ অহং মৌনং চরিষ্যামি।

অনুবাদ — ইন্দ্রিয় সুখের অনুসরণ দ্বারা আয়ু কমিয়া যায়। কিন্তু আমি আয়ু বাড়াইবার জন্য ভোগ ত্যাগ করিতেছিনা। পরন্তু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, যে লাভ ও অলাভ, সুখ ও দুঃখ, ইহাদের মধ্যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোনও প্রভেদ নাই, তাই আমি ইহাদের কোনও পক্ষকেই গ্রহণ না করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া আছি।

১৬। উল্লো সুক্কো য দো ছুড়া

অন্বয় — উল্লঃ ( আর্দ্রঃ ) শুষ্কশ্চ দ্বৌ মৃত্তিকাময়ৌ গোলকৌ ছুড়ৌ ( নিক্ষিপ্তৌ ) দ্বাবপি কুড্যে ( প্রাচীরে ) আপতিতৌ সন্তৌ, যঃ উল্লঃ স লগ্যতি ( সংলগ্নঃ ভবতি )

অনুবাদ — একটী শুষ্ক, ও একটী আর্দ্র, এই দুইটী মাটীর গোলক কে যদি প্রাচীরে নিক্ষেপ করা যায়, তবে আর্দ্রটী পড়িয়া যায়, অন্যটী তথায় লাগিয়া থাকে।

১৭। এবং লগ্গন্তি তুম্মেহা —

অন্বয় — যে নরাঃ কামলালসাঃ তে দুর্ম্মেধসঃ এবং লগ্যন্তি। বিরক্তাঃ তু যথা স শুষ্কঃ গোলকঃ ন লগ্যন্তি।

অনুবাদ — সুখান্বেষী সেই নির্ব্বোধগণ সংসারে এইরূপ জড়িত হইয়া পড়েন। যাহারা অনাসক্ত তাহারা শুষ্ক গোলকের মত আটকাইয়া পড়েন না।

১৮। তিগিচ্ছং নাভিনন্দেয্য—

অন্বয় — চিকিত্সাং নাভিনন্দেত্। আত্মগবেষকঃ সংচিক্ষেত্ (সমাধিনা তিষ্ঠেত্)। এতদ্ খলু তস্য শ্রামণ্যং, যদ্ ন কুর্য্যাদ্ ন কারয়েদ্ বা॥

অনুবাদ — চিকিত্সার জন্য ব্যগ্র হইবেনা। আত্ম-সাক্ষাত্কারের অভিলাষুক হইয়া সর্ব্বদাই নির্বিকার থাকিবে। শ্রামণ্যের এই লক্ষণ যে নিজেও কিছু করে না, অপরকে দিয়াও কিছু করায় না। (কারণ সে সর্ব কামনা বিবর্জিত।)

১৯। নো সক্কইম্ ইচ্ছই ন পূযং—

অন্বয় — নো সত্কৃতিম্ ( সত্কারং ) ইচ্ছতি, ন পূজাং ইচ্ছতি, নাপি চ বন্দনকং, কুতঃ প্রশংসাং। যঃ সংযতঃ সুব্রতঃ তপস্বী সহিতঃ ( সংঘ-ভুক্তঃ ), আত্ম-গবেষকঃ স ভিক্ষুঃ।

অনুবাদ — তিনি আদর চান না, পূজা চান না, বন্দনা চান না, প্রশংসার কথা তো উঠেই না। সংযত সুব্রত, তপস্বী সংঘ-ভুক্ত ও আত্মগবেষক তিনিই ভিক্ষু।

২০। অপ্পা নদী বেয়রনী—

অন্বয় — আত্মা জনস্য বৈতরণী নদী, আত্মা এব কূট শাল্মলী, আত্মা কামদুঘা ধেনু, আত্মা মে নন্দনং বনং।

অনুবাদ — আত্মাই বৈতরণী নদীর ন্যায় এবং শাল্মলী নির্ম্মিত শালের

ন্যায়, তীব্র বেদনা দিতে সক্ষম ; আবার আত্মাই কামদুঘা ধেনুর ন্যায় ও নন্দন কাননের ন্যায় অতুলনীয় সুখ দিতে সক্ষম। আত্মাই সুখ দুঃখের কর্ত্তা, সুখের জন্য আর কিছুরই সন্ধানের প্রয়োজন নাই।

২১। জহা চ অগ্গী অরণি অসন্তে—

অন্বয় — যথা চ অরণৌ অগ্নির্ অস্তি, ক্ষীরে ঘৃতং অস্তি, তিলেষু তৈলং অস্তি, পরন্তু সাধনাং বিনা তে ন প্রতীয়ন্তে। হে তাত, এবং স্বাত্মাপি শরীরে সমুদ্ভবতি, নাবতিষ্ঠতি, নশ্যতি চ।

অনুবাদ — যেমন অরণিতে অগ্নি আছে, দুগ্ধে ঘৃত আছে, তিলে তৈল আছে। কিন্তু বিনা চেষ্টায় উহাদিগকে লাভ করা যায় না। সেইরূপ এই দেহে ও পরাত্মা আছে বটে, কিন্তু উহা সর্বদা প্রকটিত নহে। কখনও প্রকটিত থাকে, কখনও ক্ষণিক প্রকটিত হয়, আর অনেক সময়ই অপ্রকটিত থাকে। সাধনা দ্বারা তাহাকে প্রকট রাখিতে হয়।

তাত্পর্য্য — সাক্ষি-আত্মাই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য। লিঙ্গদেহে (মনোরাজ্যে) তাহা বর্তমান। কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলে সাক্ষি-আত্মা লুপ্ত হইয়া যায়————থাকিয়া ও থাকে না। সাক্ষি আত্মাকে জাগরূক রাখা, সর্বদা সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থান, নিজকে সাক্ষি মাত্র মনে করা, ইহাই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য। সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থান করিতে জানিলেই পাপ ও দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সাক্ষি আত্মায় অবস্থানের নাম মুক্তি। সাধনা দ্বারা এই অবস্থা লাভ করিতে হয়।

২২। অপ্পণা বি অনাহোসি—

অন্বয় — হে মগধাধিপ শ্রেণিক, ত্বম্ আত্মনা অপি অনাথঃ অসি। আত্মনা অনাথঃ সন্ কস্য নাথঃ ভবিষ্যসি।

অনুবাদ — হে মগধপতি শ্রেণিক, আপনি নিজেই অনাথ। নিজে অনাথ হইয়া, আপনি আবার কার নাথ হইতে পারেন?

২৩। জম্মং দুক্খং জরা দুক্খং—

সংস্কৃত — জন্ম দুঃখম্, জরা দুঃখম্, রোগাণি মরণাণি চ দুঃখম্। অহো সংসারো খলু দুঃখং, যত্র জন্তবঃ ক্লিশ্যন্তি।

বঙ্গানুবাদ — জন্ম ক্লেশজনক, জরা ক্লেশজনক, রোগ ও মরণ ক্লেশ জনক। এই সংসার দুঃখ ময়। এখানে জীবগণ কেবল ক্লেশই ভোগ করে। কেহই তো নিজকে সুখী মনে করে না। যাহা কেহই পাইতে পারে নাই, তাহার জন্য কেন ধাবিত হও।

২৪। সইং চ যই মুচ্চেজ্জা—

অন্বয় — ইতঃ বিপুলায়াঃ বেদনায়াঃ যদি সকৃত্ চ মুঞ্চেয়ম্, তদা ক্ষান্তঃ, দান্তঃ নিরারম্ভঃ অনাগারিকঃ প্রব্রজেয়ম্।

অনুবাদ — এই তীব্র বেদনা হইতে যদি একবার রক্ষা পাই, তবে ক্ষান্ত, দান্ত, নিরাকাঙ্ক্ষ ও গৃহত্যাগী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।

২৫। তোহ্ হং নাহো জাও—

অন্বয় — ততো অহং আত্মনঃ পরস্য চ নাথঃ জাতঃ। সর্ব্বেষাং জীবানাম্ এসানাং স্থাবরাণাং চ [ নাথঃ জাত ]।

অনুবাদ — তাহার ফলে ( সর্ব্ববিধ বাসনা ত্যাগ করিবার ফলে ) আমি নিজের উপর ও অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছি। মনুষ্য ও মনুষ্যেতর কোনও প্রাণীই, আমার উপর তাহাদের ইচ্ছা খাটাইতে পারে না।

২৬। নমী ণমেই অপ্পাণং—

অন্বয় — সাক্ষাত্ শক্রেণ চোদিতঃ নিমিঃ আত্মানং নময়তি। বৈদেহঃ গৃহং ত্যজ্য শ্রামণ্যে পর্য্যুপস্থিতঃ।

অনুবাদ — সাক্ষাত্ শক্র হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া নিমি পরমাত্মাকে ভজনা করিতে লাগিলেন, বিদেহাধিপতি অতঃপর গৃহ ছাড়িয়া শ্রামণ্য গ্রহণ করিলেন।

২৭। দুবিহং খবেউণ য পুন্ন পাবং—

অন্বয় — পুণ্য পাপং দ্বিবিধং ক্ষপয়িত্বা, নিরঙ্গনঃ ( নিশ্চলঃ ) সর্ব্বতঃ বিপ্রমুক্তঃ মহাভবৌঘং সমুদ্রমিব তীর্ত্বা, সমুদ্রপালঃ অপুনরাগমং গতঃ।

অনুবাদ — নির্বিকার, সব বিষয়ে অনাসক্ত সমুদ্রপাল, পুণ্য—পাপের দ্বৈধ ও অতিক্রম করিয়া ( দ্বৈতহীন কৈবল্য জ্ঞান লাভ করিয়া ), ভব সমুদ্রকে সমুদ্রের মত অতিক্রম করিয়া চিরস্থির মোক্ষপদ লাভ করিলেন।

২৮। এবুগ্‌গদন্তে বি মহাতপোধনে—

অন্বয় — উগ্রদান্তঃ মহাতপোধনঃ মহাপ্রজ্ঞঃ মহাযশাঃ স মহামুনিঃ অপি মহানির্গ্রন্থীয়ং মহাসূত্রং এবং মহতা বিস্তরেণ কথয়তি।

অনুবাদ — সংযমনিষ্ঠ তপস্বী প্রজ্ঞাবান্ যশস্বী সেই মহামুনি জৈন-দিগের মূলতত্ত্ব এইরূপে বিস্তার পূর্বক ব্যাখ্যা করিলেন।

তাৎপর্য্য — সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল সাক্ষিরূপে অবস্থান, ইহাই জ্ঞানযোগের মূলতত্ত্ব। যিনি নিজকে সাক্ষি মাত্র জানেন কোনও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহার কোনও বন্ধনই নাই। অতএব কোনও প্রলোভনই তাহাকে সংকল্পচ্যুত করে না। নিজের উপর ও তাহার প্রভুত্ব আছে। অপরের অধীনতা স্বীকারের ও কোনও হেতু তাহার নাই।

২৯। ধম্মে হরএ বম্ভে সন্তি তিত্থে—

অন্বয় — ধর্ম্ম এব অনাবিলঃ আত্মপ্রসন্নলেশঃ হ্রদঃ, ব্রহ্ম এব শান্তিতীর্থঃ, যস্মিন্ স্নাতঃ অহং বিমলঃ বিশুদ্ধঃ সুশীতীভূত সন্ দোষং প্রজহামি।

অনুবাদ — ধর্ম্মই অনাবিল আনন্দময় হ্রদ, ব্রহ্মই তথায় শান্তিদায়ক ঘাট, যথায় স্নান করিয়া, বিমল বিশুদ্ধ ও শীতল হইয়া, আমি রাগ দ্বেষ-রূপ দোষ পরিহার করিয়াছি।

৩০। এয়ং সিনানং কুসলেহি দিঠ্ঠম্ —

অন্বয় — ঋষীণাং প্রশস্তং এতদ্ স্নানমেব কুশলৈঃ মহাস্নানম্ ইতি দৃষ্টম্—যস্মিন্ স্নাতাঃ বিমলাঃ বিশুদ্ধাঃ মহর্ষয় উত্তমং স্থানম্ প্রাপ্তাঃ।

অনুবাদ — ব্রহ্ম—তীর্থে স্নানকেই ঋষিগণ-প্রশংসিত মহাস্নান বলিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই তীর্থে স্নান করিয়াই মহর্ষিগণ, বিমল ও বিশুদ্ধ হইয়া উত্তম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

## নবমী।

উত্থানম্।

১। বিত্তেন তাণং ন লভে পমত্তো—

অন্বয় — প্রমত্তঃ অস্মিন্ লোকে পরত্র বা বিত্তেন ত্রাণং ন লভেত। অনন্ত মোহে ( অপর্যাবসিত মোহে ) দীপে প্রণষ্টে সতি নৈয়ায়িকং মার্গং ( মুক্তি মার্গঃ—প্রাকৃতত্বাত্ লিঙ্গব্যত্যয়ঃ ) দৃষ্টোঽপি অদৃষ্ট এব।

অনুবাদ — মূঢ় ব্যক্তি বিত্তদ্বারা ত্রাণ পায় না—বিত্তদ্বারা ইহলোকেও কোন উপকার হয় না, পরলোকে ও কোন উপকার হয় না। চরিদিকে যখন গাঢ় অন্ধকার থাকে, তখন দীপটী নিভিয়া গেলে দেখা পথ ও অদেখা হয়, পূর্ব্বের দৃষ্ট পথেও আর চলিতে পারা যায় না। যে পর্য্যন্ত মোহান্ধকার সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বিবেকের সঞ্চার হইলেও, তাহার ক্ষণিক প্রেরণা ভুলিয়া গিয়া মানুষ আবার পাপে আবদ্ধ হয়।

২। সুত্তেসু যাবি পটি বুদ্ধ জীবী—

অন্বয়—সুপ্তেষু অপি প্রতিবুদ্ধ জীবী আশুপ্রজ্ঞঃ পণ্ডিতঃ [অবরাত্মানং] ন বিশ্বসেত্। মুহূর্ত্তাঃ ঘোরাঃ (দুর্দ্ধর্ষাঃ) ভবন্তি, শরীরং চ অবলং ভবতি। অতএব ভারণ্ড পক্ষী ইব অপ্রমত্তঃ চরেত্।

অনুবাদ — যিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পণ্ডিত, সকলে যে বিষয়ে সুপ্ত, তিনি তাহাতে সচেতন। অবরাত্মাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না—তোমাকে পাপ পথে টানিয়া লইতে সে সর্ব্বদাই সুযোগ খুজিতেছে। কিন্তু কাল দুর্দ্ধর্ষ, আর শরীর দুর্বল—কখন ( সিদ্ধি লাভের পূর্ব্বেই ) শরীর পাত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব প্রতিপদক্ষেপেই ভারণ্ড পক্ষীর মত সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

৩। চরে পয়াইং পরিসঙ্ক মাণো—

অন্বয় — পদানি পরিশঙ্কমানঃ ( সাবধানং ) চরেত্। যত্ কিঞ্চিদপি পাশম্ ইতি মন্যমানঃ চরেত্। লাভান্তরে ( লাভান্তর পর্য্যন্তং - যাবত্ অপূর্বলাভঃ সিদ্ধির ন ভবতি তাবত্ ) জীবিতং বৃংহয়িত্বা ( বর্দ্ধয়িত্বা— পোষয়িত্বা ) পশ্চাত্ পরিজ্ঞায় ( আত্মজ্ঞঃ ভূত্বা ) মলাবধ্বংসী স্যাত্ ( সর্বকর্মবীজং নাশয়েত্ )।

অনুবাদ :— প্রত্যেক পদক্ষেপই সতর্কতার সহিত করিবে। যে কোন ও ক্ষুদ্র বস্তু ও মায়াপাশে বদ্ধ করিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিবে। যে পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত শরীর পোষণ করিবে। তদন্তর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সর্বকামনা বিহীন হইবে।

৪। ইহ মেগে উ মন্নন্তি--

অন্বয় — একে তু ইহ মন্যন্তে, আচারিকং বিদিত্বা এব, পাপকং অপ্রত্যাখ্যায় অপি, সর্বদুঃখাত্ বিমুচ্যতে।

অনুবাদ — কেহ কেহ মনে করেন, কেবল সদাচার কী তাহা জানিয়াই, পাপ পথ পরিত্যাগ না করিয়া ও, ত্রিতাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

৫। ভণন্তা অকরেন্তা য —

অন্বয় — বন্ধমোক্ষপ্রতিজ্ঞিনঃ তে, কেবলং ভনন্তঃ কিন্তু কিমপি অকুর্বন্তঃ, বাগ্‌বীর্য্য মাত্রেন আত্মানং সমাশ্বাসয়ন্তি।

অনুবাদ — বন্ধ হইতে মোক্ষার্থী তাহারা কেবল কথা বলিয়া, কাজে কিছুই না করিয়া, বাক্‌চাতুরী দ্বারা নিজকে বৃথা আশ্বাস দেয় মাত্র।

৬। স পূব্বমেব ন লভেজ্জ পচ্চা—

অন্বয় — স ( মোক্ষ লাভঃ ) পূর্ব্বমেব যদি ন ভবেত্, তদা পশ্চাত্ লভেয়, এষা উপমা ( ধারণা ) শশ্বত বাদিনাং ( চিরস্থায়ী জীবনে বিশ্বাস-বতাম্ ) এব যুজ্যতে, ন তু মর্ত্ত্যানাম্। অন্যথা আয়ুষি শিথিলে (ক্ষীণে), কালোপনীতে শরীরস্য ভেদে নিকটে সতি, তাদৃশঃ জনঃ বিষীদতি ( অবসীদতি )।

অনুবাদ — "ধর্ম্মলাভ এখন না হয় পরে হইবে" এইরূপ ধারণা কেবল তাহাদের মুখেই শোভা পায়, যাহারা জীবনকে চিরস্থায়ী বলিয়া বলিতে পারে। শরীর যখন অনিত্য, তখন ধর্ম্মচর্য্যার সময় পরে না ও পাওয়া যাইতে পারে। যাহারা পরবর্ত্তী সময়ের জন্য সাধনা ফেলিয়া রাখে, আয়ু শেষে, শরীর-পাত নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়ে।

৭। জস্সাথি মচ্চুণা সকখম্ -

অন্বয় — যস্য মৃত্যুনা সখ্যম্ অস্তি, যস্য বা পলায়নম্ অস্তি, "কদাপি ন মরিষ্যামি" ইতি যো জানাতি, "ইদং শ্বঃ স্যাত্" ইতি স এব কাঙ্ক্ষেত।

অনুবাদ — মৃত্যুর সহিত যাহার সখ্য আছে ( অতএব মৃত্যু তাহাকে তাহার সুবিধা মত কাজ করিতে দিবে ), কিম্বা যে মৃত্যু হইতে পলাইয়া

থাকিবার কৌশল জানে, কিম্বা যে চিরজীবী ( মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছু যাহার নাই ), কেবল সেই বলিতে পারে, "ইহা কাল হইবে"—অন্য কেহ কাল পর্য্যন্ত বাচিয়া থাকিবে, এমন কথা বলিতে পারে না।

৮। মচ্চুনা অভ্যাহও লোগো—

অন্বয় — লোকঃ মৃত্যুনা অভ্যাহতঃ, জরয়া পরিবারিতঃ। রজনী অমোঘা ব্যুক্তা, হে তাত এবং বিজানীহি।

অনুবাদ — এই সংসার মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত, জরা দ্বারা পরিবেষ্টিত। রজনী নিরর্থক আসেনা ( আয়ু ক্ষয় করিবার জন্যই আসে ) লোকে ইহাই বলে। ইহা জানিয়া রাখ।

তাতপর্য্য — জরা ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাহারা আসিবার পূর্বেই সাধন মার্গে অগ্রসর হও।

৯। জা জা বচ্চঈ রজনী—

অন্বয় — যা যা রজনী ( উপলক্ষণেণ দিবসং ) বঞ্চতি ( গচ্ছতি), সা ন প্রতি নিবর্ত্ততে। অধর্ম্মং কুর্ব্বাণস্য জনস্য রাত্রয়ঃ অফলা যন্তি।

অনুবাদ — যে দিন যায় তাহা আর ফিরে না। যে ব্যক্তি অধর্ম্ম করিয়া দিন কাটায় তাহার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ হয়।

১০। জা জা বচ্চঈ রয়নী—

অন্বয় — যা যা রজনী ব্রজতি, সা ন প্রতি নিবর্ত্ততে। ধর্ম্মং চ কুর্ব্বাণস্য জনস্য রাত্রয়ঃ সফলাঃ যন্তি।

অনুবাদ — যে দিন যায় তাহাকে আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। দিনগুলি যদি ধর্ম্মপথে কাটান যায়, তবেই জন্ম সার্থক হয়।

১১। ন চিত্তা তায়এ ভাসা—

অন্বয় —চিত্রা ভাষা ন তারয়েত, বিদ্যানুশাসনং কুতঃ তারয়েত। যে এবং মন্যন্তে পণ্ডিতম্মন্যাঃ তে মূর্খাঃ পাপ কর্ম্মভিঃ বিষণ্ণা ভবন্তি।

অনুবাদ — বিচিত্র কথা কি মানুষকে মুক্তি দিতে পারে? কেবল শাস্ত্রের আলোচনাই বা কেমনে মুক্তি দিবে? যে সকল পণ্ডিত-মন্য মূর্খেরা, এইরূপ আশা করে, তাহারা পাপ কর্ম্মদ্বারা ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

১২। তস্‌স মে অপটি কন্তস্‌স —

অন্বয় —অপ্রতি কুর্বতঃ তস্য মে এতদ্ ঈদৃশং ফলং, যত্ ধর্ম্মং জানানঃ অপি অহং কামভোগেষু মূর্চ্ছিতঃ সন্ তিষ্ঠামি।

অনুবাদ — আমি সাধনা-বিমুখ, তাই আমার এই দুর্দশা যে ধর্ম কী, তাহা জানিয়াও আমি কামভোগে আবদ্ধ হইয়া আছি।

তাত্পর্য্য — ধর্ম জ্ঞানে নহে, ধর্ম আচরণে। বহু তত্ত্বে পণ্ডিত হইয়াও যে নর চরিত্র গঠন করে নাই, শাস্ত্র জ্ঞান তাহাকে শান্তি দিতে পারে না।

১৩। ইমং চ মে অত্থি ইমং চ নত্থি—

অন্বয় — মম ইদং অস্তি, ইদং চ নাস্তি, ইদং ময়া কৃত্যম্ ইদং অকৃত্যম্, এবং লালপ্যমানং ( কথয়ন্তম্ ) এব জনম্, হরাঃ (দিনরজন্যা-দয়ঃ কালাঃ ) হরন্তি, অতঃ কথং প্রমাদ্যেত্।

অনুবাদ — এটা আমার আছে ; এটা নাই, এটা আমার কর্ত্তব্য এটা আমার অকর্ত্তব্য, এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিতে থাকা কালেই মৃত্যু সেই লোকটীকে বিনষ্ট করে। ইহা দেখিয়া ও চৈতন্য হয় না কেন?

১৪। দুমপত্তএ পণ্ডুরএ —

অন্বয় — পাণ্ডুরকং দ্রুম পত্রং যথা রাত্রিগণানাম্ (সময়ানাম্) অত্যয়ে নিপততি, এবং মনুজানাম্ জীবিত মপি নিপততি। হে গৌতম (ইন্দ্রভূতে) মা প্রমাদীঃ।

অনুবাদ — কালাত্যয়ে গাছের পাতা যেমন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া ঝড়িয়া পড়ে, মানুষদিগের জীবন ও এইরূপ কালক্রমে ঝড়িয়া পড়িবেই। অতএব ইন্দ্রভূতি, সময় বৃথা নষ্ট করিওনা।

১৫। কুসগ্গে জহ ওস বিন্দুএ

অন্বয় — কুশাগ্রে যথা অবশ্যায় বিন্দুকঃ স্তোকং লম্বমানকঃ তিষ্ঠতি, এবং মনুজানাং জীবিতং। অতঃ হে গৌতম, সময়ং মা প্রমাদীঃ।

অনুবাদ — যেমন কুশাগ্রে শিশির বিন্দু অতি অল্প সময়ই ঝুলিয়া থাকে, মানুষের জীবন ও এইরূপ ক্ষণস্থায়ী। অতএব হে গৌতম সময় বৃথা নষ্ট করিওনা।

১৬। তিণ্ণোহসি অন্নবং মহম্—

অন্বয় — মহান্তং অর্ণবং তীর্ণঃ খলু অসি। তীরম্ আগতঃ কিং পুনস্ তিষ্ঠসি। পারম্ গন্তুম্ অভিত্বরস্ব। হে গৌতম সময়ং মা প্রমাদীঃ।

অনুবাদ — মহা সমুদ্র প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তীরের নিকট পৌছিয়াছে, নিশ্চেষ্ট থাকিওনা, আর একটু চেষ্টা কর, তাহা হইলেই তীরে পৌছিতে পারিবে। অতএব হে গৌতম সময় নষ্ট করিও না।

১৭। বুদ্ধস্স নিসম্ম ভাসিয়ং—

অন্বয় — অর্থপদোপসহিতং সুকথিতং বুদ্ধস্য (বোধি প্রাপ্তস্য জিনস্য) ভাষিতং নিশম্য, রাগং দ্বেষং চ ছিত্বা গৌতমো সিদ্ধি গতিং গতঃ। ইতি ব্রবীমি।

অনুবাদ — জিনের অর্থযুক্ত ও সুকথিত উপদেশ শুনিয়া, গৌতম রাগ ও দ্বেষ ছেদন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। এই আমি বলিতেছি।

# দশমী।

পঞ্চশীলম্।

১। সুসংবুড়া পঞ্চহি সংবরেহি—

অন্বয় — পঞ্চভিঃ সংবরৈঃ সুসংবৃতঃ, ইহজীবিতং অনবকাঙ্ক্ষমানঃ ব্যুত্সৃষ্টকায়ঃ সুবিত্যক্তদেহঃ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠং যজন্ মহাজয়ং জয়তি।

অনুবাদ — পঞ্চশীল দ্বারা সুসংযত হওয়া, জীবনের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা, শরীরকে সর্ব্বসহ করা, শরীরের সমস্ত চিন্তা ছাড়িয়া দেওয়া, এই সাধনা দ্বারা যিনি যজ্ঞ যজন করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয়লাভ করেন।

২। অহিংসং সচ্চং চ অতেনয়ং চ—

অন্বয় — অহিংসা সত্যং অস্তেয়ং ততঃ ( তথা ) চ ব্রহ্মচর্য্যম্ অপরিগ্রহং চ ইতি পঞ্চ মহাব্রতাণি প্রতিপদ্য বিদুঃ ( বিদ্বান্ ) জিন-দেশিতং ধর্ম্মং চরেত্।

অনুবাদ — অহিংসা ( সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ), সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য আর অপরিগ্রহ এই পাঁচটী মহাব্রত। ইহাই জিনের নির্দেশ। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই পাঁচটী মহাব্রতের দ্বারা জীবন নিয়মিত করিবেন। ইহাই সাধনা জীবনের উদ্দেশ্য, ধর্ম্মলাভের উপায়।

৩। সুণেহ মে এগগ্গমণা—

অন্বয় — একাগ্রমনাঃ বুদ্ধৈঃ দেশিতং মার্গং মে শৃণু ভিক্ষুঃ যম্ আচরন্ দুঃখানাম্ অন্তকরো ভবেত্॥

অনুবাদ — পূর্ব্ববর্ত্তি বুদ্ধগণ যে পথের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা আমার নিকট মনোযোগ দিয়া শোন। এই পথ চলিলে সাধক ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

৪। গিহবাসং পরিচ্চজ্জ—

অন্বয় — মুনিঃ গৃহবাসং পরিত্যজ্য প্রব্রজ্যাং আশ্রিতঃ সন্ বিষয়ং সঙ্গকরং বিজানীয়াত্, যত্র মানবাঃ সজ্যন্তে।

অনুবাদ — সাধক গৃহের উপর আসক্তি রাখিবেনা, সন্ন্যাসকে অবলম্বণীয় বলিয়া জানিবে। সংসারকে বন্ধনের কারণ বলিয়া জানিবে। বহু লোক সংসারে এত আবদ্ধ হইয়া পড়ে, যে জীবনের উদ্দেশ্য কী তাহা চিন্তা করিবার সময় পায় না।

৫। তহেব হিংসম্ অলিয়ং—

অন্বয় — তথৈব সংযতঃ হিংসাং অলীকং চৌর্য্যং অব্রহ্মসেবনং ইচ্ছাং কামং চ লোভং চ পরিবর্জয়েত্।

অনুবাদ — সাধক হিংসা, মিথ্যা কথা, চৌর্য্য, অব্রহ্মচর্য্য, ইচ্ছা, কাম ও লোভ ত্যাগ করিবেন। ইহা ধর্ম্ম পথের সাধনা।

৬। অরঈ পিঠ্ঠও কিচ্চা বিরও আয়রক্‌খিএ।

অন্বয় — অরতিং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বিরতঃ (ত্যাগশীলঃ) আত্মরক্ষিতঃ ধর্ম্মারামঃ নিরারম্ভঃ মুনিঃ উপশান্তঃ চরেত্।

অনুবাদ — অনিচ্ছাকে দূরে রাখিয়া, সেই ত্যাগশীল আত্মসংযত, ধর্ম্মপ্রিয় বাসনাহীন সাধক শান্তচিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন।

৭। অনুক্কসাই অপ্পিচ্ছে—

অল্পকষায়ঃ (অল্পপাপঃ) অল্পেচ্ছঃ অজ্ঞাতৈষী অলোলুপঃ সন্—রসেষু ..াসু গৃধ্যেত্ এবং নানুতপ্যেত।

অনুবাদ — যে সাধকের কষায় (দোষ) অল্প ও ইচ্ছা অল্প, যিনি অজ্ঞাত মোক্ষ) পথের পথিক, ও লোভহীন, প্রজ্ঞাবান্ তাদৃশ সাধক সুখের কামনা করেন না, অতএব দুঃখের পীড়নও সহ্য করেন না।

৮। এবং করোস্তি সংবুদ্ধা—

অন্বয় — পণ্ডিতাঃ প্রবিচক্ষণাঃ সংবুদ্ধা এবং কুর্বন্তি। যথা রাজর্ষিঃ নিমিঃ, তথা তে ভোগেভ্যঃ বিনিবর্তন্তে।

অনুবাদ — পণ্ডিত ও বিচক্ষণ অনুপ্রাণিতগণ এইরূপই করেন। তাহারা রাজর্ষি নিমির মত ভোগ হইতে বিনিবৃত্ত হন।

৯। তং বেন্তি অম্মাপিয়রো—

অন্বয় — মাতাপিতরঃ তং ব্রবীন্তি, হে পুত্র, শ্রামণ্যং খলু দুশ্চরং। ভিক্ষুণা গুণানাং সহস্রাণি ধর্তব্যানি।

অনুবাদ — মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাহাকে বলে, হে পুত্র শ্রামণ্য অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সহস্র সহস্র গুণ থাকিলে তবে ভিক্ষু হওয়া যায়।

তাত্পর্য্য — ধর্ম্মপথে চলিতে গেলে অনেকেই বাধা দেখায়; বলে "তুমি ইহা পারিবে না।" সাধক সে কথা শুনিবেন না। যাহারা ধর্মপথে চলিয়াছেন, তাহারা কাহারও নিষেধে ভয় পান নাই।

১০। সময়া সব্বভূএসু—

অন্বয় — জগতি শত্রুষু মিত্রেষু বা সর্বভূতেষু সমতা, প্রাণাতিপাত বিরতিশ্চ যাবজ্জীবং দুষ্করং।

অনুবাদ — এই সংসারে শত্রু ও মিত্রে সমদৃষ্টি, ও যাবজ্জীবন কোনও প্রাণিহত্যা না করিয়া থাকা বড়ই দুষ্কর।

১১। নিচ্চকাল প্পমত্তেণং মুসাবায় বিবজ্জনম্।

অন্বয় — অপ্রমত্তেন নিত্যকালং মৃষাবাদবিবর্জনম্, হিতং সত্যং ভাসিতব্যং চ নিত্যাযুক্তেন ( অব্যভিচারেণ ) দুষ্করম্।

অনুবাদ — ভুলেও কখনও মিথ্যা কথা না বলা, কেবল হিত ও সত্য

কথা বলা, এই নিয়ম চিরজীবন অব্যভিচারিভাবে প্রতিপালন বড়ই দুষ্কর।

১২। দন্তসোহন মাইসৃস—

অন্বয় — দন্তশোধনমিতস্যাপি অদত্তস্য বিবর্জনম্, কেবলং অনবদ্যেষণীয়স্য গ্রহণং অপি দুষ্করং।

অনুবাদ — না দিলে দন্তশোধনের কাষ্ঠটুকও নিব না, পবিত্র বস্তু ভিন্ন কিছু ভিক্ষাতে গ্রহণ করিব না, এইরূপ নিয়ম বড়ই কঠিন।

১৩। বিরঈ অবম্ভচেরস্স—

অন্বয় —কামভোগরসজ্ঞেন অব্রহ্মচর্য্যাত্ বিরতিঃ দুষ্করা। ব্রহ্মচর্য্যং চ উগ্রং মহাব্রতং ধারয়িতুং সুদুষ্করম্।

অনুবাদ — যাহারা সুখ ভোগ লোলুপ, তাহাদের পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল জীবন ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ সুকর নহে। কারণ ব্রহ্মচর্য্য একটি কঠোর মহাব্রত, তাহা পালন করা সুকঠিন।

১৪। ধন ধন্নপেসবগ্গেসু—

অন্বয় — ধন ধান্য পোষ্যবর্গেষু পরিগ্রহ বিবর্জনা, সর্বারম্ভ পরিত্যাগঃ নির্মমত্বং চ দুষ্করম্।

অনুবাদ — ধন ধান্য ও ভৃত্য পরিবর্জন, সকল কামনা পরিত্যাগ, সকল অধিকার পরিত্যাগ ইহা বড়ই কঠিন।

১৫। বালুয়া কবলোচেব—

অন্বয় — সংযমঃ বালুকাকবল ইব (বালুকাগ্রাসইব) নিরাস্বাদঃ। অসিধারা গমনমিব তপঃ চরিতুম্ দুষ্করং।

অনুবাদ — সংযম বালুকাভক্ষণের ন্যায় নিরাস্বাদ। তপশ্চর্য্যা অসিধারা গমণের ন্যায় সতর্কতা সাপেক্ষ।

১৬। অহি বেগন্ত দিঠিঠএ—

অন্বয় — হে পুত্র, অহিবীক্ষণ দৃষ্ট্যা ( অহেরিব নির্ণিমেষ দর্শনেন ) চারিত্রং ( চরিত্র রক্ষা ) দুষ্করং। লোহময়া যবা চর্বিতব্যা দুষ্করং।

অনুবাদ — হে বত্স, নির্ণিমেষ নয়নে লক্ষ্য করিয়া চরিত্র রক্ষা করিতে হয়। তাহা সুকঠিন। লৌহ কণ্টক পূর্ণ ঘাস চর্বন করা যেমন কঠিন, ইহাই তেমনই কঠিন।

১৭। সো বেই অম্মা পিয়রো—

অন্বয় — স ব্রবীতি, হে মাতা পিতরঃ যথা যুষ্মাভিঃ প্রোক্তং তদ্ এবং এব। পরন্তু নিষ্পিপাসস্য ইহলোকে কিঞ্চিদপি দুষ্করং নাস্তি।

অনুবাদ — সাধক উত্তর দেয়, হে পূজনীয়গণ, আপনারা যাহা বলিলেন তাহা সত্য। কিন্তু যিনি বীততৃষ্ণ, এই সংসারে তাহার পক্ষে দুষ্কর বলিয়া কিছুই নাই।

তাত্পর্য্য = সুখের তৃষ্ণাই দুর্বলতার কারণ। সুখের তৃষ্ণাই মানুষকে ভীরু করে। যে সাধক সুখের পিপাসা জয় করিয়াছেন, কিসের ভয়ে তিনি আপনার সংকল্প পরিত্যাগ করিবেন?

১৮। সো বেই অম্মা পিয়রো

অন্বয় — সঃ ব্রবীতি, হে মাতা পিতরঃ যুষ্মাভিঃ যত্ প্রোক্তং তদ্ এবং এব। পরন্তু অরণ্যে মৃগপক্ষিণঃ কঃ প্রতিকর্ম কৃণোতি।

অনুবাদ — সাধক উত্তর দেয়, হে পূজ্যগণ আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে। কিন্তু অরণ্যের পশুপক্ষির উপকার কে করে? কাহার সাহায্যের উপর তাহারা নির্ভর করে?

তাত্পর্য্য — মানুষ সকল দুঃখের প্রতীকার করিতে পারে না। কতক দুঃখ তাহাকে সহ্য করিতেই হয়। পশুপক্ষি কোনও দুঃখেরই প্রতীকার করিতে পারে না—সকল দুঃখই সহ্য করে। সহ্য করাই দুঃখ

জয়ের প্রধান উপায়। যে সাধক সকল দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, সে সকল দুঃখ জয় করিয়াছে।

১৯। জয়া মিগস্‌স আয়ঙ্কো—

অন্বয় — যদা মহারণ্যে মৃগস্য আতঙ্কঃ (রোগঃ) জায়তে, তদা কো নু বৃক্ষ মূলে সন্তং তম্ চিকিত্‌সতি।

অনুবাদ — যখন গভীর অরণ্যে কোনও পশু রোগাক্রান্ত হয়, তখন বৃক্ষ মূলে স্থিত তাহাকে কে আসিয়া চিকিত্‌সা করে?

২০। কো বা সে ওসইং দেই—

অন্বয় — কঃ বা তস্মৈ ঔষধং দদাতি, কঃ বা তস্মৈ সুখং পৃচ্ছতি, কঃ বা ভক্তং পাণীয়ং বা আহৃত্য তস্মৈ প্রণাময়তি (অর্পয়তি।)

অনুবাদ — কেই বা তাহাকে ঔষধ দেয়, কেই বা তাহাকে স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে, কেই বা ভাত জল আনিয়া তাহাকে দেয়?

২১। জয়া চ সে সুহী হোই -

অন্বয় — যদা চ স সুখী (স্বস্থঃ) ভবতি, তদা ভক্তপাণীয়স্য অর্থায় বল্লরাণি সরাংসি চ গোচরং (বিচরণ) গচ্ছতি।

অনুবাদ — সে যখন স্বতঃই সুস্থ হইয়া উঠে, তখন খাদ্য ও পাণীয়ের জন্য ঝোপে ও পুকুরে বিচরণ করিতে থাকে।

২২। এবং সমুঠ্‌ঠি ও ভিক্‌খু—

অন্বয় — ভিক্ষুঃ অপি এবং সমুত্থায় এবমেব অনেকদা মৃগচারিকং চরিত্বা, উর্দ্ধং দিশং প্রক্রামতি।

অনুবাদ — সাধক ও যতবার অসুস্থ হয়, ততবারই এইরূপ, নিজ হইতে সুস্থ হইয়া উঠিয়া, মৃগাচার আচরণ করিয়া, নিরপেক্ষা বশতঃ উত্‌কৃষ্ট গতি লাভ করে।

২৩। সন্নিহিং চ ন কুব্বিজ্জা —

অন্বয় — সংযতঃ লেপমাত্রং অপি সন্নিধিং ন কুর্য্যাত্। নিরপেক্ষঃ সন্ পক্ষিবৃত্তং সমাদায় পরিব্রজেত্।

অনুবাদ — পাত্রে যতটুক লাগিয়া থাকে, ততটুক সঞ্চয় ও সাধক করিবেন না। পক্ষী যেমন পরদিনের আহারের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে না, সাধক ও সেইরূপ পরদিনের প্রয়োজনের চিন্তা করিবেন না। অনপেক্ষ হইয়া বিচরণ করিবেন।

তাত্পর্য্য — যিনি সকল কামনাই জয় করিয়াছেন, বাচিয়া থাকিবার কামনা ও যাহার নাই, কিসের ভয়ে তিনি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবেন? পরদিন কিছু জোটে, ভাল; না জোটে, নাই জুটিল। সঞ্চয় করার অর্থই, বাচিয়া থাকিবার ইচ্ছাকে বরণ করা। জ্ঞানযোগী ভিক্ষু এই দৈন্য কিছুতেই স্বীকার করিয়া লন না।

২৪। হও ন সংজলে ভিক্খু—

অন্বয়— ভিক্ষুঃ আহতোহপি ন সংচলেত্, মনঃ অপি ন প্রদোষয়েত্, তিতিক্ষাং পরমং জ্ঞাত্বা, ভিক্ষুঃ ধর্ম্মং বিচিন্তয়েত্।

অনুবাদ — কেহ যদি তাহাকে আঘাত ও করে, সাধক তাহাতে ক্রুদ্ধ হইবে না, মনে ও ক্ষুব্ধ হইবে না। ক্ষমাকেই প্রশংসনীয় বলিয়া জানিবে, আর ধর্ম্ম চিন্তায় অন্য চিন্তা ডুবাইয়া দিবে।

২৫। সোচ্চাণং পরুসা ভাসা—

অন্বয় — দারুণাঃ গ্রাম কণ্টকাঃ ( সর্ব্বেষাং এব-বিরক্তি করাঃ) ভাষাঃ শ্রুত্বা অপি তুষ্ণীকঃ উপেক্ষেত ; তাঃ মনসি ন কুর্যাত্।

অনুবাদ — সকলেরই জ্বালাকর নিদারুণ কটু কথা শুনিয়াও চুপ করিয়া সহ্য করিবে, মনে কিছু ও ( গ্লানি ) করিবে না।

২৬। না পুট্ঠো বাগরে কিঞ্চি—

অন্বয় — অপৃষ্টঃ কিঞ্চিত্ ন ব্যাগৃণীয়াত্, পৃষ্টঃ বা অলীকং ন বদেত্। ক্রোধং অসত্যং ( বিফলং ) কুর্য্যত্, প্রিয়ং অপ্রিয়ং চ ধারয়েত্ ( সংযচ্ছেত্ )।

অনুবাদ — প্রশ্ন না করিলে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে যাইওনা। প্রশ্নের উত্তরে কথা বলিবে বটে, কিন্তু মিথ্যা কথা কখনও বলিবে না। ক্রোধের বশে কোনও কাজ করিবে না, প্রিয় ও অপ্রিয়ের প্রভাবে, অর্থাত্ রাগদ্বেষ পরিচালিত হইয়া কোনও কাজ করিবে না।

২৭। অভিবায়ণম্ অব্ভুঠ্ঠানং—

অন্বয় — স্বামী ( সমাজ পতয়ঃ ) অভিবাদনং অভ্যুত্থানং ( আসনাদ্ উত্থানং ) নিমন্ত্রণং কুর্য্যাত্। যে তানি প্রতি সেবন্তে ( আচরন্তি ) মুনিঃ তেষু ন স্পৃহয়েত্।

অনুবাদ — ধনিকগণ সাধু দেখিলে অভিবাদন করেন, অভ্যুত্থান করেন, নিমন্ত্রণ ও করেন। যাহারা এইরূপ করেন তজ্জন্য তাহাদের উপর অধিক প্রীতি সাধক রাখিবেন না।

২৮। সঙ্গো এস মনুস্সাণং —

অন্বয় — যাঃ স্ত্রিয়ঃ এষঃ এব লোকে মনুষ্যাণাং সঙ্গঃ। যস্য এতাঃ ( রিপুত্বেন ) পরিজ্ঞাতাঃ তস্য শ্রামণ্যং সুকৃতম ( লব্ধম্ ) এব।

অনুবাদ — "এই সংসারে নারীই একমাত্র প্রলোভন," ইহা ও বলা যাইতে পারে। যিনি নারীদিগকে এইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রলোভন বলিয়া জানিয়া লালসা জয় করেন, শ্রামণ্য তো তাহার হস্তগত হইয়াছে বলিলেই হয়—অন্য প্রলোভন তাহার নিকট তুচ্ছ।

২৯। পহায় রাগং চ তহেব দোসং —

অন্বয় — ভিক্ষুঃ সততং বিচক্ষণঃ রাগং দ্বেষং তথা মোহং চ প্রহায়, আত্মগুপ্তঃ বাতেন অকম্পমানঃ মেরুঃ ইব পরীষহান্ সহেত।

অনুবাদ — সাধক সর্ব্বদা কোন দিক হইতে রিপুর আক্রমণ হয় তাহা জানিবার জন্য চক্ষু খোলা রাখিয়া, রাগ দ্বেষ ও মোহ জয় করিয়া, আত্ম সংযত হইয়া, প্রলোভনদিগকে পরাভূত করিবেন। বাতাস যেমন মেরুকে কম্পিত করিতে পারে না, পরীষহ যেন তেমন তাহাকে বিচলিত না করে।

# একাদশী

কৈবল্যম্।

১। সাহু গোয়ম পন্নাতে—

অন্বয় :— হে গৌতম, তে প্রজ্ঞা সাধু। মম অয়ং সংশয় ছিন্ন। অন্যঃ অপি মম সংশয়ঃ অস্তি। তং মে কথয়।

অনুবাদ :— হে গৌতম, আপনার বুদ্ধি উত্তম। আমার এই সংশয় ছিন্ন হইল। আমার আর একটী সংশয় আছে, তাহার সমাধান আমাকে বলুন।

২। শারীর মানসে দুক্খে—

অন্বয় :— হে মুনে, শারীরমানসৈঃ দুঃখৈঃ বধ্যমানানাং প্রাণিনাং কৃতে, কিং স্থানং ক্ষেমং শিবং অনাবাধং মন্যসে।

অনুবাদ :— হে মুনি, শারীর ও মানস দুঃখদ্বারা প্রপীড়ীত জীব দিগের পক্ষে কোন স্থানটিকে আপনি শুভকর, মঙ্গলকর ও নিরাপদ বলিয়া মনে করেন?

৩। অত্থি এগং ধুবং ঠানং—

অন্বয় :— লোকাগ্রে একং দুরারোহং ধ্রুবং স্থানম্ অস্তি, যত্র জরা মৃত্যুঃ ব্যাধয়ঃ তথা বেদনা নাস্তি।

অনুবাদ :— লোকের সম্মুখে একটী শাশ্বত স্থান আছে, কিন্তু তাহা দুরারোহ। তথায় জরা মৃত্যু, ব্যাধি বা বেদনা নাই।

৪। ঠানে য ইহ কে বুত্তে—

অন্বয় :— কেশিঃ গৌতমম্ অব্রবীত্ স্থানং চ ইতি কিম্ উক্তম্। এবং ব্রুবন্তং কেশিম্ গৌতমঃ ইদম্ অব্রবীত্।

অনুবাদ — কেশি প্রশ্ন করিলেন, কোন স্থানকে আপনি এরূপ বলিতেছেন? গৌতম বলিলেন—

৫। নিব্বানংতি অবাহংতি—

অন্বয় — নির্বাণমিতি অবাধং (মোক্ষঃ) ইতি তত্ স্থানম্। তদ্ এব সিদ্ধিঃ লোকাগ্রম্ এবচ। তত্ স্থানং ক্ষেমং শিবম্ অনাবাধং যং মহর্ষয়ঃ চরন্তি।

অনুবাদ — সেই স্থানের নাম নির্বাণ, সেই স্থানের নাম মোক্ষ। ইহাই সিদ্ধি, ইহাই নিঃশ্রেয়স্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)। এই স্থান শুভময়, মঙ্গলময় ও নিরাপদ। মহর্ষিগণ এই পদ প্রাপ্ত হন।

৬। তং ঠানং সাসয় বাসং—

অন্বয় — তত্ শাশ্বত বাসং (চিরন্তনাবাসং—অনুস্বারঃ লাক্ষণিকঃ) স্থানম্ লোকাগ্রে বর্ত্ততে কিন্তু দুরারোহং ভবতি। হে মুনে ভবৌঘান্তকরাঃ যং সংপ্রাপ্তাঃ ন শোচন্তি।

অনুবাদ — এই ধ্রুবস্থান লোকের দৃষ্টিগোচর, কিন্তু দুরারোহ। ইহা পাইলে জন্ম মৃত্যুর স্রোত নিবৃত্ত হয়, তাহার আর শোক করিতে হয়না।

৭। বহুং খু মুনিণো ভদ্দং—

অন্বয় — অনাগারস্য ভিক্ষোঃ বহু খলু ভদ্রম্, সর্ব্বতঃ বিপ্রমুক্তস্য একান্তম্ অনুপশ্যত।

অনুবাদ — যিনি গৃহ সুখের কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভিক্ষুর বিপুল কল্যাণ হইয়া থাকে। তিনি কেবল কৈবল্য জ্ঞানের ভাবনায় বিভোর, তাহার কোনও বন্ধনই নাই।

৮। সুখং বসামো জীবামো

অন্বয় — যেষাং অস্মাকং কিঞ্চন নাস্তি, তাদৃশাঃ বয়ং সুখং বসামঃ ( তিষ্ঠামঃ ) জীবামঃ চ। মিথিলায়ং দহ্যমানায়ং মম কিঞ্চন ন দহ্যতে।

অনুবাদ — "কিছুই আমার নহে" এই ধারণা যাহারা করিতে পারে, তাহারাই সুখে বাচিয়া থাকে। একটী গৃহতো দূরের কথা সমস্ত মিথিলা দগ্ধ হইলে ও আমার কিছু আসে যায় না।

৯। চত্ত পুত্ত কলত্তস্স—

অন্বয় — ত্যক্তপুত্রকলত্রস্য নির্ব্যাপারস্য ভিক্ষোঃ প্রিয়ং কিঞ্চিত্ ন বিদ্যতে, অপ্রিয়ং অপি কিঞ্চিত্ ন বিদ্যতে।

অনুবাদ — যিনি পুত্র ও কলত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ভিক্ষু। তাহার প্রিয় বলিতে ও কিছুই নাই, অপ্রিয় বলিতে ও কিছুই নাই।

১০। অরই রই সহে—

অন্বয় —অরতি রতিসহঃ প্রহীনসংস্তবঃ বিরতঃ আত্মহিতঃ প্রধানবান্ ( মুক্তিকামী ) অসমঃ অকিঞ্চনঃ জনঃ পরমার্থপদে তিষ্ঠতি।

অনুবাদ — যিনি রাগ ও দ্বেষের বেগ সহ্য করিতে পারেন, যিনি নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত, আত্মচালিত শ্রেষ্ঠকামী, নির্ম্মম ( স্বার্থহীন ) ও অকিঞ্চন, তিনি সদানন্দ হইয়া পরমার্থ পদে থাকেন।

১১। নাহং বসে পক্খিনি পঞ্জরে ব—

অন্বয় — পক্ষী পিঞ্জরে ইব অহং বাসগৃহ স্থানে [ সুচিরং উষিত্বা ঽপি ] ন রমে। সন্তানছিন্নঃ ( ছিন্নসূত্রঃ ) অহং অকিঞ্চনঃ ঋজুকৃতঃ নিরামিষঃ পরিগ্রহারম্ভদোষনিবৃত্তঃ মৌনং চরিষ্যামি।

অনুবাদ — অনেকদিন তথায় বাস করিলেও পক্ষার যেমন পিঞ্জরের প্রতি অনুরাগ জন্মেনা, বন্ধন মুক্ত হইলেই উড়িয়া যায়, আমারও সেইরূপ

গৃহবাসে অনুরাগ নাই। (সূত্র ছিন্ন হইয়াছে)। আমি এখন নিস্ব, অকপট, স্বার্থহীন হইয়া, প্রাপ্তি ও অনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া চুপ করিয়া থাকিব।

১২। অসাসযং দঠ্ঠুং ইমং বিহারং—

অন্বয় — ইমং বিহারং অশাশ্বতং বহু অন্তরায়ং চ দৃষ্ট্বা, আয়ুষং চ দীর্ঘং ন দৃষ্ট্বা, [ তস্মাদ্ হেতোঃ ] গৃহে রতিং ন লভে ; এনং আমন্ত্রয়ামি ; মৌনং চরিষ্যামি।

অনুবাদ — এই সংসার ক্ষণস্থায়ী এবং বিঘ্নসঙ্কুল। মানুষের আয়ু ও নাতিদীর্ঘ। সংসার যাত্রা আমার ভাল লাগেনা। ইহাকে বিদায় দিয়া আমি সংন্যাস গ্রহণ করিব।

তাত্পর্য্য — ইষ্টলাভে বহু অন্তরায়। অভীষ্ট বস্তু যদি পাওয়াও যায়, বেশীদিন তাহা থাকে না। যদিই বা থাকে, মৃত্যু আসিয়া ভোগেচ্ছুকে সরাইয়া নেয়। সংসারে সুখের আশা নাই। এই আশাকে যে জন পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখের সন্ধান পাইয়াছে।

১৩। ন চে লভেজ্জা নিউনং সহায়ং—

অন্বয় — গুণাধিকং গুণতঃ সমং বা নিপুণং সহায়ং নচেত্ লভেত, তদা কামেষু অসজ্জমানঃ পাপানি বিবর্জয়ন্ এক এব চরেত্।

অনুবাদ — কুসঙ্গের মত অনিষ্টকর আর কিছুই নাই। তাই যদি ভাল সঙ্গী না জোটে,—যিনি তোমা অপেক্ষা চরিত্রবান্, অন্ততঃ তোমার সমান চরিত্রবান্, তাহা হইলে একা থাক, তাহাও ভাল, তথাপি হীন চরিত্র ব্যক্তির সহিত মিশিবে না। সুখের তৃষ্ণা ছাড়িয়া দিয়া, আর পাপ পরিবর্জ্জন করতঃ, এককই জীবন পথে চলিতে থাকিবে।

১৪। এগ এব চরে লাঢ়ে—

অন্বয় — পরীষহান্ অভিভূয়, গ্রামে, নগরে, নিগমে (বণিক্নিবাসে) রাজধান্যাং বা, একঃ এব লাঢ়ঃ (রাজবত্) চরেত্।

অনুবাদ—গ্রামে হউক, শহরে হউক, বন্দরে হউক, কিম্বা রাজধানীতে হউক, সর্বত্রই প্রলোভন জয় করিয়া ( প্রলোভন বশতঃ কাহারও অধীনতা স্বীকার না করিয়া ) ও অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া সাধক রাজার মত বিচরণ করিবে।

১৫। নির্ম্মমে নিরহঙ্কারে—

অন্বয় — নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ বীতরাগঃ অনাশ্রবঃ কৈবল্যজ্ঞানং সংপ্রাপ্তঃ শাশ্বতং পরিনির্বৃত্তঃ সন্ স বিচরতি।

অনুবাদ — কাহারও উপর তাহার মমতাজ্ঞান নাই, নিজেরও কর্তৃত্বজ্ঞান নাই, কোনও কামনা তাহার নাই, কোনও পাপপ্রবৃত্তি নাই, অদ্বৈতজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন, এইরূপ তাহার জীবন।

তাত্পর্য্য — যিনি কৈবল্যজ্ঞান ( অদ্বৈতজ্ঞান ) লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন বিশ্বের সকল জীবই তাহার আপনার, সকল বস্তুই তাহার নিজের। অতএব কোনও জীবকেই তিনি দ্বেষ করেন না। কোনও বস্তুই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না। উহা তো তাহার আছেই। কৈবল্যজ্ঞানের অভাবেই ইতিপূর্বে উহাদিগকে পর মনে করিতেন। এখন শত্রুমিত্র সকলকেই আপনার মনে করেন। বাছিয়া বাছিয়া কেবল মিত্রদিগকে আপনার মনে করেন না—উহার নামই মমতা।

১৬। মৌনং চরিস্সামি সমিচ্চ ধর্ম্মং—

অন্বয় — ধর্ম্মং সমেত্য সহিতঃ ঋজুকৃতঃ নিদানছিন্নঃ ( কর্ম্মবীজহীনঃ ) মৌনং ( শ্রামণ্যং ) চরিষ্যামি ইতি নিশ্চিত্য, সংস্তবং হিত্বা অকামকামঃ অজ্ঞাতৈষী (মোক্ষাভিলাষী) সন্ যঃ পরিব্রজেত্ স এব ভিক্ষুঃ।

অনুবাদ — ধর্ম্মজ্ঞান লাভকরতঃ, সাধুসঙ্গপ্রিয়, শঠতাবর্জিত, বাসনা বিহীন হইয়া, শ্রমণাচার গ্রহণ করিব, এই সংকল্প করিয়া, পূর্ব্ব

সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশা বর্জন করিয়া, মোক্ষ লাভের নিমিত্ত যিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনিই ভিক্ষু।

১৭। অক্কোসবহং বিইত্তু ধীরে—

অন্বয় — নিত্যম্ আত্মগুপ্তঃ ধীরঃ মুনিঃ ক্রোশ বধং অবিদিত্বা ( অজ্ঞায় ) লাঢ়ঃ চরেত্। অব্যগ্রমনাঃ অসংপ্রহৃষ্টঃ যঃ কৃত্স্নং অধ্যাস্তে, স ভিক্ষুঃ।

অনুবাদ — আত্মরক্ষিত মুনি ক্রোধ ও বধকে উপেক্ষা করিয়া ধীর হইয়া রাজার মত বিচরণ করিবেন। যিনি হৃষ্ট কিম্বা উদ্বিগ্ন না হইয়া সকল সহ্য করিতে পারেন, তিনিই ভিক্ষু।

১৮। মন্তং মূলং বিবিহং বেজ্জচিন্তম্—

অন্বয়—আতুরে সতি মন্ত্রং মূলং বমন-বিরেচণ-ধূম নেত্র-স্নানং ইত্যাদিকং বিবিধাং বৈদ্যচিন্তাম্, চিকিত্সিতং শরণং চ, পরিজ্ঞায় ( হেয়ত্বেন পরিজ্ঞায় ) য পরিব্রজেত্ ( সংযম মার্গে পরিগচ্ছেত্ স ভিক্ষুঃ।

অনুবাদ — রুগ্ন হইলে, মন্ত্র, মূল, বমন, বিরচেন, ধূমপান, নেত্র ধৌতি, স্নান প্রভৃতি বৈদ্যদের নানাবিধ চেষ্টা যিনি প্রয়োগ করেন না, চিকিত্সকের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন, তিনিই ভিক্ষু।

১৯। অশিপ্প জীবি অগিহে অমিত্তে -

অন্বয় — য অশিল্পজীবি অগৃহঃ অমিত্রঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্বদা বিপ্রমুক্তঃ অনুকষায়ঃ ( অল্প দোষঃ ) লঘুঃ ( অল্পোপকরণঃ ) অল্পভক্ষী গৃহং ত্যক্ত্বা একচরঃ স ভিক্ষুঃ ?

অনুবাদ — যিনি কোনও শিল্পদ্বারা জীবিকা অর্জন করে না, যাহার কোনও গৃহ নাই, যাহার কেহ মিত্র নাই, যিনি জিতেন্দ্রিয়, কোনও আকর্ষণ বন্ধন যাহার নাই, যাহার দোষ অল্প, বিত্ত অল্প, ভোজন অল্প, যিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া একাকী বিচরণ করেন তিনিই ভিক্ষু।

২০। সীওসিনা দংসমসা য ফাসা

অন্বয় — শীতোষ্ণে দংসমশকাঃ বিবিধাঃ স্পর্শাঃ আতঙ্কাঃ চ দেহং স্পৃহন্তি। তত্র অকুকূজঃ ( আর্ত্তি প্রকাশং অকুর্ব্বন্ ) অধ্যাসীত তিষ্ঠেত্)। কিঞ্চ পুরাকৃতানি রজাংসি ক্ষপয়েত্।

অনুবাদ — শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন, দংশ মশক প্রভৃতি কীট, এইরূপ নানাবিধ আতঙ্ক মানুষকে পীড়া দেয়। কোনও চীত্কার পর্য্যন্ত না করিয়া, তাহাতে স্থির থাকিবে। এইরূপ আচরণ দ্বারাই পূর্ব্বকৃত দোষ ( কর্ম্ম ) নষ্ট করিতে থাকিবে।

২১। উপেহমাণো উ পরিব্বএজ্জা—

অন্বয় — উপেক্ষমাণঃ পরিব্রজেত্। তথা সর্ব্বম্ প্রিয়ং অপ্রিয়ং চ তিতিক্ষেত্। স সর্ব্বং সর্ব্বত্র অভিরোচয়েত্। ন চাপি পূজাং গর্হাং চ সঞ্জেত্।

অনুবাদ — সাধক উদাসীন ভাবে বিচরণ করিবেন। প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই সহ্য করিবেন, কোনটাতেই উদ্বেলিত হইবেন না। রাগদ্বেষ না থাকাতে তিনি সদানন্দ, অতএব সকল স্থান ও সকল বস্তুই তাহার আনন্দের ক্ষেত্র। নিন্দা ও প্রশংসা কোনওটাই তিনি আকাঙ্ক্ষা করিবেন না।

---

## দ্বাদশী।

ব্রাহ্মণঃ।

১। অজ্ঞানগা জন্নবাঈ—

অন্বয় — যে যজ্ঞবাদিনঃ, অজ্ঞাঃ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ-সম্পদাঃ, স্বাধ্যায় তপসা গূঢ়াঃ, তে ভস্মাচ্ছন্না অগ্নয় ইব অশান্তাঃ।

অনুবাদ — যে ব্রাহ্মণেরা অজ্ঞ, তাহারা যজ্ঞমাত্র পরায়ণ—যজ্ঞের উদ্দেশ্য যে আত্মজ্ঞানলাভ তাহা তাহারা বুঝেন নাই, তাহারা কেবল

বিদ্যাতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্ম বিষয়ে পড়াশুনা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত উপলব্ধি তাহাদের হয় নাই। স্বধ্যায় ও তপস্যা দ্বারা তাহারা ইন্দ্রিয়াগ্নিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন মাত্র, ইন্দ্রিয়াগ্নিকে নির্বাপিত করিতে পারেন নাই। ইন্ধন পাইলেই তাহারা আবার জ্বলিয়া উঠিবে।

২। জো লোএ বম্ভণো বুত্তো—

অন্বয় —যঃ লোকে ব্রাহ্মণঃ বৃত্তঃ সঃ যথা অগ্নিঃ এবং মহিতো ভবতি। সদা কুশল সংদিষ্টং ( কল্যাণেন চালিতং ) তং বয়ং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তিনি অগ্নির মত দেদীপ্যমান হন। তিনি সর্ব্বদা কল্যাণ বুদ্ধি দ্বারাই চালিত হন। তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩। জো ন সজ্জই আগন্তুম্—

অন্বয় — যঃ আগচ্ছন্তম্ ন স্বজতে ( আলিঙ্গতি ), প্রব্রজন্তম্ ন শোচতি, আর্য্যবচনে রমতে বয়ং তং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যাহা আসিতেছে তাহা দেখিয়া যিনি উতফুল্ল হন না, যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহার জন্য যিনি শোক করেন না, ভাল কথায় যাহার রতি আছে, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

৪। জায়রূবং জহামিট্টং—

অন্বয় — পাবকেন নির্ধ্মাত মলং আমৃষ্টং ( মার্জ্জিতং ) জাতরূপম্ ( স্বর্ণমিব ) রাগদ্বেষ ভয়াতীতং তং জনং বয়ং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — পাবকে দগ্ধ হইয়া স্বর্ণ যেরূপ শুদ্ধ হয়, ও মার্জ্জিত হইয়া উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ রাগদ্বেষ ভয়াতীত হইয়া যে ব্যক্তি শুদ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

৫। তবসিস্‌সং কিশং দন্তম—

অন্বয় — তপস্বিকং কৃশং দান্তম্ অবচিত মাংস-শোণিতং সুব্রতং প্রাপ্ত নির্বাণং তং বয়ং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যিনি তপস্যা পরায়ণ ও দান্ত, তপস্যা দ্বারা যাহার শরীর কৃশ হইয়াছে, মাংস ও শোণিত কমিয়া গিয়াছে, যিনি ব্রত পালন করেন, যাহার আকাঙ্ক্ষা নির্বাণ পাইয়াছে, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৬। তস পাণে বিযাণেত্তা—

অন্বয় — ত্রসান্ প্রাণিনঃ স্থাবরাণ্ চ সংগ্রহেণ বিজ্ঞায়, যঃ ত্রিবিধেন ন হিংসতি, বয়ং তং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যিনি মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকে ভাল করিয়া জানিয়া, কায় বাক্য মনে কাহাকে ও বিষম দৃষ্টিতে দেখেন না, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৭। কোহা বা জই বা হাসা—

অন্বয় — যস্তু ক্রোধাদ্ যদি বা হাসাত্, লোভাদ্ বা যদি বা ভয়াদ্ বা, মৃষাং ন বদতি, বয়ং তং ব্রাহ্মণঃ ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যিনি ক্রোধের সময়, কিম্বা উপহাস করিয়া, লোভ বশতঃ বা ভয়ে পড়িয়া মিথ্যা কথা বলেন না তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৮। চিত্তমন্তম্ অচিত্তং বা—

অন্বয় — অল্পং বা যদি বা বহু, চিত্তমন্তম্ অচিত্তং বা যঃ অদত্তম্ ন গৃহ্নাতি, তং বয়ং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — চেতনই হউক কিম্বা অচেতনই, অল্পই হউক আর বহুই হউক, যিনি অদত্ত কোনও বস্তু গ্রহণ করেন না, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৯। দিব্ব মানুস তেরিচ্ছং—

অন্বয় — যঃ মনসা বাক্যেন কায়েন দিব্যং মানুষ্যং তিরশ্চীনং মৈথুনং ন সেবতে তং বয়ং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যিনি কায় বাক্য ও মনে মনুষ্যেতর, মানুষের বা পশুদের মৈথুন বিষয়ে নিস্পৃহ তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বলিব।

১০। জহা পোমং জলে জায়ং —

অন্বয় — যথা জলে জাতঃ পদ্মং বারিণা নোপলিপ্যতে, এবং কামেষু অলিপ্তং জনং বয়ং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যেমন পদ্ম জলে জাত হইয়াও, বারিদ্বারা লিপ্ত হয় না, এইরূপ সুখের আকর্ষণ যাহাকে স্পর্শ করে না তিনিই ব্রাহ্মণ।

১১। অলোলুয়ং মুহাজীবিং—

অন্বয় — অলোলুপং মুদাজীবিনং অনাগারং অকিঞ্চনং গৃহস্থেষু অনাসক্তং জনং বয়ং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যিনি লোভহীন, সদানন্দ, গৃহহীন, নিঃস্বঃ ও গৃহস্থদিগের প্রতি আসক্ত নহে, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১২। জহিত্তা পূব্ব-সংজোগং—

অন্বয় — পূর্ব্বসংযোগং হিত্বা যঃ বান্ধবেষু ন সজতি, ভোগেষু চ ন সজতি বয়ং তং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — যাহার পূর্ব্বের স্নেহ বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, নূতন করিয়াও কাহার ও সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করেন না, যিনি ভোগে আসক্ত হন না তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৩। এএ পাউকরে বুদ্ধে—

অন্বয় — বুদ্ধঃ এতান্ প্রাদুরকর্ষীত্। যৈঃ জনঃ স্নাতকঃ ( কৃতস্নানঃইব বিশুদ্ধঃ ) ভবতি। সর্বকর্ম্ম বিনির্ম্মুক্তম্ তাদৃশং স্নাতকমেব বয়ং ব্রাহ্মণং ব্রূমঃ।

অনুবাদ — বুদ্ধ এই সব উপায় বলিয়াছেন, যাহা দ্বারা মানুষ স্নাতক ( বিশুদ্ধ ) হয়। সর্ব্ব কর্ম্ম বিনির্ম্মুক্ত তাদৃশ স্নাতককেই ব্রাহ্মণ বলি।

১৪। এবং গুণসমাযুক্তা—

অন্বয় — যে এবং গুণসমাযুক্তাঃ তে এব এব দ্বিজোত্তমাঃ। তে এব পরমাত্মানং উদ্ধর্ত্তুম্ সমর্থাঃ।

অনুবাদ — যাহারা এই সকল গুণ অর্জন করিয়াছেন, তাহারাই দ্বিজোত্তম। তাহারাই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ।

# ত্রয়োদশী

সংঘ।

১। সাহু গোয়ম পন্না তে—

অন্বয় — হে গৌতম, তে প্রজ্ঞা সাধুঃ। মম অয়ং সংশয়ঃ ছিন্নঃ। অন্যঃ অপি মম সংশয়ঃ অস্তি, তং মে কথয়।

অনুবাদ — হে গৌতম, আপনার বুদ্ধি উত্তম। আমার এই সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। তবে আমার আর ও একটী জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা আমাকে বলুন।

২। কুপ্পহা বহবো লোএ—

অন্বয় — হে গৌতম, লোকে বহবঃ কুপথাঃ সন্তি, যেষু জন্তবঃ নশ্যন্তি। কস্মিন্ অধ্বনি বর্ত্তমানঃ ত্বং ন নশ্যসি।

অনুবাদ — হে গৌতম, সংসারে কুপথ অগণিত। জীবগণ তাহাতে চলিয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। আপনি কোন পথে চলেন, যে আপদে পতিত হন না।

৩। জে চ মগ্‌গেণ গচ্ছন্তি—

অন্বয় — হে মুনে, যে চ মার্গেণ গচ্ছন্তি, যে চ উন্মার্গপ্রস্থিতাঃ, তে সর্ব্বে ময়া বিদিতাঃ। অতো অহং ন নশ্যামি।

অনুবাদ — কে সত্‌পথ ধরিয়াছে, কে অসত্‌ পথে চলিতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি। অতএব হে মুনি, আমি বিনষ্ট হই না।

৪। মগ্‌গে য ইহ কে বুত্তে—

অন্বয় — কেশিঃ গোতমম্ অব্রবীত্‌, মার্গঃ ক ইহ উক্তঃ। ততঃ ব্রুবন্তম্ কেশিম্ গোতমঃ ইদম্ অব্রবীত্‌।

অনুবাদ — কেশি গোতমকে বলিলেন, কাহাকে আপনি সত্‌মার্গ বলেন। গোতম উত্তর করিলেন।

৫। কুপ্পবয়ণ পাষণ্ডী—

অন্বয় — কুপ্রবচন পাষণ্ডিনঃ সর্বে উন্মার্গপ্রস্থিতাঃ। সন্মার্গং তু জিনাখ্যাতং। এষ হি উত্তমঃ মার্গঃ।

অনুবাদ — যাহারা কুশাস্ত্রপরায়ণ তাহারা সকলেই উন্মার্গ-গামী। জিনোপদিষ্ট মার্গই সন্মার্গ। ইহাই উত্তম মার্গ।

৬। থেরে গণহরে গগ্‌গে—

অন্বয় — স্থবিরঃ বিশারদঃ গর্গমুনিঃ গণধরঃ আসীত্‌। আকীর্নঃ ( বহুজ্ঞঃ ) স গণি-ভাবে ( নেতৃত্ব-বিষয়ে ) সমাধিং ( বিচারং ) প্রতিসন্ধত্তে ( করোতি )।

অনুবাদ — আচার্য্য ও সর্বশাস্ত্রকুশল গর্গমুনি গণধর ( সংঘপতি, মঠাধীশ ) ছিলেন সংঘ পতিত্ব বিষয়ে তিনি এইরূপ চিন্তা করিলেন।

৭। খলুঙ্কে জোউ জোইএ—

অন্বয় — যঃ তু খলুঙ্কান্ ( গলিবৃষভান্ ) [ শকটে ] যোজয়তি, তৈঃ বিধ্যমানঃ ( উদ্বিজ্যমানঃ ) সঃ ক্লিশ্যতি। অসমাধিং ( অশান্তিং ) চ বেদন্তি ( বেত্তি ) তস্য তোত্রকঃ ( প্রাজনকশ্চ ) ভজ্যতে।

অনুবাদ — কেহ যদি দুষ্ট বৃষভ শকটে যোজনা করে, তবে নানাবিধ উত্‌পাত করিয়া তাহারা যন্ত্রণা দেয়। মনের ও অশান্তি হয়, পাজন ছড়িখানা ও হয়ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

৮। খলুঙ্কা জারিসা জোজ্জা—

অন্বয় — খলুঙ্কাঃ যাদৃশাঃ যোজ্যাঃ ( বাহনাঃ ) দুঃশিষ্যা অপি খলু তাদৃশাঃ [ অনর্থ কারকাঃ ]। ধর্ম্মযানে যোজিতাঃ ধৃতিদুর্বলাঃ তে ভজন্তি ( পলায়ন্তে )।

অনুবাদ — গলি বৃষভদ্বারা যেমন কোনও কাজ হয় না, কুশিষ্য দ্বারা ও তেমনই কোনও ফল লাভ হয় না। ধর্ম্ম-যানে জুড়িয়া দিলে, ধৃতির ( অধ্যবসায়ের ) অভাব বশতঃ, তাহারা পলাইয়া যায়।

৯। পেসিয়া পলিউংচন্তি তে—

অন্বয় — প্রেষিতাঃ ( ক্বচিত্ প্রয়োজনে প্রেরিতাঃ ) তে পর্য্যুষন্তি ( অপহ্নুবন্তে ), কিম্বা সমন্ততঃ পরিয়ন্তি ( পর্য্যটন্তি ) কিঞ্চ আত্মানং রাজ বেষ্টিম্ ( রাজপুরুষং ) মন্যমানাঃ মুখে ভ্রুকুটীং কুর্বন্তি।

অনুবাদ — কোথা ও যাইতে বলিলে, শুনি-না শুনি-না করিয়া চুপ করিয়া থাকে, কিম্বা দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর নিজকে রাজ কর্ম্মচারীর মত সম্ভ্রান্ত মনে করিয়া সর্বদাই মুখে ভ্রুকুটি করিয়া থাকে।

১০। বাইয়া সংগহিয়া চেব -

অন্বয় — বাচিতাঃ ( অধ্যাপিতাঃ ) সংগৃহিতাঃ ( রক্ষিতাঃ ) ভক্ত-পাণেন পোষিতাঃ অপি, তে জাতপক্ষাঃ হংসা ইব দিশি দিশি প্রক্রামন্তি।

অনুবাদ — তাহাদিগকে অন্নজল দিয়া, রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া বিদ্যা-দান করিলে ও, হংস শাবকের পক্ষ উদ্গত হইলে যেমন তাহারা চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, মার কাছে আর থাকে না, কুশিষ্যগণ ও এইরূপ মঠপতিকে ছাড়িয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলিয়া যায়।

১১। অহ সারহী বিচিন্তেই—

অন্বয় — অথ খলুঙ্কৈঃ সমাগতঃ সারথিঃ ( সংঘনেতা ) বিচিন্তিতি, দুষ্ট শিষ্যৈঃ মম কিম্ ( কঃ লাভঃ )? পরন্তু মম আত্মা অবসীদতি।

অনুবাদ — সংঘনেতা গর্গাচার্য্য গলি-গর্দভের ন্যায় শিষ্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, দুষ্ট শিষ্যে আমার কী প্রয়োজন? বরং তাহাদের কুস্বভাব দেখিয়া মনে বিরক্ত হয়।

১২। আয়রিয় পরিচ্চঈ—

অন্বয় — আচার্য্যপরিত্যাগী. পর পাষণ্ড সেবকঃ ( অপর তন্ত্রানুরক্তঃ ) গাণং গণিকঃ ( কুলাত্ কুলান্তরং গমন শীলঃ ) দুর্ভূতঃ ( দুরাচারঃ ) পাপ শ্রমণ ইতি উচ্যতে.

অনুবাদ — যিনি স্বীয় আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন, যিনি গণ হইতে গণান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি কুশ্রমণ।

১৩। সন্নাই পিণ্ডং জেমেই—

অন্বয় — স্বজ্ঞাতি পিণ্ডং জেমতি ( ভুঙ্ক্তে ), সামুদানিকং ( চেষ্টা লব্ধং ) ন ইচ্ছতি, গৃহে নিষদ্য ( স্থিত্বা ) কালং বাহয়তি, স পাপশ্রমণঃ ইতি উচ্যতে।

অনুবাদ — যিনি আত্মীয় স্বজনের অন্ন ধ্বংস করেন নিজের চেষ্টা দ্বারা কিছু অর্জন করিতে চান না, ঘরে বসিয়া চিরকাল কাটাইয়া দেন, সে শ্রমণ নহে।

১৪। এয়ারিসে পঞ্চকুসীল সংবুডে—

অন্বয় — এতাদৃশঃ পঞ্চকুশীলসংবৃতঃ মুণিবরাণাং রূপন্ধরঃ অধমঃ জনঃ অস্মিন্ লোকে বিষমিব গর্হিতঃ। স ন ইহ, নৈব পরত্র লোকে কিমপি অর্ঘতি।

অনুবাদ — যে সব নিয়মে পরমার্থ লাভ হয় না এরূপ কতকগুলি কপোলকল্পিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া মুনিদিগের অনুকরণ করিলে ও, যাহার প্রকৃত শ্রামণ্য জন্মে নাই, সেই অধম ব্যক্তি বিষের ন্যায় ত্যজনীয়। ইহলোকে কিম্বা পরলোকে কোথাও তাহার স্বস্তি নাই।

# চতুর্দ্দশী

স্বাধ্যায়।

১। সংজোগা বিপ্পমুক্কস্‌স—

অন্বয় — সংযোগাত্ ( আসক্তেঃ ) বিপ্রমুক্তস্য অনাগারস্য ভিক্ষোঃ বিনয়ং ( নীতীন্—সুচরিত্রতায়াঃ নিয়মান্ ) প্রাদুঃ করিষ্যামি। মে আনুপূর্ব্যম্ ( পূর্বাপরং সকলং ) শৃণুত।

অনুবাদ — নিরাসক্ত ও গৃহহীন সাধকের কর্ত্তব্য কী কী তাহা আমি বলিয়া দিতেছি ইহা সব শুনিয়া লও।

২। আন্নানিদ্দেসকরে গুরূণম—

অন্বয় — গুরূণাম্ আজ্ঞানির্দেশকরঃ উপপাতকারকঃ (সান্নিধ্যকারকঃ) ইঙ্গিতাকার সম্পন্নঃ স বিনীতঃ ইতি উচ্যতে।

অনুবাদ — যিনি গুরুর আজ্ঞা ও নির্দ্দেশ ( আদেশ ও উপদেশ ) মানিয়া চলেন, সর্ব্বদাই গুরুর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন, কেবল স্পষ্ট ভাষায় নয়, গুরু ইঙ্গিতে যাহা প্রকাশ করেন ও আচরণ দ্বারা যাহা অভিপ্রায় করেন, তাহাও বুঝিতে পারেন, তাহারই চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলিতে হয়।

৩। তম্হা বিনয়ং এসিজ্জা—

অন্বয় — তস্মাত্ বিনয়ং ইষ্যেত্ শীল, চ প্রতিলভেত। নিয়োগার্থী বুদ্ধপুত্রঃ কুত্রাপি ন নিষ্কাষ্যতে।

অনুবাদ — এই জন্য বিনয় ( ধর্মনীতি ) শিক্ষা করিবে এবং চরিত্র গঠন করিবে। ইহা করেন বলিয়া মুমুক্ষু বুদ্ধশিষ্যকে কোথা হইতেও নিবৃত্ত হইতে হয় না। তাহার দ্বার সর্বত্র অবারিত।

তাত্পর্য্য — ধর্মনীতির আধার গুরুগ্রন্থ। গুরুগ্রন্থ হইতে ধর্মনীতি জানিয়া লইতে হয়। জৈনদিগের গুরুগ্রন্থ "মূলসূত্র"।

৪। বসে গুরুকুলে নিচ্চং—

অন্বয় — যোগবান্ উপহানবান্ সন্ নিত্যং গুরুকুলে বসেত্। প্রিয়ঙ্করো প্রিয়বাদী সঃ শিক্ষাং লব্ধুং অর্হতি।

অনুবাদ — উদ্যম ও সংযমের সহিত গুরুকুলে বাস করিবে। প্রিয়ঙ্কর ও প্রিয়ভাষী শিষ্য শিক্ষা লাভ করে।

তাত্পর্য্য ঃ— ধর্মশাস্ত্রের মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর সংস্পর্শে আসিতে হয়।

৫। পূজ্জা জস্স পসীয়ন্তি—

অন্বয় — পূজ্যাঃ পূর্ব্বসংস্তুতাঃ সংবুদ্ধাঃ যস্য প্রসীদন্তি, তে প্রসন্না সন্তঃ তস্মৈ বিপুলং আর্থিকং শ্রুতং লাভয়িষ্যন্তি।

অনুবাদ — পুজনীয় ও প্রশংসিত সংবুদ্ধগণ যাহার উপর প্রসন্ন হন, তাহারা তাহাকে বিপুল ও সারবান শ্রুতির ( গুরুগ্রন্থের ) জ্ঞান দিয়া থাকেন।

তাত্পর্য্য — সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ গুরুগ্রন্থের মর্ম অবগত করাইতে পারেন।

৬। আয়রিয় উবজ্ঝাএহিং—

অন্বয় — আচার্য্যোপাধ্যায়ৈঃ শ্রুতং বিনয়ং চ গ্রাহিতঃ ( শিক্ষিতঃ ) যঃ বালঃ খিংসতি ( সঙ্কোচতে ) স পাপ শ্রমণঃ ইতি উচ্যতে।

অনুবাদ — আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের নিকট শাস্ত্র ও চরিত্র গঠনে শিক্ষা লাভ করিয়াও যাহার হৃদয় উদার হয় না ( অপরকে আত্মবত্ দেখিবার ঔদার্য্য যাহার জন্মে না ) তাহার শ্রামণ্য ব্যর্থ।

৭। পটনীয়ং চ বুদ্ধানং—

অন্বয় — যদ্ বুদ্ধানাং বচনীয়ং, বাচা অথবা কর্ম্মণা, আবির্ অথ যদি বা রহসি, তদ্ কদাপি ন কুর্য্যাত্।

অনুবাদ — বুদ্ধ যাহার নিন্দা করিয়াছেন এরূপ ক্রিয়া, প্রকাশ্যে বা গোপনে, কথায় বা কাজে, কখনই করিবে না।

তাত্পর্য্য :—কোন কার্য্য জিনের অভিপ্রেত, কোন কার্য্য তাহার অনভিপ্রেত, গুরুগ্রন্থ মূলসূত্র হইতে তাহা জানিয়া লইও, এবং তদনুসারে চলিও।

৮। তম্হা সূয়ং অহিট্ঠিজ্জা —

অন্বয় — তস্মাত্ শ্রুতং ( গুরুগ্রন্থং ) অধিষ্ঠায় ( অনুসৃত্য ; উত্তমার্থং ( পরমার্থং ) গবেষয়েত্ ( অন্বেষয়েত্ ) যেন আত্মানং পরং চ সিদ্ধিম্ সংপ্রেণেষ্যসি ( প্রাপয়েত্ ) ।

অনুবাদ — অতএব গুরুগ্রন্থ ( জিনদিগের বাণী ) ভিত্তি করিয়া পরমার্থের অনুসন্ধান করিবে। তাহা হইলে নিজকে ও অপরকে সিদ্ধিতে পৌছাইতে পারিবে।

৯। ধর্ম্মজ্জিয়ং চ ববহারং—

অন্বয় — সদা ধর্মোচ্ছ্রিতং বুদ্ধাচরিতং চ ব্যবহারং আচরেত্। তম্ ব্যবহারং আচরন্ গর্হাং নাভিগচ্ছতি।

অনুবাদ —যে ব্যবহার ন্যায়নিষ্ঠ, তাহাই বুদ্ধগণ আচরণ করিয়াছেন। তাদৃশ ব্যবহার অবলম্বন করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয় না।

তাত্পর্য্য — কিরূপ ব্যবহার বর্ধমান জিনের অভিপ্রেত, তাহা আমরা গুরুগ্রন্থ ( মূলসূত্র ) হইতে জানিতে পারি। এই ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আমরা পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিব।

১০। তসেস্স মগ্গো গুরুবিদ্ধসেবা—

অন্বয় — তস্য এষঃ মার্গঃ ভবতি—গুরুবৃদ্ধসেবা, বালজনস্য দূরে বিবর্জনা, স্বাধ্যায়ৈকান্ত নিষেবনা, সূত্রার্থ সংচিন্তনায়াম্ ধৃতিশ্চ।

অনুবাদ —সত্সঙ্গই মোক্ষ লাভের পথ। অতএব গুরু বৃদ্ধের সঙ্গ করিবে। দুর্জনের সঙ্গ পরিহার করিবে। সত্গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ সত্সঙ্গ।

অতএব পুরুষানুক্রমে সমাদৃত স্বাধ্যায় পাঠ করিবে। কেবল পাঠ করিয়া যাইবেনা, তাহার অর্থ বুঝিবার জন্য সে বিষয়ে চিন্তা করিবে।

১১। জহা সঙ্খম্মি পয়ং নিহিতং—

অন্বয় — যথা পয়ঃ যদা শঙ্খে নিহিতং স্যাত্ তদা উভয়ৌ অপি বিরাজেতে, এবং ভিক্ষৌ বহুশ্রুতে সতি ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিঃ সুখং চ বর্দ্ধতে।

অনুবাদ — [ ধর্ম্ম আচরণ করিলেই হইল, গুরুগ্রন্থের প্রয়োজন কী? ইহার উত্তর ]।

যেমন জল শঙ্খে স্থাপন করিলে তাহা দ্বারা জলেরও শোভা বাড়ে, শঙ্খেরও শোভা বাড়ে, সেইরূপ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যদি গুরুগ্রন্থ আবৃত্তি করেন, তাহাতে ধার্ম্মিকের ও প্রামাণিকতা বাড়ে, আর গুরুগ্রন্থেরও প্রচার বাড়ে, উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হয়।

১২। জে কেই উ পব্বইএ নিয়ণ্ঠে —

অন্বয় — যঃ কশ্চিত্ প্রব্রজিতঃ নির্গ্রন্থঃ ধর্ম্মং শ্রুত্বা বিনয়োপ-পন্নঃ সুদুর্লভং বোধিলাভং লব্ধ্বাপি পশ্চাত্ যথা সুখং তু বিহরেত্।

অনুবাদ — যদি কোন নিগ্রন্থ সন্ন্যাসী ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া নীতিমান্ হইয়া, আর সুদুর্লভ বোধিলাভ করিবার পর আবার যথেচ্ছাচার করিতে থাকে।

১৩। সেজ্জা দঢ়া পাউরণং মি অত্থি—

অন্বয় — দৃঢ়া ( সুরক্ষিতা ) শয্যা, প্রাবরণং ( বর্ষাত্রাণম্ ) অপি মম অস্তি, ভোক্তুং ( ভোজ্যং ) পাতুং ( পানীয়ংচ ) মম উত্পদ্যতে (জায়তে) অয়ুষঃ যত্ বর্ত্ততে তত্ সর্বং অহং জানামি, হে ভদন্ত অহং শ্রুতেন নাম কিং করিষ্যামি।

অনুবাদ — আমার সুরক্ষিত বাসস্থান আছে, বাতাতপের ভয় ও নাই, ভোজ্য ও পানীয় আমার সহজেই মিলে, জীবনের গতি কী তাহাও আমি জানি, হে ভদন্ত শাস্ত্রচর্চ্চার আমার আর কী প্রয়োজন আছে?

১৪। পুল্লেব মুঠ্ ঠী জহ মে অসারে

অন্বয় — পোল্লা ( সুষিরা ) মুষ্টিঃ, অযন্ত্রিতঃ কূটঃ কার্ষাপণঃ বা, যথা অসারঃ, তথা সোহপি অসারঃ। বৈদূর্য্য-প্রকাশঃ রাঢ়ামনিঃ ইব স জ্ঞেষু অমহার্ঘকঃ ভবতি।

অনুবাদ — ফাকা মুঠ যেমন অন্তঃসার শূন্য, রাজচিহ্নশূন্য জাল পয়সা যেমন অচল, সেই ব্যক্তিও একটা নকল সংন্যাসী। দেখিতে বৈদূর্য্যের মত হইলেও, উহা কাচখণ্ড মাত্র—জহুরীর নিকট তাহার কোনও মূল্য নাই।

১৫। কুসীললিঙ্গং ইহ ধারয়িত্বা—

অন্বয় — ইহ কুশীল-লিঙ্গং ধারয়িত্বা, জীবিয়ো ( জীবিকায়ৈ আর্ষত্বাত্ ) ঋষিধ্বজং বৃংহয়িত্বা ( আদৃত্য ) অসংযতোহপি আত্মানং সংযতং লপ্যমানঃ, স চিরমপি বিনির্ঘাতম্ আগচ্ছতি।

অনুবাদ — মিথ্যা সাধুবেশ ধারণ করিয়া, শুধু জীবিকা উপার্জ্জনের সুবিধার জন্য মুনিচিহ্ন বহন করিয়া, অসংযত হইয়াও নিজকে সংযত বলিয়া খ্যাপন করিয়া, সে ব্যক্তি অনেক দিন ধরিয়া দুঃখ ভোগ করে।

১৬। আগারি সামাইয়ঙ্গানি

অন্বয় — শ্রদ্ধী ( সশ্রদ্ধঃ ) আগারিসাময়িকাঙ্গানি ( গৃহস্থানাং আচারাণাং নিয়মান্ ) কায়েন স্পৃশেত্ ( অভ্যসেত )। উভয় পক্ষে একরাত্রিং অপি পৌষধম্ ( সংঘমেলনং ) ন হাপয়েত্।

অনুবাদ — গৃহস্থদের জন্য যে সকল আচার নির্দ্দিষ্ট আছে, শ্রদ্ধার সহিত তাহা পালন করিবে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় যে সম্মেলনের বিধান আছে, দুইপক্ষের কোনও পক্ষেই, তাহা লঙ্ঘন করিবে না।

১৭। রায়োবরয়ং চরেজ্জ লারে —

অন্বয় — বিরতঃ বেদবিদ্ আত্মরক্ষিতঃ রাগোপরতঃ লষ্টঃ চরেত্। প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী অভিভূয় যঃ কস্মিন্নপি ন মূর্চ্ছতে স ভিক্ষুঃ।

অনুবাদ — সংযত, বেদবিদ্, আত্মরক্ষিত ও নিবৃত্ত কাম হইয়া রাজার মত বিচরণ করিবে। যিনি প্রজ্ঞাবান্ সর্বদর্শী প্রভাবশালী, কোনও বিষয়ই যাহাকে মোহাবিষ্ট করিতে পারেনা, তিনিই ভিক্ষু।

১৮। ন হু জিনে অজ্জ দিস্সই

অন্বয় — যদি ন খলু জিনঃ অদ্য দৃশ্যতে, অথাপি বহুমতঃ মার্গদেশকঃ দৃশ্যতে। হে গৌতম নৈয়ায়িকে পথে গচ্ছন্ সময়ং মা প্রমাদেয়েত্।

অনুবাদ — যদি বল, 'যে সকল প্রলোভন জয় করিয়াছেন, এমন জিন তো অধুনা দেখিনা, অতএব কাহাকে দেখিয়া অগ্রসর হইব', ইহার কোনও মূল্য নাই। কারণ জিন যদি নাও থাকেন, পথের সন্ধান দিতে পারে, এমন অভিজ্ঞ লোক অনেক আছেন। অতএব হে গৌতম ধর্ম্মপথে চলিতে থাকিয়া সময়কে অপব্যয়িত হইতে দিওনা।

---

# পঞ্চদশী।

বর্ধমানঃ জিনঃ।

১। সাহু গোয়ম পন্নাতে

অন্বয় — হে গৌতম, তব প্রজ্ঞা সাধুঃ, মম অয়ং সংশয়ঃ ছিন্নঃ। মম অন্যঃ অপি সংশয়ঃ অস্তি তং মে কথয়।

অনুবাদ — হে গৌতম, উত্তম আপনার বুদ্ধি। আমার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। তবে আমার আর একটী সংশয় আছে। তাহার মীমাংসা আমাকে বলুন।

২। অন্ধকারে তমো ঘোরে

অন্বয় — অন্ধকারে ঘোরে তমসি বহবঃ প্রাণিনঃ তিষ্ঠন্তি। সর্ব্বলোকে প্রাণিনাং কঃ উদ্যোতং করিষ্যতি?

অনুবাদ — অনেক জীব তমসাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে বাস করিতেছে। সকল জীবলোকে কে আলোক পাত করিবে?

৩। উদ্গও বিমলো ভাণু—

অন্বয় — সর্ব্বলোক প্রভাকরঃ বিমলঃ ভানুঃ উদ্গতঃ। প্রাণিনাং সর্বলোকে স উদ্যোতং করিষ্যতি।

অনুবাদ — সর্ব্বলোক আলোকিত করিতে সমর্থ বিমল সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। তিনিই সকল জীবলোকে আলোক আনয়ন করিবেন।

৪। ভাণু য ইহ কে বুত্তে

অন্বয় — কেশিঃ গৌতমং অব্রবীত্ ভানুঃ চ ইতি কঃ উক্তঃ। ততঃ ব্রুবন্তং কেশিং তু গৌতমঃ ইদম্ অব্রবীত্।

অনুবাদ — কেশি গৌতমকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কাহাকে ভানু বলিতেছেন ? এইরূপ প্রশ্ন করিলে তখন গৌতম এই বলিলেন।

৫। উগ্গও খীণ সংসারো—

অন্বয় — ক্ষীণসংসারঃ সর্বজ্ঞঃ জিন-ভাস্করঃ উদ্গতঃ। প্রাণিনাং সর্বলোকে স উদ্যোতং করিষ্যতি।

অনুবাদ — জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত সর্বজ্ঞ জিন ( বর্ধমান ) ভাস্করের মত উদিত হইয়াছেন। তিনিই সমগ্র জীব লোক আলোকিত করিবেন।

৬। সাহু গোয়ম পন্নাতে—

অন্বয় — হে গৌতম, তব প্রজ্ঞা সাধুঃ। মম অয়ং সংশয়ঃ ছিন্নঃ। হে সংশয়াতীত, সর্বসূত্র মহোদধে, তুভ্যং নমঃ।

অনুবাদ — হে গৌতম, উত্তম আপনার বুদ্ধি। আমার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। আপনি সকল সূত্রশাস্ত্রবিদ্ ও সকল সংশয়ের অতীত। আপনাকে নমস্কার।

৭। এবং তু সংসয়ে ছিন্নে—

অন্বয় —এবং তু সংশয়ে ছিন্নে সতি, ঘোর পরাক্রমঃ কেশী মহাযশসং গৌতমং শিরসা অভিবন্দ্য তু।

অনুবাদ —এইরূপে সংশয় ছিন্ন হইলে, পরাক্রান্ত কেশী গৌতমকে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিয়া,—

তাত্‌পর্য্য — যিনি আধ্যাত্মিক সংশয়ের নিরসন করিতে পারেন, তাহাকে প্রণাম করিবে।

৮। পঞ্চ মহ ব্‌বয় ধম্মং

অন্বয় — পূর্বস্মাত্‌ সুখাবহে পশ্চিমে মার্গে আগতং পঞ্চমহাব্রতধর্মং ভাবতঃ প্রতিপদ্যতি।

অনুবাদ — উত্তরকালীন সুখাবহ জৈনমার্গে, প্রাক্তন আচার্য্যগণ হইতে আগত পঞ্চমহাব্রত রূপ ধর্ম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন।

তাত্‌পর্য্য —অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্য এই পাঁচটী শীল যাহা বর্ধমান জিন প্রচার করেন, তাহা পূর্বতন তীর্থঙ্করগণের ও অভিপ্রেত।

৯। কেসি গোয়মও নিচ্চং—

অন্বয় — তস্মিন্‌ সমাগমে কেশি গোতময়োঃ শ্রুত-শীল সমুত্‌কর্ষঃ মহদর্থ বিনিশ্চয়শ্চ নিত্যং আসীত্‌।

অনুবাদ — তাহাদের সেই সম্মেলনে কেশি ও গৌতমের শাস্ত্রজ্ঞান এবং আচার জ্ঞানের উত্‌কর্ষ হইল এবং পরমার্থের নির্ণয় যথার্থ ভাবে হইল।

তাত্‌পর্য্য — কেশি গৌতমের আলোচনা হইতে পরমার্থজ্ঞান লাভ করা যায়।

১০। তোসিয়া পরিসা সর্ব্বা

অন্বয় — সমুপস্থিতা সর্বা পরিষদ্‌ সমগ্রং তোষিতা। ভগবন্তৌ তৌ কেশি গোতমৌ সংস্তুতৌ সন্তৌ প্রসীদতাম্‌।

অনুবাদ — উপস্থিত সকল সদস্যগণ প্রচুর পরিতুষ্ট হইলেন। ভগবান্ কেশি ও গোতম সংস্তুত হইয়া আমাদের উপর প্রসন্ন হউন।

তাত্পর্য্য — যাহাদের প্রসাদে আমরা ধর্ম্মের রহস্য জানিতে পারি, তাহারা আমাদের নমস্য।

১১। ইহ পাউকরে বুদ্ধে—

অন্বয় — পরিনিবৃত্তঃ জ্ঞাতকঃ বুদ্ধঃ ভবসিদ্ধিকসম্মতং এতদ্ ষট্‌ত্রিংশত্ উত্তরাধ্যায়ং প্রাদুর্ অকরোত্।

অনুবাদ — নির্বাণজ্ঞ জ্ঞাতক বুদ্ধ (জিন) নিখিলসিদ্ধগণের অনুমোদিত ষট-ত্রিংশত্ অধ্যায়াত্মক উত্তরাধ্যয়নসূত্র প্রকাশ করিলেন।

তাত্পর্য্য — 'মূলসূত্র' মহাবীর বর্ধমান জিনেরই শ্রীমুখ বাণী।

——x——

# OPINIONS

ON

## RAMACANDRA AND ZARATHUSTRA

——:o:——

প্রবাসী—Agrahayan 1341.

( Translated )

A detailed discussion of Ramacandra, the Prophet of India, and Zarathustra the Prophet of Iran, and their message is the subject matter of this book. The author has traced the relation of Zaroastrianism with the other Religions of the world, and specially its homogeneity with Islam, and the consequent affinity of Islam to Hinduism. The noble purpose of removing the Hindu-Muslim animosity, by explaining the root principles of Religion is the one object of the book. There are in the book theories and explanations with which we do not fully agree, but we express our genuine esteem for the book, which is an evidence of the deep erudition of the author. He has an equal comprehension of the Hindu, Muslim and the Iranian Scriptures. A list of contents and an index would have made for the convenience of the reader.

SRI CHINTAHARAN CHAKRAVARTY.

3. DESH, 27th Chaitra 1343, 10th April 1937
( Translated )

The main theme of the book is a comparative study of Hinduism and the Religion of Zarathustra, the Prophet of Iran. But from the beginning to the end the purpose is very patent, that if the Indian Hindus and the Musalmans give up their fanaticism and come to a mutual understanding in the light of the noble truths of the Iranian Religion, they will realise the essential unity that underlies all the three Religions, and be able to live in peace. This is what is intended by the Veda, and repeated by the various apostles. But unfortunately communalism has got hold of the field at the present day and none is prepared to hear the words of reason. Yet it must be said that the aim of the author is a laudable one and the more of such discussions we have, the better it is for the country.

How could the author make time to study so many books, seems a mystery. His prodigious labour is simply wonderful, and we may repeat that there is no other book in Bengali which makes a comparative study of the religious philosophy of India and Iran with such zeal and devotion.

2. ANANDA BAZAR PATRIKA,

21-12-43, 4-4-37

( Translated )

The power of original historical research displayed in presenting Atharvan Zarathustra in popular language and easy style is really commendable.

4. HINDU MISSION 1339 ( p. 167 )

( Translated )

There is close kinship between the Hindus of India and the Ahura-worshippers of Persia. The Hindus have lost touch with the other branch, on account of their own indifference. We deeply appreciate the attempt of the author to spread a knowledge of the message of Zarathustra.

5. GAURA-DUTA, 17th Ashar 1340

( Translated )

The book is fascinating. It is impossible to praise too much the noble purpose, the deep knowledge and the wide comprehension of the author.

## 6. SJT. NAGENDRA NATH BASU

( of the Viswakosa )

Prachya Vidya Maharnav, 6-1-34

( Translated )

The book is charming. No one else has before made a comparative study like this of the religious Philosophies of Vedic India and Ancient Iran. The book deserves wide circulation.

## 7. BABU HIRENDRA NATH DUTTA,

M. A., B L.

Vice-President, Theosophical Society,—(4-5-33)

( Translated )

I came across some new ideas in your book. Though I do not agree with all of them, your performance is really creditable.

## 8. BABU SRIDHAR MAZUMDAR, M A

The Vedanta Scholar. ( Rampurhat, 15-1-32 )

The book has given ample proof of your vast knowledge of the principal religions of the world. Cry for unity has been raised in every quarter, but your book alone supplies the key.

## 9. BABU JNAN CHANDRA BANERJEE

Sub-Judge, Bengal, 10-10-1932

What has impressed me profoundly is the author's deep learning in the bye-paths of Persian, Islamic, and Zaroastrian literature which are generally taboo to the educated Bengali Hindu. A real entente cordial between Hinduism and Islam is only possible through finding out a common meeting place for their opposed cultures, as the author has clearly shown. Indeed, his ideas are all up to-date and remarkably free from the taint of orthodoxy, and his analysis of the mutual relation between Islam and Hinduism, between the Semitic and the Aryan cultures, and between nationalism and internationalism shows a keen insight. Every proposition enunciated by the author has been suported by authority which greatly encances the value of the book.

## 10. RAI BAHADUR GANESH CHANDRA DAS GUPTA, M. A, B. L.

Advocate, Barisal, 3-9-37.

( Translated )

I have been extremely glad to receive the loving present of your "Ramachandra and Zara-

thustra," May God make you ever happy and healthy and grant you a long life.

The work has been in conformity with the spirit of the present age. I have been filled with pleasure and admiration to read it. Your extraodinary erudition, originality, quest for truth and spiritual bent of mind, have glorified and illumined your uncommon patriotism. What you have written about Sikhism, with quotations in support, from the original Sikh Scripture, should be carefully read by all Indians. To quote from the original Scriptures of the Arabs, the Persians, the Hindus, the Jainas, the Buddhists and the Sikhs and state the views of Western Scholars on them, and then to support your well-thought out and strictly logical conclusions with quotations from the Vedas the Upanishdas, the Zendavesta the Yasna and the Gatha, is quite unique in Bengali literature.

It will prove of benefit to all concerned the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Parsis, the Jainas and the Buddhists. By seting out in simple language the original Slokas from the old and new Scriptures, and pointing out clearly their fundamental oneness of ideas and difference in practice due to ignorance, you have nicely brought about the unity of all religious faiths.

You have not betrayed any dislike to any religion. Having discussed the original texts with deep respect for the religions concerned, you have made the work very pleasant reading to all. Nobody has any reason to be impatient by differences of opinion with you. Though the subject is difficult, the simplicity of your language and the manner of your exposition of the original texts have made even the abstruse matters easily understandable. The work has been composed and printed to serve the ends of pre ching, and the price has been fixed as low as -/10/- per copy, without even the copy right being reserved and even that low amount you propose to spend as contributions from the Hindus the Parsis and Sikhs in the proportions of -/4/-, -/4/- & -/2/- respectively. Many people do not know that an old Gurdwara is located at Dacca. This is the meeting place of current Indian religious faiths. Discussion of historical facts in the light of logic and sentiment at the same time, has made your work an excellent production. May God make your work immortal as a pillar of your vast erudition perseverance and quest for truth, by giving wide publicity to it.

## 11. BABU DEBENDRA KUMAR BANERJEE, M. A.

Professor, Chittagong College,
10-12-32.

Your book embodies a scholarly and masterly assimilation of the priniples of the Vedic and the Islamic or rather the Avestan Cults, and brings out into prominence the delicious truths that the Islamic and the Vedic religions being fundamentally the same, the brotherly and the natural relation between the followers of Ramachandra and Zarathustra should be re-established, and the deplorable and deepseated antogonism between the bigoted Hindus and Muhammadans brought about only by parasitical accretions of ages should be annihilated root and branch, and proper fraternal feeling restored as between an Indian an Indian.

Your book will be hailed with delight by all lovers of humanity. It deserves wide circulation and sincere appreciation among the Muhammadans and the Hindus alike.

## 12. BABU GUPESWAR BANERJEE

Additional Sessions Judge, Jessore, 28-9-32.

It is a scholarly book, thougtful and well-written and shows deep erudition.

13. BABU JATINDRA MOHON SINHA,

Retired District Magistrate,
Beneres, 2-3-33

( Translated )

The book is an evidence of the deep learning, wide knowledge and the cogent reasoning of the author.

14. BABU GIRISH CHANDRA NAG,

Retired District Magistrate, 18-12-32.

( Translated )

You have brought a new angle vision. In these days of communal trouble, a study of this book will make the task of unity and friendship much more easy.

15. BABU KALIPADA MAITRA,

Retired Additional Chief Presidency
Magistrate, Munshigong, 19-1-33.

May you prosper and help in the reconciliation of factions apparently irreconcilable.

16, BABU SUKUMAR CHATTERJEE,

Inspecter General of Registration. 19-1-33

( Translated )

This book shows deep and comprehensive research.

**17. BABU GURUDAS SARCAR,**

Deputy Magistrate 12.1-32

I cannot help being proud of such erudition in a brother officer, and I congratulate you most heartly on your scholarly work.

**18. BABU JOGESH CHANDRA CHOUDHURY,**

Deputy Magistrate, Rajbari. 26-2-33

The exposition is masterly, clear and convincing. The conclusions are board-based on a wide and liberal outlook of life and things in general. Unquestionably your booklet has thrown a flood of light on the question of Indian nationalism from a new angle of vision. I have gone through it with great pleasure, and I must acknowledge, with profit.

**19. BABU SATISH CHANDRA GHOSE,**

Deputy Magistrate. 23-10-32

You have opened by it a new field for thought and study and your idea of bringing harmony between the Hindus and Musalmans by a study of the common culture of the two is surely a laudable one.

# OPINIONS

ON

## THE GITA GOVINDAM

### 1. ADVANCE ( 22-8-37 )

Gita-Govindam or the Gita of Guru Govinda Sinha. Edited by Jatindra Mohon Chatterjee M. A., published by Sudhir Kumar Mukherjee, 376 A, Rash Behari Avenue. Ballyganj, Calcutta. Price four annas.

The author is a vastly learned scholar who is wellknown in religious circles, but he should be appreciated by the general public. It is amazing that he could have made such deep studies in spite of his onerous work as a Government servant. He has already published many books, which bear the stamp of assiduous research, not only on Hinduism, but also on its later developments namely Buddhism and Sikhism. As regards Parsi-ism he is perhaps the only Bengali who has deeply probed into it and his "Ramachandra and Zarathustra" is a wonderful exposition of the Sikh cult as the synthesis of Hinduism add Parsi-ism. His "Ethical Conceptions of the Gatha" is an exposition of the philosophy of Mazda-Yasna. He has also made translations of "Gatha or Hymns of Zarathustra

in English and Gujarati It need not be emphasised that such people are well fitted to pave the way to religious unity in this land.

In the unique picture in frontis-piece in this brochure under review, the author has depicted Guru Govinda, the foremost Sikh Guru, holding the stalk of the lotus, the heart of which is represented by Yogeswara Govinda ( Krishna ) who preached Raja-Yoga, the petal on the right is represented by Bhagwan Ramachandra who preached Bhakti-Yoga ( incarnate ), and that on the left is represented by Maghawan Zarathustra who also preached Bhakti-Yoga ( formless ) The top petal is represented by Mahavir Vardhaman, who preached Jnana-Yoga, and the bottom one isrepresented by Tathagata Gautama ( Buddha ) who is depicted as preaching Karma-Yoga ( Ethics ). Thus the unity of all Aryan religions is established.

In this spirit, the author goes on to translate the Gita Govindam or the Gita of Guru Govinda Sinha into English, Before appreciating the lofty idealism and preachings of the great Sikh Guru, one cannot miss the learned introduction of the author in which he shows that the Veda is the Scripture that is common to the five Aryan Churches, viz the Hindu, the Parsi the

Budhist, the Jaina and the Sikh Church. Buddhism and Jainism, he says, are anticipated by the Veda, and they may very well seek the support of the Veda. Hinduism, Parsi-ism are cults of devotion. Hinduism lays stress on the concrete or iconic aspect, Parsi-ism on the abstract aspect of worship and Sikhism combined the two.

"The difference in the stress laid on the iconic and an-iconic aspects, by the Indians and the Iranians respectively, had however far-reaching consequences. A Veda supplement or Atharva Veda was added to the original three Vedas. The Iranians, under the lead of Maghavan Zarathustra, composed the Bhargava section, and the Indians under the lead of Bhagawan Ramachandra compiled the Angirasa section of the Atharva Veda. This created a gulf of difference between the two branches, till Yogeswara Govinda ( Krishna ) reconciled their message by propounding the celestial Gita. It was, however, left to Ganadhara Guru Govinda Sinha to implement the ideal of the Gita in actual life."

The synthesis is appealing, and this view-point will help one greatly in appreciating the great Sikh Guru.

2. HINDU OUTLOOK ( Delhi ), 8-12-1937.

We would advise every Hindu and Sikh to acquire a copy of the Gita Govindam and read it thoroughly along with the Bhagavat Gita.

3. THE SIKH VIR, ( Delhi ). August 1937.

( Translated )

About Sikh Religion, this is the first book of its kind in Hindi or English. We have nothing but admiration for the book.

4. DESH, ( Calcutta ). 6th Kartik 1344, 23-10-37.

( Translated )

The author has succeeded in establishing in a few words, the intimate connection that there is between the Veda, the Gita, and the Gospel of Guru Govinda.

5. SARDAR BAHADUR SARDAR KAHN SINGH OF NABBA, 25-12-37.

I have gone through the booklet with great interest, and am much pleased to see the contents.

# OPINIONS.

## ON
## THE PANCA DASI GITA

### 1. PANDIT S. D. SATWALEKAR OF SWADHYAYA MANDAL, AUNDH.

17-4-37.

The arrangement is so excellent that I wish to keep this book permanently on my table for ready reference. *Every Hindu must have a copy of this book.*

### 2. SWAMI SWARUPANANDA OF AYACHAK ASRAM, MANBHUM,

18th Agrahayana 1343.

( Translated )

Your deep learning and untiring labour is simply wonderful.

### 3. S. G. BHALERAO OF BHARADWAJA ASRAMA POONA 12-4-37.

I must say you have displayed in this book your wonted resourcefulness and a great synthetic ability to make it entirely a new Gita.

I very heartily welcome this your effort at synthesising the best elements of the ancient Indian Philosophic ideas, into a coherent reading that is calculated to advance the Thought, enno-ble the Feelings, and enrich the Action.

4. H. I. CHOPRA; M A.
Professor, Sanatan Dharma College Lahore.
29-3-37.

The work shows a masterly exposition of the real and practical Hindu Religion. I have recommended the book to the Board for Theological Studies for prescription in I. A, and B. A. class in our college.

---

# REVIEW

ON

## PANCHADASI GITA

A significant book of Gita-mysticism, such as this book of Mr. Jatindra Mohon Chatterjee, M. A. B. C. S., drives straight to the centre to the spritual sources of India; and he has happily maintained throughout his work the characteristic oriental union of speculation and practice, of theory and art. He writes of a current of life whose essence he knows. Yet he adds to this primary and indispensable sympathy, a threefold objectivity, that of a scholar scientifically trained, that of the reader widely familar with western Literature on Ethics, and that of the Sociologist concerned

with the bearing of religion upon the health of human institutions.

It is of high importance for the rapidly changing East, that a light so adequate should be thrown upon its ancient and perennial sources of strength. In the shock of social upheaval it is these sources that are likely to be discounted and jettisoned on the supposition that a modern society based on technology has no place for them, and on the kindred supposition that they have no interest nor function in such a world. It is seldom that our students of society appreciate that principle of alteration in the hygiene of the mind, whereby a mystical discipline remains an essential condition of the vigour and value of realistic enterprise, even of scientific fertility. Instinctively, the conservative impulses of Hindu piety, as seen in various plans of education, have attempted to maintain a liason between these elements. The instinct is sound; the new social streams will run shallow if they abandon the ancient springs, on the assumption that economy and its guides are competent to furnish all the vital equipment of a new order. But the validities of these spiritual arts need to be subjected to a deeper and more

objective analysis, capable of severely critical separation between irrelevant and essential factors. It is in this direction that the present study renders a definite service to the actual situation, not alone in India, but throughout the orient.

And not alone to the orient For mysticism which is spontaneously and lucidly depicted in this presnt work, is one of the common elements in World religion ; and and a study which, like this one, joins hands with the work of western scholar Rhys Davis, Foussin Jameswoods, Rudolf Otto, J. B. Pratt, Von Hugel, adds to the self-understanding of the race in its religious exprience, and in so far, to the moral unity of mankind.

The unique character of the work, and the lucidity of exposition of the subject matter are, however, the assets, on which this literary execution will count, and for which it will have a permanent claim upon the indulgence of the rerders who find an abiding interest in the study of the Indian thought.

SWAMI ADVAITANANDA, P. H. D.

( University of Tokiyo ); 2-4-38.

# OPINIONS
ON
# THE ETHICAL CONCEPTIONS OF THE GATHA

1. Prof. A, V. WILLIAMS JACKSON

( Columbia University. )

I hasten to thank you for your welcome gift. I am glad to have your writtings to add to the collection of works on the subject.

16-12-1933.

2. POUR-I-DAVOUD.

( Santi Niketan. 15-1-32 )

I pray unto Ahura Mazda that may you be successful, in placing before the public a wider knowledge of the great Zaroastrian Religion and Iranian subjects. I thank you once again for the kind present.

3. Dr. BHAGAVAN DAS.

It seems to me that this aspect of the living Zaraoastrian religion, as a bridge between Vedism and Islam, has a great practical value at the present time in India. The author has demonstrated this aspect with a great wealth of learning in Zend, Sanskrit. Pali, Persian and modern western literature ; and the manner in which he has done it makes it a pleasure to walk with him in the high ways and by-ways of that learning. ( 16-9-34. )

**4. P. D. MARKER,**

( Market Building, Bombay, 1-3-33. )

You have rendered a great service to Zaroastrianism and to the intelligentsia of Bengal in particular, and the country in general by placing with conspicuous ability the Ethical Principles of the Gathas before the reading public.

5. MODERN REVIEW.

( Septembe, 1933. )

The so-called dualism of the Avesta is based on a mistaken notion, as Mr. Chatterjee is, we believe, *the first to point out.*

Mr. Chatterjee is a pioneer in the field he has chosen, and scholars all over the world will appreciate the thoroughness with which he has perfomed the task.

6. M. R. VIDYARTHI, M. A., B SC., LL. B.,

Advocate, Bombay High Court.
Ahmedabad, 25-10-32.

It is really a thought-provoking original work, and is a very valuable contribution to the philosophic and religious literature of the East. The author has rendered to the Parsis of India a service which they cannot repay

I for one dare not offer any critical review of the great book. I sincerely admire the great and noble effort of the very learned author,

## 7. K. NATARAJAN.

( The Indian Social Reformer, 23-10-37. )

My notes ( what I believe ) have brought some letters which to me are of permanent value. One of these is from Mr. Fakirji Bharucha whom I do not remember to have met. Mr. Bharucha did not write to me directly. He wrote a letter to the Bombay Centinel calling my attention to the Life and Teachings of Zaroaster, and recommending as a good exposition of them "The Ethical Conceptions of the Gatha" by Jatindra Mohan Chatterjee. I wrote to him asking for the name of the publishers He promptly replied by sending me with the characteristic Parsi generosity, a copy of the book. I have now rapidly perused it. I am deeply impressed by the wide range, the deep insight, and the monumental erudition of the auther, which are evident in almost every page. He is equally at home in Hindu, Gathic and Koranic literature between which he finds an intimate relation in many essentials. The teachings of Zaroaster he holds to be basic, that is to say, the source of inspriation to them all. The arguments with which he supports his main thesis, that the Pancharatara or Bhakti school of Hindu religious philosophy, the most popular

school, is directly traceable to the teachings of Zaroaster, are extremely cogent. I do not know whether any scholar has attempted to answer them. The book not only presents the Parsian Prophet in a light that is altogether new to me and perhaps, to many others but it is a model of the synthetic method which holds the key to the problems of discordant world. It is a great event in one's life when one comes across a good book. I am grateful to Mr. Bharucha for introducting me to "The Ethical Conceptions of the Gatha." Incidentally, Mr. Chatterjee gives from the Urdu biography the correct version of the story about the contemplated conversion of Lala Lajpat Rai to which I referred. It was not Lala Lajpat Rai but his father Lala Radha Kishen who "was within an ace of giving the go-by to Hinduism and was saved from accepting Islam simply by the insistence of his wife." Mr. Chatterjee is led by the incident to the wistful reflection : "But for his mother's timely intervention, Lala Lajpat Rai would have been lost to Hindu India, like so many Lajpat Rais that have gone the way before him, and made themselves famous in Indian history, under the name of Mahabbat Khan . brother of Rana Pratap ), Murshed Kuli Khan ( a Maharatta Brahmin ) or Sultan Jalaluddin ( son of Raja Ganesh of Bengal. )

# OPIINON ON THE GATHA

[ Extract from the Presidential Address at the Indian Oriental Conference, 1933. ]

By K. P. JAYASWALA Esqr. (Oxon)

Bar-at-law, at Nyaya Mandir Hall, Baroda.

Iranian and Hindu are the twin pulses of that whole grain which is known as Aryan Civilization. In the person of Sir Jivanji Modi, the two were united and his personality was a constant reminder of that unity in the Sessions of our Oriental Conference.

That unity, I am glad to see is being realised both here and in modern Persia which has deputed Pro. Davod, the leading Persian Scholar to Santi Niketan, whom we have elected as one of our sectional Presidents.

In India itself Dr. Taraporwala and others will no doubt carry on the mission of Sir Jivanji Jamshedji Modi.

It is a good sign to see Hindu Scholars like Mr. Jatindra Mohon Chatterjee taking up the study of the Iranian Gathas from the Indian point of view.

Amrita Bazar Patrika, 28-12-1933

# BOOKS BY THE SAME AUTHOR

## THE GURU-GRANTHA MALA SERIES

### A. Veda—বেদ

1. VAIDIC GITA ( বৈদিক গীতা ). Selected Riks of the Veda arranged into 15 Chapters on the principles of Jnana, Bhakti and Karma Yogas.

Text in Devanagari and Translation in English. With Forword by Dr. Mahendranath Sircar.

Indispensable to every Brahmachari as the daily prayer-Book in the words of Veda.

*Price—As. 8*

(Samarth Bharat Press, 947 Sadashiv peth, Poona 2).

### B. Atrhava-Veda—অথর্ব বেদ

1. PRISNI-GATHA ( পৃশ্নি গাথা ) or the Hymns of Ramacandra and Zarathustra. Text in Devanagari and Translation in English With forword by Mahamahopadhyaya Pandit Vidhu Sekhar Sastri. The foremost National songs of India and Iran.

*Price--As. 8*

Cherag Office, P. O. Navsari (Bombay)

2. GATHA ( গাথা ) or Hymns of Zarathustra.

Text in Devanagari, Prose order in Sanskrit, Grammatical notes according to Panini, Translation in English and Translation in Guzarati (by A. N. Bilimoria). This is the first time that the scripture is printed in Devanagari Script and thus made available to Indian Pandits.

*Price—Re. 1*

Cherag Office P. O. Navsari (Bombay)

## C. Purana—পুরাণ

1. PANCA-DASI GITA (পঞ্চদশী গীতা) or The Gita rearranged into 15 Chapters according to the principles of Jnana, Bhakti and Karma Yogas—with the Riks of Veda interspersed.

Text in Sanskrit, with Translation and Exposition in English. With Forword by Hirendra Nath Datta. The readiest way to get to the Heart of the Gita—the Gospel of Life for every individual of any nation and every age.

*Price—Rs. 1-8*

(Samarth Bharat Press, 947 Sadashiv Peth, Poona 2).

## D. Pitaka—পিটক

1. DHAMMAPADAM (ধম্মপদম্)

The Gospel of Gautama Buddha in 15 Chapters.

( In preparation )

2. MULA SUTRAM (মূল সূত্রম) or Uttaradhyana Sutram *i. e.* the Gospel of Vardhamana Jina in 15 Chapters

( In preparation )

3. JAPAJI (জপজী)

The Gita of Guru Nanak being the first chapter of the Guru Grantha Sahib. Text and translation in Bengali.

*Price 8 As.*

D. M. Library.
42, Cornwallis Street, Calcutta.

## E. Agama—আগম

1. JAPJI ( জাপজী ) or the Gita of Guru Govinda Sinha. The Gospel that brought new life to the Hindu and the Parsis and saved them from annihilation.

*Price—Re. 1*

D. M. Library
42, Cornwallis Street, Calcutta

## F. Expository

1. ETHICAL CONCEPTIONS OF THE GATHA

An exposition of the philosophy of Mazda Yasna, With Intdoduction by Dr. Bhagavan Das A comparative study of the worship of Indra and Varuna ( *i. e.* Iconic and An-Iconic worship in the Veda ).

*Price— Rs.* 2

J. B. Karanis Sons,
220–22 Barabazar, Fort, Bombay.

2. রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র ( Bengali ) *i. e*, Aggressive Vedicism or the organic connection between Hinduism, Parsi-ism and Sikhism With a Forword by Dr. Dinesh Chandra Sen.

*Price—As. 10*

D M. Library
42, Cornwallis Street, Calcutta.

3. RAMCHANDRA AND ZARATHUSTRA (English)

An exposition of the Sikh cult as the synthesis of Hinduism and Parsi-ism.

*Price—As. 10*

D. M. Library
'ornwallish Street, Calcutta.